জাতীয় শিক্ষানীতি প্রনয়নে প্রস্তাব ও সুপারিশমালা

সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ-এর প্রস্তাব ও সুপারিশমালা

সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ-এর প্রস্তাব ও সুপারিশমালা

সম্পাদনা
আবদুস শহীদ নাসিম

প্রকাশক
মুহাম্মদ আশরাফুল হক
প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স সেক্রেটারি
সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ
৪৪৭ গ্রীনওয়ে, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৩১২৯২, ৮৯৪০৫১

প্রকাশকাল
জুন ১৯৯৭

কম্পিউটার কম্পোজ
দি লিমা এন্টারপ্রাইজ
৪৩৫/এ-২ ওয়ারলেছ রেলগেট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৮৪১৭৫৯

মুদ্রণে
আল ফালাহ প্রিন্টিং প্রেস
৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড
মগবাজার ঢাকা।

সৌজন্য বিনিময় ঃ পঞ্চাশ টাকা

www.nagorikpathagar.org

সূচিপত্র

● **কিভাবে তৈরি হলো সুপারিশমালা** ৪

০১. অনুবন্ধ ৫

০২. সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটি ১০

০৩. সেমিনার ও কর্মশালার আমন্ত্রণপত্র (এক ও দুই) ১১ ও ১২

০৪. অনুষ্ঠানসূচি ১৩

০৫. কর্মশালার মৌল প্রতিপাদ্য ১৪

০৬. স্বাগত ভাষণ - ১ ১৬

০৭. স্বাগত ভাষণ - ২ ২০

০৮. প্রধান অতিথির ভাষণ ২৬

০৯. প্রবন্ধ-১ ঃ সময়ের দাবি ও কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা রিপোর্টের অনুপযোগিতা ৩৬

১০. প্রবন্ধ-২ ঃ আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়নে জাতীয় মূল্যবোধ ও আদর্শিক ভিত্তি ৪৪

১১. প্রবন্ধ-৩ ঃ ড. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ঃ একটি পর্যালোচনা ৫১

১২. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের প্রথম অধ্যায় ৬০

● **জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নে আমাদের প্রস্তাব ও সুপারিশমালা** ৬৫

পরিশিষ্ট - ১ : পত্র পত্রিকায় সেমিনারের খবর ৮৯

পরিশিষ্ট - ২ : সেমিনার কর্মশালা ও আলোচনা সভায় অংশগ্রহণকারীদের তালিকা ৯৩

www.nagorikpathagar.org

কিভাবে তৈরি হলো সুপারিশমালা

কিভাবে তৈরি হলো সুপারিশমালা

www.nagorikpathagar.org

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

অনুবন্ধ

শিক্ষাব্যবস্থা একটি দেশের মেরুদন্ড। কোনো জাতির সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক এবং আর্থ-সামাজিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির নিয়ামক হলো শিক্ষা। একদিকে মানুষের জীবনধারা ও সামাজিক মূল্যবোধ শিক্ষার রাজপথ নির্দেশক। অপরদিকে শিক্ষাই মূলত মানুষের মধ্যে বিশেষ ধরনের জীবনধারা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ সৃষ্টি করে। সুতরাং শিক্ষা সুদূরপ্রসারী লক্ষ্যাভিসারী। শিক্ষা বর্তমানের কানন, ভবিষ্যতের মুকুল। শিক্ষা বর্তমানের ফল, ভবিষ্যতের বল।

শিক্ষা একদিকে মহাকবি মিল্টনের ভাষায় Harmonious development of body, mind and soul. অপরদিকে তা কালের সিঁড়ি, সভ্যতার নির্মাতা এবং অর্থনীতি, রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্রেন।

আমাদের প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ বিশ্ব মানচিত্রের অন্য দশটির মতো একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। আমরা একটি সোনালি ঐতিহ্যমন্ডিত গৌরবদীপ্ত জাতি। এবার মহাসমারোহে পালিত হয়েছে আমাদের স্বাধীনতার রজত জয়ন্তী। কিন্তু বড় পরিতাপের বিষয়, আজ আমরা সাংস্কৃতিক ভিক্ষুক, রাজনৈতিক কুঁদুলে, অর্থনৈতিক কোমর ভাংগা আর শিক্ষা ব্যবস্থায় দেউলিয়া। বিগত পঁচিশ বছরে আমাদের জাতির উপযোগী কোনো শিক্ষানীতি প্রণীত হয়নি। কুদরাত-এ-খুদা কমিশন কর্তৃক স্থিরকৃত শিক্ষানীতির লক্ষ্য উদ্দেশ্য তো একেবারে আমাদের জাতির জীবনবোধ ও বিশ্বাসের বিরোধী। পরবর্তীতে প্রণীত মজিদ খান কমিশন এবং মফিজ উদ্দীন কমিশন রিপোর্ট কিছুটা updated হলেও জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের মূল্যবোধের প্রতিনিধিত্বশীল নয়। এগুলোর কোনোটিই বাস্তবায়িত হয়নি। ফলে লক্ষ্যহীন শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের নব প্রজন্মকে পরিচালিত করছে লক্ষ পথে। বিভ্রান্ত হচ্ছে জাতির ভবিষ্যত নেতৃত্ব।

ফলে জাতীয় উন্নতি, সংহতি, সমৃদ্ধি ও আদর্শিক মূল্যবোধের বিকাশ সাধনের জন্য অচিরেই জাতির জন্যে একটি যুগোপযোগী এবং জাতীয় ও আদর্শিক মূল্যবোধ ভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

'সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ' একটি গবেষণাধর্মী অরাজনৈতিক সংস্থা। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প বাণিজ্যসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয়

www.nagorikpathagar.org

বিষয়ে গবেষণা এবং চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত সংগ্রহ করে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদানই এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য।

যেহেতু শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ একটি জাতীয় ইস্যু এবং এবছর জানুয়ারি মাসে সরকার একটি 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি' গঠন করে এবং সে কমিটিকে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালা গণমুখী এবং যুগোপযোগী করে একটি বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব অর্পণ করে, তাই 'সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ' এ সংক্রান্ত একটি সুপারিশমালা তৈরি করার প্রয়োজন অনুভব করে।

সে প্রেক্ষিতে ২ ফেব্রুয়ারি '৯৭ তারিখে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি আলোচনা সভার আয়োজন করা হয় হোটেল সুন্দরবনে। এ আলোচনা সভায় চল্লিশজন* শিক্ষাবিদ ও শিক্ষা বিশেষজ্ঞ অংশগ্রহণ করেন। এতে মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন দারুল ইহসান ইউনিভার্সিটির ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ এবং ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) মুশাররফ হোসেন। এ সভায় একটি জাতীয় ভিত্তিক সেমিনার ও কর্মশালা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয় এবং তা বাস্তবায়নের জন্যে প্রফেসর সৈয়দ আলী আশরাফকে আহ্বায়ক করে ১৩ সদস্যের একটি প্রস্তুতি কমিটি গঠন করা হয়।

কমিটি কয়েকবার বৈঠকে মিলিত হয়। কমিটি সিদ্ধান্ত নেয়, একই দিন জাতীয় ভিত্তিক একটি সেমিনার কাম ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হবে। সে হিসেবে ২১ মার্চ '৯৭ তারিখে 'জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী' [NAEM]-এ সকাল ৯টা থেকে সেমিনার এবং বিকেল ৩টা থেকে কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে সারাদেশ থেকে শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী মিলে ৯১ (একানব্বই) জন অংশগ্রহণ করেন।*

সেমিনারে সভাপতিত্ব করেন প্রফেসর ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, প্রধান অতিথি ছিলেন জাতীয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী। বিশেষ অতিথি ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য প্রফেসর মুহাম্মদ ইউসুফ আলী।

কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়।

কুরআন তিলাওয়াতের পর প্রথমেই স্বাগত ভাষণ প্রদান করেন সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজের চেয়ারম্যান জনাব আবদুস শহীদ নাসিম। ভাষণের কপি উপস্থিত সবাইকে বিতরণ করা হয়।

** তালিকা পরিশিষ্টে সংযুক্ত হলো*

www.nagorikpathagar.org

অতপর অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ তাঁর প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। প্রবন্ধের শিরোনাম ঃ "জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট [১৯৭৪] এর সারসংক্ষেপ ও মৌল প্রতিপাদ্য প্রসংগে।" প্রবন্ধের কপি পূর্বেই আমন্ত্রণপত্রের সাথে সবাইকে পাঠানো হয়। অতপর শিক্ষাবিদ চিন্তাবিদ আবদুল কাদের মোল্লা প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম ঃ "আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়নে জাতীয় মূল্যবোধ ও আদর্শিক ভিত্তি।" প্রবন্ধের কপি উপস্থিত সবাইকে বিতরণ করা হয়।

প্রবন্ধ উপস্থাপনের পর মূল বিষয়ের উপর আলোচনা শুরু হয়। আলোচনায় অংশ নেন ঃ ১. ডঃ শামসুল হক মিয়া ২. মাসুদুল হক মজুমদার ৩. মাওলানা এ কিউ. এম. সিফাতুল্লাহ্ ৪. অধ্যাপক মুজাহিদুল ইসলাম ৫. অধ্যাপক আহ্মদ আবদুল কাদের ৬. ডাঃ গোলাম মুয়াজ্জম ৭. প্রফেসর নূরুল করীম ৮. ডঃ শবিবর আহ্মদ ৯. প্রফেসর শাহ্ মুঃ হাবীবুর রহ্মান ১০. ডঃ রাজিয়া আকতার বানু ১১. ডঃ এস. এম লুৎফর রহ্মান ১২. ডঃ এম. এরশাদুল বারী ১৩. প্রফেসর মুহাম্মদ ইউসুফ আলী ১৪. প্রফেসর ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ।

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী প্রধান অতিথির ভাষণ দেন। তিনি লিখিত ভাষণ দেন। ভাষণের কপি উপস্থিত সকলকে বিতরণ করা হয়।

সভাপতির ভাষণ প্রদান করেন প্রফেসর কাজী দীন মুহম্মদ।

দুপুর ২.৩০ টায় সেমিনার শেষ হয়। অতপর মধ্যাহ্ন আহারের বিরতির পর বিকেল ৩টা থেকে কর্মশালা আরম্ভ হয়।

কর্মশালায় ডেলিগেটগণ পাঁচটি গ্রুপে বিভক্ত হন। পাঁচ গ্রুপে পাঁচজন বিশেষজ্ঞ মডারেটরের দায়িত্ব পালন করেন। তাঁরা হলেন ঃ

গ্রুপ- ১ ঃ প্রফেসর মুহাম্মদ ইউসুফ আলী

গ্রুপ- ২ ঃ প্রফেসর কাজী দীন মুহম্মদ

গ্রুপ- ৩ ঃ প্রফেসর শাহ্ মুহাঃ হাবীবুর রহ্মান

গ্রুপ- ৪ ঃ প্রফেসরময়েজ উদ্দীন আহ্মেদ।

গ্রুপ- ৫ ঃ অধ্যাপিকা খোন্দকার আয়েশা খাতুন

মাগরিবের নামায পর্যন্ত কর্মশালার গ্রুপ আলোচনা চলে। মাগরিবের পর আরম্ভ হয় সমাপনী অধিবেশন। এ অধিবেশনেও সভাপতিত্ব করেন ঃ ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ।

প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন ঃ প্রফেসর এম. এ. বারী।

বিশেষ অতিথির আসন গ্রহণ করেন ঃ প্রফেসর মুঃ ইউসুফ আলী।

এ অধিবেশনে প্রথমেই কর্মশালার পাঁচটি গ্রুপ থেকে পাঁচজন স্ব স্ব গ্রুপের ফাইন্ডিংস উপস্থাপন করেন।

www.nagorikpathagar.org

উপস্থাপকরা হলেন ঃ

গ্রুপ- ১ ঃ মাসুদুল হক মজুমদার

গ্রুপ- ২ ঃ অধ্যাপক আহ্‌মদ আবদুল কাদের

গ্রুপ- ৩ ঃ মাওলানা এ. কিউ. এম. সিফাতুল্লাহ

গ্রুপ- ৪ ঃ প্রফেসর ময়েজ উদ্দীন আহমেদ।

গ্রুপ- ৫ ঃ অধ্যাপিকা ফেরদৌস আরা খানম

অতপর সেমিনার ও কর্মশালা থেকে সংগৃহীত মতামত ও পরামর্শের আলোকে কিভাবে পূর্ণাংগ সুপারিশমালা তৈরি হবে সে ব্যাপারে পরামর্শ করা হয়।

সুপারিশমালা তৈরির ব্যাপারে দুটি পরামর্শ আসে ঃ

১. কুদরত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে সুপরিশমালা তৈরি করতে হবে এবং সরকার গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে তা প্রদান করে তার আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে পরামর্শ দিতে হবে।

২. স্বয়ংসম্পূর্ণ পূর্ণাংগ একটি আদর্শ শিক্ষানীতি **(Model Education Policy)** প্রণয়ন করতে হবে। যখন যে সরকার আসে তাকেই এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন করার জন্যে পরামর্শ দিতে হবে এবং চাপ প্রয়োগ করতে হবে।

সি.পি.এস. কর্তৃপক্ষ উভয় পরামর্শই গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে।

অতপর সি.পি.এস চেয়ারম্যান জনাব আবদুস শহীদ নাসিম সেমিনার ও কর্মশালার পরামর্শের আলোকে পূর্ণাঙ্গ সুপারিশমালা তৈরির জন্যে প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বারীকে চেয়ারম্যান করে "জাতীয় শিক্ষানীতি পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটি" নামে একটি কমিটি ঘোষণা করেন।

কমিটি অক্লান্ত পরিশ্রম করে বিস্তারিত আলোচনা ও পরামর্শের ভিত্তিতে মাত্র দেড়মাসের মাথায় একটি বাস্তবধর্মী পূর্ণাঙ্গ সুপারিশমালা প্রণয়ন করে।

অতপর বিগত ১৫ মে '৯৭ তারিখে প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারীর নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির' চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হকের সঙ্গে তাঁর কার্যালয়ে সাক্ষাত করে সুপারিশমালা হস্তান্তর করেন।

এছাড়া আমরা আমাদের এ সুপারিশমালার কপি, মহামান্য রাষ্ট্রপতি, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, বিরোধী দলীয় নেত্রী, জাতীয় পার্টির প্রেসিডেন্ট, জামায়াতে ইসলামীর আমীর, শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব এবং শিক্ষকদের বিভিন্ন সমিতি ও সংস্থাকে প্রদান করেছি। আমরা আশা করি তাঁরা এ সুপারিশমালার আলোকে শিক্ষানীতি প্রণয়নে আগ্রহী হবেন, পরামর্শ দেবেন এবং চাপ প্রয়োগ করবেন।

www.nagorikpathagar.org

এ সুপারিশমালা প্রণয়নে সর্বজন শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী সাহেবসহ বেশ কয়েকজন প্রবীণ শিক্ষাবিদ অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। একাজ করেছেন তাঁরা জাতির কল্যাণে, জাতীয় স্বার্থে। এ সুপারিশমালা প্রণয়নে কঠিন পরিশ্রম করেছেন হারুনুর রশীদ। তিনি সেমিনার ও কর্মশালার পরামর্শসমূহ সংকলন ও সমন্বয় করে কমিটির সামনে খসড়া সুপারিশমালা পেশ করেন। তারই ভিত্তিতে কমিটি সুপারিশমালা প্রণয়ন করে। এ পরিশ্রমের জন্যে তাকে ধন্যবাদ দিয়ে খাটো করতে চাইনা।

এছাড়া সেমিনার ও কর্মশালা বাস্তবায়নে এবং এ গ্রন্থ প্রকাশে অনেকেই বিভিন্নভাবে সহযোগিতা করেছেন। যাবতীয় প্রোগ্রাম বাস্তবায়নে কঠোর পরিশ্রম করেছেন অনেকে। তাদের সকলের প্রতিদানের আশা আল্লাহর কাছে।

এ সুপারিশমালা তৈরি করতে পেরে আমরা আনন্দিত। আমরা আশা করি এর আলোকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণীত হলে জাতির ভবিষ্যত প্রজন্ম উন্নত, শ্রেষ্ঠ ও সুশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

আবদুস শহীদ নাসিম
চেয়ারম্যান
সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষানীতি পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটি
সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

চেয়ারম্যান

প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বারী
সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী ও জাতীয়
বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক চেয়ারম্যান
বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।

সদস্যবৃন্দ

প্রফেসর মুহাম্মদ আলী
সাবেক উপাচার্য, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ
প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ এম. এরশাদুল বারী
প্রফেসর ও ডীন আইন অনুষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর ময়েজ উদ্দীন আহমেদ
সাবেক চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক
শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।

ডঃ ইউ.এ.বি. রাজিয়া আকতার বানু
প্রফেসর, রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

শাহ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান
প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

হারুনুর রশীদ
বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ।

আবদুস শহীদ নাসিম
চেয়ারম্যান
সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

আবদুল কাদের মোল্লা
শিক্ষা বিশেষজ্ঞ।

আশরাফুল হক
অধ্যক্ষ, হলি চাইল্ড পাবলিক স্কুল ও কলেজ।

ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ
উপাচার্য, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর ইউসুফ আলী
সাবেক উপাচার্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ এম. এ. সালেহ
প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান
প্রফেসর, ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রফেসর সাইয়েদা জাকিয়া খাতুন
সাবেক বিভাগীয় প্রধান, আরবি বিভাগ
বদরুন্নেছা কলেজ, ঢাকা।

প্রফেসর গোলাম মুয়াজ্জম
সাবেক অধ্যক্ষ, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ
মেডিকেল কলেজ।

মাওলানা এ.কিউ.এম. সিফাতুল্লাহ
মাদ্রাসা শিক্ষা বিশেষজ্ঞ।

অধ্যাপক আহমেদ আবদুল কাদের
শিক্ষাবিদ।

ডঃ উম্মে কুলসুম রওজাতুর রুম্মান
সহকারী অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

www.nagorikpathagar.org

আমন্ত্রণপত্র - ১

শিক্ষানীতি সংক্রান্ত আলোচনা সভা

জনাব,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন 'সরকার কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনকে গণমুখী ও যুগোপযোগী করে বাস্তবভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৫৪ সদস্যের 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি' গঠন করেছে। এ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই শিক্ষানীতি চূড়ান্ত হবে। আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে কমিটি তাদের সুপারিশমালা সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

আপনি এ কথাও নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন কর্তৃক প্রণীত শিক্ষানীতি সম্পর্কে জনগণের মাঝে বিরূপ প্রতিক্রিয়া রয়েছে।

এ প্রেক্ষিতে সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ আগামী ৪ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিকেল ৩টায় হোটেল সুন্দরবনের মালঞ্চ হলে 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ঃ আমাদের করণীয়' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ও ইফতার মাহ্‌ফিলের আয়োজন করেছে।

এ অনুষ্ঠানে আপনার উপস্থিতি ও প্রয়োজনীয় পরামর্শ একান্তভাবে কামনা করি।

আবদুস শহীদ নাসিম
চেয়ারম্যান
সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

ডা. রুহুল আমীন
সেক্রেটারি
সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

www.nagorikpathagar.org

আমন্ত্রণপত্র - ২

জাতীয় মূল্যবোধ ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ শীর্ষক সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ

জনাব,

আস্‌সালামু আলাইকুম।

আশা করি ভালো আছেন। আমরাও আপনার সর্বাঙ্গীন কল্যাণ কামনা করছি। আপনি নিশ্চয়ই অবগত আছেন কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের সুপারিশমালাকে গণমুখী ও যুগোপযোগী করে বাস্তবভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে সরকার এবছর জানুয়ারি মাসে ৫৪ সদস্যের 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি' গঠন করেছে। এ কমিটির সুপারিশের ভিত্তিতেই শিক্ষানীতি চূড়ান্ত হবে। আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে কমিটি তাদের সুপারিশমালা সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

আপনি নিশ্চয়ই একথাও অবগত আছেন যে, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট ও সুপারিশমালার হুবহু পুরোটাই আমাদের জাতীয় মূল্যবোধের সাথে সামঞ্জস্যশীল নয়। এতে শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে অনেক ভালো ভালো প্রস্তাব থাকলেও শিক্ষার লক্ষ্য উদ্দেশ্য এবং ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাপারে সংবিধান ও জাতীয় মূল্যবোধের সাথে অসামঞ্জস্যশীল কিছু কিছু প্রস্তাবও রয়েছে।

তাই আমরা জাতীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে একটি বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে সরকার ও সরকার কর্তৃক গঠিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিকে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেয়া কর্তব্য মনে করছি। এ উদ্দেশ্যে গত ৪-২-৯৭ তারিখে ঢাকায় বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় জাতীয় প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সেমিনার কাম কর্মশালা অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত হয়।

সে হিসেবে আগামী ২১ মার্চ শুক্রবার সকাল ৯টায় ঢাকাস্থ জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা একাডেমী NAEM-এ (ঢাকা কলেজ সংলগ্ন) একটি গুরুত্বপূর্ণ সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হবে ইনশাল্লাহ। এতে দেশের শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণ উপস্থিত থাকবেন। এ সেমিনার ও কর্মশালায় অংশগ্রহণ করে আপনার গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ ও সুপারিশ প্রদানের জন্যে আমরা আপনাকে বিনীত আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।

ওয়াসসালামু আলাইকুম

আবদুস শহীদ নাসিম
চেয়ারম্যান
সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

ডাঃ রুহুল আমীন
সেক্রেটারি
সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিস

সংযুক্তিঃ

১. কর্মসূচি
২. কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের সারসংক্ষেপ।
৩. সুপারিশমালা প্রণয়নে কিছু বিবেচ্য বিষয়।
৪. বিগত আলোচনা সভার স্বাগত ভাষণ।

www.nagorikpathagar.org

সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ

জাতীয় মূল্যবোধ ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

তারিখ : ২১.০৩.১৯৯৭

স্থান : NAEM

অনুষ্ঠানসূচি

প্রথম অধিবেশন : সেমিনার

সকাল	০৯.০০ - ০৯.০৫	:	আসন গ্রহণ
	০৯.০৬ - ০৯.১০	:	কুরআন তিলাওয়াত
	০৯.১১ - ০৯.২০	:	স্বাগত বক্তব্য : জনাব আবদুস শহীদ নাসিম চেয়ারম্যান, সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ
	০৯.২১ - ০৯.৫০	:	প্রবন্ধ উপস্থাপন
	০৯.৫১ - ১১.৪০	:	আলোচনা
	১১.৪১ - ১২.১০	:	প্রধান অতিথির ভাষণ : প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বারী সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সাবেক চেয়ারম্যান বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন
	১২.১১ - ১২.৩০	:	সভাপতির ভাষণ : প্রফেসর ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ
দুপুর	১২.৩১ - ০২.৩০	:	জুমার নামায ও লাঞ্চ-এর বিরতি

দ্বিতীয় অধিবেশন : কর্মশালা

	০২.৩০ - ০২.৪০	:	কর্মশালার গ্রুপ গঠন
বিকেল	০২.৪১ - ০৫.১০	:	গ্রুপ আলোচনা ও মতামত সংগ্রহ
	০৫.১১ - ০৫.২৫	:	আসর নামায
	০৫.২৬ - ০৬.১৫	:	গ্রুপ উপস্থাপনা
	০৬.১৬ - ০৬.৩০	:	মাগরিব নামায

সমাপনী অধিবেশন

সন্ধ্যা	০৬.৩১ - ০৭.০০	:	সমাপনী বক্তব্য
	০৭.০১ - ০৭.১০	:	সুপারিশ/প্রস্তাব অনুমোদন
	০৭-১১ - ০৭.২০	:	কমিটি গঠন
	০৭.২১ - ০৭.৩০	:	সভাপতির ভাষণ
	০৭.৩১ - ০৮.০০	:	ডিনার

www.nagorikpathagar.org

জাতীয় মূল্যবোধ ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ কর্মশালার গ্রুপ আলোচনায় মৌল প্রতিপাদ্য

১. বাংলাদেশের শিক্ষাব্যবস্থার (ক) লক্ষ্য (খ) উদ্দেশ্য ও (গ) মৌলনীতিসমূহ কি কি হওয়া উচিত?

২. যুগোপযোগী, উন্নয়নমুখী, সমাজ চাহিদা ও জাতীয় মূল্যবোধের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করতে হলে শিক্ষানীতিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব প্রদান করা উচিত?

৩. ক. মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা কি আরো উন্নত ও যুগোপযোগী হওয়া উচিত?
খ. মাদ্রাসা শিক্ষা কি সমাজ চাহিদার সঙ্গে সংগতিপূর্ণ ও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে সাধারণ শিক্ষার সমমান সম্পন্ন হওয়া উচিত? মাদ্রাসা শিক্ষার কারিকুলামে কোনো পরিবর্তন/সংস্কার প্রয়োজন আছে কি? থাকলে কি কি পরিবর্তন/সংস্কার প্রয়োজন?

৪. ক. ধর্ম শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়ার কোনো যৌক্তিকতা আছে কি?
খ. থাকলে কোন্ শ্রেণী বা পর্যায় পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত?

৫. ছাত্রদের নৈতিক মানবৃদ্ধি এবং প্রকৃত শিক্ষার প্রতি তাদেরকে আকৃষ্ট ও মনোযোগী করে তোলার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? এবং কি কি Incentive এর ব্যবস্থা করা উচিত?

৬. নারী শিক্ষা ও নারীদের উচ্চ শিক্ষার সুযোগ সুনিশ্চিত করার জন্যে কি কি ব্যবস্থা এবং কি ধরনের Incentive থাকা উচিত? নারীদের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে কোনো বিশেষ দিককে গুরুত্ব দেয়া উচিত কি? সহশিক্ষা কোন্ পর্যায় পর্যন্ত এবং কিভাবে থাকা উচিত?

৭. সার্বজনীন শিক্ষা সুনিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আনুষ্ঠানিক/উপ-আনুষ্ঠানিক/ অনানুষ্ঠানিক/ এবং প্রাতিষ্ঠানিক কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত? শিশু-কিশোরদের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে কি কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত?

৮. প্রকৌশল, চিকিৎসা, কৃষি ও পলিটেকনিকসহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত শিক্ষাকে কল্যাণমুখী করার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত?

৯. শিক্ষকদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হওয়া উচিত কি? শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ ও মান উন্নয়নের জন্যে কি কি ব্যবস্থা

www.nagorikpathagar.org

নেওয়া উচিত? শিক্ষকরা যাতে পরিপূর্ণভাবে শিক্ষকতায় আত্মনিয়োগ করতে পারেন, তার জন্যে কি কি Incentive দেয়া উচিত?

১০. ক. ছাত্রদের দলীয় রাজনীতিতে সম্পৃক্তি উচিত কি?

খ. শিক্ষাঙ্গনে সন্ত্রাস ও হানাহানি বন্ধের উপায় কি?

১১. সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত কি? উচিত হলে কোন্ পর্যায় পর্যন্ত বাধ্যতামূলক হওয়া উচিত?

১২. শিক্ষা প্রশাসন কিরূপ হওয়া উচিত? শিক্ষা প্রশাসনকে সুদক্ষ ও গতিশীল করার জন্যে কি কি ব্যবস্থা নেয়া উচিত? এ ক্ষেত্রে কাঠামোগত বা অন্যবিধ কি কি পরিবর্তন সাধন করা উচিত?

১৩. পরীক্ষাপদ্ধতিকে সম্পূর্ণরূপে দুর্নীতিমুক্ত এবং ছাত্রদের মেধা ও যোগ্যতার যথার্থ মূল্যায়নের উপযোগী করে তোলার জন্যে কি কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত?

www.nagorikpathagar.org

স্বাগত ভাষণ - ১

আলোচনা সভা
জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন ঃ আমাদের করণীয়
হোটেল সুন্দরবন
০৪.০২.১৯৯৭ইং

সম্মানিত সুধীমন্ডলী!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ।

আজকের এ সভা আয়োজন করতে পারায় দয়াময় আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। 'সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ' একটি নতুন সংগঠন। '৯৬-র মাঝামাঝির দিকে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, বাণিজ্যসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়ে গবেষণা এবং চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত সংগ্রহ করে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদানই এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। ইতোপূর্বে বিগত জুনের জাতীয় নির্বাচনের পর এ সংস্থা একটি ওয়ার্কশপের মাধ্যমে জাতীয় নির্বাচনের মূল্যায়ন করেছে। আজকের এ আয়োজন আমরা করেছি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুকে সামনে রেখে। সেটি হচ্ছে আমাদের 'জাতীয় শিক্ষানীতি।'

সম্মানিত বিদ্যোৎসাহী সুধীবৃন্দ!

আপনারা জানেন, ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই তৎকালীন সরকার কর্তৃক ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। একই সালের ২৪ সেপ্টেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ কমিশনের উদ্বোধন করেন। কমিশন সদস্যগণ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারত সফর করেন। এক মাসব্যাপী সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অতপর কমিশন সরকারী প্রস্তাবের নির্দেশনানুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৮ জুন প্রধানমন্ত্রীর নিকট অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট গ্রহণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। (বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ঃ ভূমিকা)

আপনারা একথাও অবগত আছেন, ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আর বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়টিও নিশ্চয়ই আপনাদের দৃষ্টি এড়ায়নি যে, বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই উক্ত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। সরকার উক্ত শিক্ষা

www.nagorikpathagar.org

কমিশন রিপোর্টকে গণমুখী ও যুগোপযোগী করে একটি বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্য অধ্যাপক শামসুল হকের নেতৃত্বে ৫৪ সদস্য বিশিষ্ট একটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিও গঠন করেছে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী!

একথাতে তো কোনো প্রকার সন্দেহ নেই যে, বাংলাদেশের জন্যে অবশ্যি একটি যুগোপযোগী বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রয়োজন। কিন্তু 'যুগোপযোগী' এবং 'বাস্তবভিত্তিক' কথা দুটি আপেক্ষিক। এ দুটি কথাই দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিবেচিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকে। যেমন, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টকেও গণমুখী, যুগোপযোগী এবং বাস্তবভিত্তিক শিক্ষা রিপোর্ট বলা হয়েছিল।

এ রিপোর্টের ভূমিকায় বলা হয় ঃ 'আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি আমাদের সুপারিশসমূহ বাস্তবায়িত হলে শিক্ষা ক্ষেত্রের এ অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির অবসান ঘটবে এবং শিক্ষা ক্ষেত্রে নব দিগন্তের সূচনা হবে।'

কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশ

নবদিগন্ত সূচনাকারী সেসব সুপারিশ কি? উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট থেকে আমি কয়েকটি সুপারিশ আপনাদের সামনে উল্লেখ করছি ঃ

১. "কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের মাঝে বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য"। (অধ্যায় ১ঃ১)

২. "আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যেন এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।" (অধ্যায় ১ঃ২)

৩. "সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের .... শিক্ষা সুনিশ্চিত করতে হবে।" (অধ্যায় ১ঃ৫)

৪. "নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্বারোপ করতে হবে।" (অধ্যায় ১ঃ৯)

৫. "প্রত্যেক শিক্ষার্থীকে বাংলাদেশকে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে এবং বাঙালী জাতীয়তাবাদ আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জন করতে হবে।" (অধ্যায় ২ঃ১৩)

www.nagorikpathagar.org

৬. সমগ্র দেশে সরকারী ব্যয়ে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচি ভিত্তিক এবং অভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা চালু করতে হবে।" (অধ্যায় ৭ঃ৯)

৭. প্রাথমিক শিক্ষার পঠিতব্য বিষয় ঃ সাপ্তাহিক পিরিয়ড ঃ
প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্ম শিক্ষা থাকবেনা। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম শ্রেণীতে সপ্তাহে ধর্ম শিক্ষার ২টি করে পিরিয়ড থাকবে। (অধ্যায় ৭ঃ১০)

৮. "মাধ্যমিক শিক্ষা স্তর হবে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। এস্তরের শিক্ষার্থীদের বয়সের প্রেক্ষিতে একই শিক্ষা পরিবেশে শিক্ষাদানের সুযোগ সৃষ্টি শিক্ষা মনোবিজ্ঞান সম্মত।" (অধ্যায় ৭ঃ১০)

৯. "নবম শ্রেণী হতে শিক্ষা কার্যক্রম মূলত দ্বিধাবিভক্ত হবে ঃ (ক) বৃত্তিমূলক শিক্ষা ও (খ) সাধারণ শিক্ষা।" (অধ্যায় ৮ঃ৫) ধর্মীয় শিক্ষা থাকবেনা।

১০. "মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী। কেননা সকল শিক্ষার্থীকেই ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য।" (অধ্যায় ১১ঃ২)

১১. বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে মাদ্রাসা শিক্ষার আমূল সংস্কার ও যুগোপযোগী পূনর্গঠনের প্রয়োজন। আমাদের সুপারিশ হচ্ছে দেশের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে রিপোর্টের সপ্তম অধ্যায় বর্ণিত একই প্রাথমিক শিক্ষাক্রম (১ম থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত) প্রবর্তিত হবে। (অধ্যায় ১১ঃ৩)

সম্মানিত সুধীমন্ডলী!

এ শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে শিক্ষাব্যবস্থাকে বাস্তব ও কর্মমুখী করার জন্যে অনেকগুলো প্রস্তাবই আছে। তবে সেই সাথে শিক্ষাব্যবস্থাকে জাতির ঈমান আকীদা, ধ্যান-ধারণা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিহাস-ঐতিহ্য থেকে বিচ্যুত করার একটা পরিকল্পনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, জাতির ভবিষ্যত প্রজন্মকে ইসলামী আদর্শের বিপরীত বিশেষ ধ্যান-ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গিতে গড়ে তোলার সুস্পষ্ট সুপারিশ এই রিপোর্টে রয়েছে। সুতরাং এ রিপোর্টকে কতটা গণমুখী ও বাস্তবভিত্তিক বলা যায়?

বর্তমান সরকার উক্ত কমিশনের সুপারিশমালাকে বাস্তবভিত্তিক করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্যে যে কমিটি গঠন করেছে, সে কমিটি কি কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশমালায় সন্নিবেশিত লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টাবে? জাতির ঈমান আকীদা, দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যের কথা কি তারা চিন্তা করবে? তারা কি পারবে ইসলামী আদর্শভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে? দীনি শিক্ষার অস্তিত্ব বজায় রাখতে?

সম্মানিত সুধীমন্ডলী!

সরকার কমিটি সদস্যদের তালিকা প্রকাশ করার পর জাতি হতাশ হয়েছে। ইতোমধ্যেই এ কমিটির ব্যাপারে পত্র-পত্রিকায় বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত

www.nagorikpathagar.org

হচ্ছে। (আলাদা কাগজে ৫৪ সদস্যের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির তালিকা সংযুক্ত করা হয়েছে)। এ কমিটি জাতির প্রত্যাশিত শিক্ষানীতি প্রণয়ন করবে বলে সচেতন মহল মনে করতে পারছে না। ফলে ইসলামী শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষার অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন হয়েছে।

সম্মানিত উপস্থিতি!

এমতাবস্থায় করণীয় কি?

এমতাবস্থায় জাতির আদর্শবাদী সচেতন জনগোষ্ঠির কি কিছু বলার নেই? তাদের কি কিছু করণীয় নেই? কোনো আদর্শ বা প্রতিক্রিয়া কিছুই কি নেই? থাকলে তা কি?

হ্যাঁ, কিছু বললে কিভাবে বলা উচিত? কিছু পরামর্শ থাকলে কিভাবে তা দেওয়া উচিত? কিছু করণীয় থাকলে কিভাবে তা করা উচিত? এ বিষয়ে পরামর্শ করার জন্য আজকের এ গোলটেবিল বৈঠক।

আমরা আশা করবো, আপনারা প্রয়োজনীয় পরামর্শ দেবেন। আমাদের কিছু করার থাকলে তা আমাদের বলে দেবেন। আর কার কার কি বলা ও করা প্রয়োজন তাও বলবেন আশা করি। আপনাদের পরামর্শের ভিত্তিতে আমাদের সাধ্যানুযায়ী পরবর্তী উদ্যোগ আমরা নেবো ইনশাল্লাহ।

আপনারা কষ্ট স্বীকার করে মূল্যবান সময় ব্যয় করে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়েছেন বলে আমরা কৃতজ্ঞ। আমরা আপনাদের আগমনকে স্বাগত জানাই। আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন, আমাদের দায়িত্ব পালনে আমাদের শক্তি-সামর্থ দিন। আমীন। ওয়াস্সালামু আলাইকুম।

আবদুস শহীদ নাসিম
চেয়ারম্যান
সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

স্বাগত ভাষণ - ২

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ

জাতীয় মূল্যবোধ ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

স্থান ঃ NAEM

তারিখ ঃ ২১.০৩.১৯৯৭ইং

মাননীয় সভাপতি, শ্রদ্ধেয় প্রধান অতিথি ও দেশবরেণ্য শিক্ষাবিদ মহোদয়গণ!

আস্‌সালামু আলাইকুম ওয়ারাহমাতুল্লাহ

আজকের এ উদ্যোগ গ্রহণ করতে পেরেছি আমরা দয়াময় আল্লাহর অনুগ্রহে। সেজন্য তাঁর কাছে আনত শিরে কৃতজ্ঞ। আমাদের উদ্যোগের প্রতি আন্তরিক সাড়া দিয়ে আজকের অনুষ্ঠানমালায় আপনাদের অংশগ্রহণকে আমরা শ্রদ্ধাভরে স্বাগত জানাই। আপনাদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ একথারই প্রমাণ যে, আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্যে উপযুক্ত শিক্ষানীতি প্রণয়নের বিষয়টি আপনাদের দৃষ্টিতে অতীব গুরুত্বপূর্ণ।

'সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ' একটি অরাজনৈতিক সংস্থা। অর্থনীতি, রাজনীতি, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প, বাণিজ্যসহ যাবতীয় গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় বিষয়ে গবেষণা এবং চিন্তাবিদ ও বিশেষজ্ঞগণের মতামত সংগ্রহ করে সরকার ও সংশ্লিষ্টদের পরামর্শ প্রদানই এ সংস্থার প্রধান উদ্দেশ্য। আজকের এ আয়োজন আমরা করেছি একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় ইস্যুকে সামনে রেখে। সেটি হলো আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি। এ বিষয়ে একটি প্রাথমিক আলোচনা সভার আয়োজন করেছিলাম আমরা বিগত ৪ ফেব্রুয়ারি '৯৭ তারিখে, হোটেল সুন্দরবনে। আপনাদের অনেকেই সে সভায় উপস্থিত ছিলেন। সেখানেই পরামর্শ আসে সুপারিশমালা তৈরির উদ্দেশ্যে একটি জাতীয় ভিত্তিক সেমিনার কাম ওয়ার্কশপ করার। আজকের এ উদ্যোগ তারই ফলশ্রুতি।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী!

আপনারা জানেন, ১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই তৎকালীন সরকার কর্তৃক ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে একটি শিক্ষা কমিশন গঠিত হয়। এ কমিটির অন্যান্য সদস্য ছিলেন ঃ সর্বজনাব ১. মোহাম্মদ ফেরদাউস খান (সদস্য সচিব) ২. নূরুস

www.nagorikpathagar.org

সাফা ৩. আবদুল হক ৪. শামসুল ইসলাম ৫. বাসন্তী গুহ ঠাকুরতা ৬. মোহাম্মদ হাবিব উল্লাহ ৭. এম. ইউ. আহমেদ ৮. এম. আবদুস সাত্তার ৯. আনিসুজ্জামান ১০. আ. ম. জহুরুল হক ১১. মোহাম্মদ আবু সুফিয়ান ১২. হেনা দাস ১৩. মাহমুদ মোকাররম হোসেন ১৪. কবীর চৌধুরী ১৫. নূরুল ইসলাম ১৬. সিরাজুল হক ১৭. মুহাম্মদ নূরুল হক ১৮. মোঃ আশরাফ উদ্দিন খান।

'৭২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বরে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী এ কমিশনের উদ্বোধন করেন। কমিশন সদস্যগণ ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে ভারত সরকার কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে ভারত সফর করেন। এক মাসব্যাপী সেখানকার শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে তারা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। অতপর কমিশন সরকারী প্রস্তাবের নির্দেশনানুযায়ী ১৯৭৩ সালের ৮ জুন প্রধানমন্ত্রীর নিকট অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। প্রধানমন্ত্রী রিপোর্ট গ্রহণ করে সন্তোষ প্রকাশ করেন। (বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট '৭৪ ঃ ভূমিকা)

আপনারা একথাও অবগত আছেন, ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর উক্ত শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট আর বাস্তবায়িত হয়নি। এ বিষয়টিও নিশ্চয়ই আপনাদের দৃষ্টি এড়ায়নি যে, বর্তমান সরকার ইতোমধ্যেই উক্ত কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেছে। এ উদ্দেশ্যে সরকার প্রফেসর শামসুল হকের নেতৃত্বে একটি 'জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিও গঠন করেছে। এ ব্যাপারে সরকারি তথ্য বিবরণীর বরাত দিয়ে গত ২১.০১.৯৭ তারিখে দৈনিক ইনকিলাবে নিম্নোক্ত সংবাদটি প্রকাশিত হয় ঃ

"৫৪ সদস্যের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠিত"

সরকার কুদরাত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশনকে গণমুখী এবং যুগোপযোগী করে একটি বাস্তবভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে ৫৪ সদস্যের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছে। বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা অধ্যাপক শামসুল হককে কমিটির চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের ভারপ্রাপ্ত সচিব মুহঃ ফজলুর রহমান কমিটির সদস্য সচিব হিসেবে কাজ করবেন।

কমিটি মরহুম প্রেসিডেন্ট শেখ মুজিবুর রহমানের নির্দেশে বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনের ভিত্তিতে একটি সুপারিশমালা তৈরি করবে।

এছাড়া কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের প্রতিবেদনকে কমিটি গভীর ও নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা করবে এবং প্রতিবেদনের বিভিন্ন প্রস্তাব যুগোপযোগী করতে দেশের সকল প্রকার শিক্ষাবিষয়ক সমস্যা পরীক্ষা

www.nagorikpathagar.org

করবে। কমিটি জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার জন্যে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন মহলের মতামত গ্রহণে সেমিনার ও কর্মশালার আয়োজন করবে এবং প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন উপ-কমিটি গঠন করবে। নীতিমালা প্রণয়নের জন্যে প্রয়োজনীয় আরো কর্মকান্ড এবং কার্যক্রমও কমিটি গ্রহণ করবে।

আগামী ৩০ এপ্রিলের মধ্যে কমিটি তাদের সুপারিশমালা সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করবে।

কমিটির সদস্যরা হলেন- সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার রাবেয়া ভূঁইয়া ও রাজিয়া মতিন চৌধুরী। ঢাকা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম, খুলনা এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, কৃষি এবং প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এবং উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণ।

এছাড়া রয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক হারুন-অর-রশিদ, কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আমিনুল হক, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ডঃ আবদুল্লাহ আল মুতি শরফুদ্দিন, ইস্টওয়েস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ডঃ মোহাম্মদ ফরাস উদ্দিন, স্নাতকোত্তর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডাঃ রশীদ উদ্দিন আহমেদ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক রশীদুল হক, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ জামিলুর রেজা চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সৈয়দ আনোয়ার হোসেন ও অধ্যাপক এস জেড হায়দার, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক আলমগীর, মোঃ সিরাজ উদ্দিন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন উপাচার্য অধ্যাপক মোশাররফ হোসেন খান, অধ্যাপক ডঃ এম আলী আজগর, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আনিসুজ্জামান, এ টি এম জহুরুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক প্রাক্তন উপাচার্য ডঃ মাজহারুল ইসলাম, প্রাক্তন সচিব কাজী ফজলুর রহমান, বিশিষ্ট সাংবাদিক ইকবাল সোবহান চৌধুরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আ স ম আরেফিন সিদ্দিকী, অধ্যাপক ডঃ দূর্গাদাশ ভট্টাচার্য, এফবিসিসিআই-এর সভাপতি ইউসুফ আবদুল্লাহ হারুন, প্রশিকা উন্নয়ন কেন্দ্রের নির্বাহী পরিচালক ডঃ কাজী ফারুক আহমেদ, ঢাকা চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক ডঃ এম এ কাদেরী, অধ্যক্ষ মোঃ কামরুজ্জামান, মিসেস হেনা দাস এবং কারিগরী শিক্ষা অধিদপ্তরের প্রাক্তন মহাপরিচালক মোঃ রফিকুল হক।

এছাড়া কমিটির সদস্য হিসেবে আরো অন্তর্ভুক্ত রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের প্রতিনিধি, শিল্প মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন অধিদফতর ও বোর্ডের মহাপরিচালক ও চেয়ারম্যানগণ এবং বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের রেজিস্ট্রার। - তথ্য বিবরণী।

www.nagorikpathagar.org

সম্মানিত বিদ্যোতসাহী সুধীমন্ডলী!

বর্তমান সরকার কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশমালাকে গণমুখী এবং যুগোপযোগী করে একটি বাস্তবভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠন করেছে। এটা খুবই খুশির কথা। কারণ দেশ স্বাধীন হওয়ার পর পঁচিশ বছর গত হয়েছে অথচ আজ পর্যন্ত কোনো সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা পরিচালিত হচ্ছেনা। তাই এ ধরনের উদ্যোগ আশাব্যঞ্জক। এ যাবত যতোগুলো শিক্ষা কমিশনই গঠিত হয়েছে, কোনোটির সুপারিশই বাস্তবায়িত না হওয়ার কারণ কি? এক বিশ্লেষণে দেখা যায়, অন্যান্য কারণের মধ্যে একটি মৌলিক কারণ এটাও যে, এযাবত কোনো কমিশনই জাতীয় মূল্যবোধ, জাতির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা, ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কৃতিকে শিক্ষানীতি প্রণয়নের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করেননি। ফলে প্রতিটি কমিশনের রিপোর্টই বির্তকিত হয় এবং যেসব সরকার কর্তৃক কমিশনগুলো গঠিত হয়েছিল তারাও তাদেরই গঠিত কমিশনের রিপোর্ট কার্যকর করেননি বা করতে সাহস করেননি। কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্ট তৈরি হয়েছিলো একটি ভিন্ন প্রেক্ষাপটে। সে প্রেক্ষাপটেও তা কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। এখন তো সেটা হুবহু কার্যকর করার প্রশ্নই উঠেনা। সম্ভবত সেকারণেই সরকার সেটাকে যুগোপযোগী, গণমুখী এবং বাস্তবভিত্তিক করতে চাচ্ছেন। কিন্তু একথাগুলো আপেক্ষিক। এগুলো দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা বিবেচিত ও প্রভাবিত হয়ে থাকে। সরকার কর্তৃক গঠিত বর্তমান শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি কি পারবে সত্যিকার যুগোপযোগী, গণমুখী ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে?

শ্রদ্ধেয় শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাবিশেষজ্ঞ মহোদয়গণ!

শিক্ষাই জাতির মেরুদন্ড। কিন্তু নীতিহীন শিক্ষাব্যবস্থা জাতিকে বিভ্রান্ত করে। শিক্ষা অবশ্যই এমন হতে হবে, যে শিক্ষা মানুষকে স্রষ্টামুখী করে এবং সাথে সাথে জীবন ও জগতকে সঠিক নীতি ও দক্ষতার সাথে পরিচালিত করার উপযুক্ত করে গড়ে তোলে। তাই শিক্ষানীতি আমাদের লাগবেই। আমাদের শিক্ষানীতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে একথা সুস্পষ্ট করে বলে দিতে হবে যে, আমরা আমাদের সন্তানদের মধ্যে কোন্ দৃষ্টিভঙ্গি, ধ্যান-ধারণা, আকীদা-বিশ্বাস, কোন ঐতিহ্য চেতনা এবং কিসের প্রেরণা সৃষ্টি করতে চাই? অর্থাৎ আমরা আমাদের শিক্ষা দর্শনকে কোন্ ভিত্তির উপর দাঁড় করাতে চাই? একথাতো পরিষ্কার, মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও নৈতিক চরিত্র গঠনের ক্ষেত্রে যদি ধর্মীয় বিশ্বাসকে ভিত্তি বানানো না হয়, তাহলে Stanly Hull-এর কথাই যথার্থ। তিনি বলেছিলেন, তিনটি 'R' অর্থাৎ Reading, Writing এবং Arithmetic এর সাথে যদি ৪র্থ 'R' অর্থাৎ Religion যুক্ত না হয়, তাহলে আপনি কেবল ৫ম 'R' মানে Rascal-ই পাবেন।

www.nagorikpathagar.org

অর্থাৎ সেক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা Rascal হতে বাধ্য। বিশ্বের সব ধর্মের লোকই এক স্রষ্টাকে জানে এবং মানে। তাই শিক্ষা অবশ্যি এক আল্লাহমুখী হতে হবে। তিনি এবং তাঁর বিধানই মানুষের সত্যিকার কল্যাণ সাধন করতে পারে। মানুষের সত্তাকে তিনিই প্রকৃতপক্ষে ভালোবাসেন। 'আমি এমন প্রেমিক চাই, যে আমার সোনালি চুলকে নয়, আমার সত্তাকে ভালোবাসবে' প্রেমিকার এদাবির প্রেক্ষিতে মহাকবি W. B. Yeats বলেছিলেন ঃ

"I heard an old religious man
But yesternight declare
That he had found a text to prove
That only God, my dear,
Could love you for your self alone
And not for your yellow hair".

হ্যাঁ, কেবল আল্লাহই মানুষকে সত্যিকার ভালোবাসেন। তাই কেবল তাঁর বিধানই মানুষের ইহ ও পারলৌকিক কল্যাণের গ্যারান্টি। মানব কল্যাণের শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল আল্লাহর বিধানের ভিত্তিতেই গড়ে উঠতে পারে।

অপরদিকে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা হতে হবে এতোটা উন্নত যুগোপযোগী ও বাস্তবধর্মী, যেনো এ থেকে প্রজন্মের পর প্রজন্ম আমাদের সন্তানরা জীবন ও জগতকে জানতে শিখে, জীবন ও জগতের প্রতিটি বিভাগকে উপলব্ধি ও আবিষ্কার করতে শিখে এবং জীবন ও জগতকে দক্ষতার সাথে কল্যাণমুখী খাতে পরিচালনা করতে শিখে।

সম্মানিত সুধীমন্ডলী!

আমাদের জাতীয় মূল্যবোধ এবং বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতির মৌলিক কথা কি এটাই নয়? সরকার গঠিত বর্তমান জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি কি এই মৌলিক কথাটির প্রতি লক্ষ্য করবেন? তাঁরা কি আমাদের জাতি, জাতিসত্তা জাতির আকিদা বিশ্বাস, দৃষ্টিভঙ্গি ও ইতিহাস-ঐতিহ্যকে যথার্থ মূল্যায়ন করবেন? অতীতের কমিশনগুলোর মতো এ মূল্যায়নের ক্ষেত্রে তারা ভুল করবেন নাতো? এ ক্ষেত্রে তাঁরা জাতির বৃহত্তর জনগণের চিন্তা চেতনার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবেন নাতো?

আমরা চাই, তাঁরা সেভুল না করুন। তাঁরা সঠিক সিদ্ধান্ত নিন। জাতির জন্যে কল্যাণকর সুপারিশমালা তৈরি করুন। কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টে যা কিছু জাতীয় মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক রয়েছে, সেগুলো তাঁরা রহিত করুন। জাতির আদর্শ, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে জাগিয়ে তুলবার ক্ষেত্রে এ

www.nagorikpathagar.org

রিপোর্টে যা কিছু কমতি আছে সেগুলো তাঁরা সংযোজিত করুন। আমাদের জীবন ও জগতকে উন্নত করার ক্ষেত্রে তাতে যেসব প্রস্তাব ত্রুটিপূর্ণ সেগুলো রহিত করুন। এক্ষেত্রে যুগোপযোগী আরো যা কিছু সংযোজন করা দরকার, সেগুলো সংযোজন করুন। তাছাড়া এ রিপোর্টে ভালো ও কল্যাণকর যা কিছু আছে সেগুলো বহাল রাখুন।

আজকের এ সেমিনার ও কর্মশালার মাধ্যমে জাতির প্রতিনিধিত্বশীল শিক্ষাবিদ ও শিক্ষাবিশেষজ্ঞগণের পরামর্শ ও মতামত সংগ্রহ করাই উদ্দেশ্য। কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সুপারিশমালাকে কিভাবে জাতীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতে যুগোপযোগী ও বাস্তব ভিত্তিক করা যেতে পারে সে ব্যাপারে জাতির মুখপত্র হিসেবে আপনাদের মতামত অতীব গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আশা করি আজকের এ সেমিনার ও কর্মশালায় জাতীয় শিক্ষানীতির ব্যাপারে আপনাদের সুচিন্তিত ও বলিষ্ঠ মতামত প্রতিফলিত হবে। 'সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ' আপনাদের পরামর্শকে সুপারিশমালা আকারে সরকার এবং উক্ত কমিটির কাছে পেশ করবে। আমরা আশা করি এসব মতামত ও পরামর্শ সরকার গঠিত কমিটিকে তাঁদের দায়িত্ব পালনে যথার্থই সহায়তা করবে। এ সহযোগিতাই আমরা সরকার ও সরকার গঠিত কমিশনকে করতে চাই। এরি জন্যে আমাদের সমস্ত উদ্যোগ এবং যাবতীয় আয়োজন।

আজকের অনুষ্ঠানমালাকে আমরা তিনটি সেশনে বিভক্ত করেছি। সেমিনার, কর্মশালা এবং সমাপনী অধিবেশন। সবগুলো অধিবেশনেই আমরা আপনাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ কামনা করি। আপনাদের আন্তরিক উপস্থিতকে আবারো স্বাগত জানাই।

'আল্লাহ্ আমাদের সহায় হোন'। আমীন!

ওয়াস্‌সালামু আলাইকুম।

আবদুস শহীদ নাসিম
চেয়ারম্যান
সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

www.nagorikpathagar.org

প্রধান অতিথির ভাষণ

জাতীয় মূল্যবোধ ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন ঃ প্রেক্ষিত বাংলাদেশ

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী

সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ-এর চেয়ারম্যান জনাব আবদুস শহীদ নাসিম তাঁদের আয়োজিত এই সেমিনার কাম ওয়ার্কশপে যোগদান করার জন্য যখন আমাকে আমন্ত্রণ জানালেন তখন আমি খুব নিশ্চিত ছিলাম না এতে আমি উপস্থিত হতে পারব কিনা? আমি অন্য একটা কাজে অত্যন্ত ব্যস্ত আছি বলে দ্বিধান্বিত ছিলাম। ভাবছিলাম, এরূপ একটা জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা সভায় এত অল্প সময়ে সমুচিত প্রস্তুতি ব্যতিরেকে অংশগ্রহণ কতটা সমীচীন হবে। শেষ পর্যন্ত আপনাদের সবার সাথে সাক্ষাতকার এবং আপনাদের বিজ্ঞ আলোচনা থেকে লাভবান হবার প্রলোভন আর সামলাতে পারলামনা। এসেই পড়লাম। আশা করি আমার প্রত্যাশা পূরণ হবে। আমন্ত্রণ জানাবার জন্য জনাব নাসিম ও তাঁর সহকর্মীদের অশেষ ধন্যবাদ।

বিগত জানুয়ারি মাসে সরকার কুদরাত-এ-খুদা কমিশন-এর সুপারিশমালার উপর ভিত্তি করে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের জন্য চুয়ান্ন সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছেন (কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের সদস্য ছিলেন মোট উনিশ জন)। অতীতেও এ জাতীয় অনেক কমিটি কমিশন গঠিত হয়েছে এবং তাঁরা অনেক মূল্যবান সুপারিশও পেশ করেছেন। সেগুলো কতটা অনুশীলিত ও অনুসৃত হয়েছে সেটা অবশ্য অন্য ইতিহাস। এদিকে এ কমিশন রিপোর্ট (১৯৭৪)-এর তের বছরের মধ্যেই সরকার তাঁদের শাঃ ৮/১০ এম-৮/৮৬/২৭৬/১৫০ শিক্ষা সংখ্যক বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে জনাব মফিজ উদ্দিন আহমদের নেতৃত্বে আর একটি জাতীয় শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। ১৯৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে এই কমিশন তাঁদের রিপোর্ট প্রস্তুত সম্পন্ন করেন। এর পর কি ঘটেছে আমাদের জানা নেই। আমার এক সহকর্মী প্রফেসর সেকান্দার আলী ইব্রাহিমী ইসলামিক ফাউন্ডেশন, ঢাকা থেকে পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত তাঁর এক গ্রন্থে এ জাতীয় বিভিন্ন কমিটি কমিশন রিপোর্টের যে ফিরিস্তি দিয়েছেন তাতে বিখ্যাত স্যাডলার কমিশনের রিপোর্ট ছাড়াই চল্লিশটি রিপোর্ট ও তাদের মুখ্য সুপারিশের উল্লেখ রয়েছে। সরকারের

www.nagorikpathagar.org

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের 'ঠান্ডা গুদামে' এসবগুলির কপি পাওয়া যাবে কিনা সেটা অবশ্য সুধীজনই বলতে পারেন।

উপমহাদেশ বিভাগের পর পাকিস্তান আমলে প্রণীত শরীফ কমিশন এবং পরবর্তীতে বিরচিত কুদরাত-ই-খুদা কমিশন ও মফিজ উদ্দিন কমিশন স্বভাবতই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবে। লক্ষণীয়, তিনটি রিপোর্টেই রিপোর্ট রচনার সময় ও প্রেক্ষিত তাদের সুপারিশমালার উপরে গভীর প্রভাব বিস্তার করেছে। শরীফ কমিশন শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলছেন ঃ

"It is axiomatic that the educational system of a country should meet the individual and collective needs and aspirations of the people of the country. ...."

"Our educational system must play a fundamental part in the preservation of the ideals which led to the creation of Pakistan and strengthen the concept of it as a unified nation. (Report of the Commission on National Education, January-August 1959, Introduction : Paragraphs 26 & 28).

কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের মতে ঃ

"১.১. শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্খা রূপায়ণের ও ভবিষ্যত সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাঁদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে এই সাংবিধানিক নীতিমালার যোগসাধন করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপ নির্ধারণ করা যায়।

১.২. দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব ....

(ক) জাতীয়তাবাদ ....

(খ) সমাজতন্ত্র ....

(গ) গণতন্ত্র ....

(ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা ...."

(বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪, অধ্যায় ১ ঃ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী)

এ ক্ষেত্রে মফিজ উদ্দিন আহমদ কমিশনের সুপারিশ হলো ঃ

"১.১. বাংলাদেশের শিক্ষা হবে সার্বজনীন। সর্বাত্মক চেষ্টা চালাতে হবে দেশ

www.nagorikpathagar.org

থেকে নিরক্ষরতা দূর করতে। সঙ্গে সঙ্গে মানুষকে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করতে হবে এবং তাদের ভিতর গড়ে তুলতে হবে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি সচেতনতা।

১.২. শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হবে সুন্দর ও সুখী জনজীবন ও সমৃদ্ধ সমাজ গড়ে তোলা, নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করা, মানবিক গুণাবলীর বিকাশ সাধন করা এবং চরিত্রবান ও আদর্শ মানুষ তৈরি করা। সেই সাথে সৃজনশীল, উৎপাদনক্ষম, দায়িত্বশীল ও কর্তব্যপরায়ণ জনশক্তি তৈরি করার দিকে মনোযোগ দিতে হবে যাতে আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত হয়।"

(বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮, অধ্যায় ১ঃ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য)।

তিনটি রিপোর্টের সাথেই সম্পৃক্ত ছিলেন দেশের খ্যাতনাম্না শিক্ষাবিদ ও জ্ঞানীগুণী ব্যক্তিবৃন্দ। অথচ লক্ষ্য করার বিষয়, তাঁদের শব্দ চয়ন, বাচনভঙ্গি, উপস্থাপনা ও গুরুত্বে-emphasis-প্রদানের তারতম্য। আমরা তো সঙ্গতভাবেই আশা করতে পারি যে, এঁদের চিন্তা-চেতনায় শুধু অতীত ও বর্তমানই গুরুত্ব পাবে না বরং একটা সুন্দর ভবিষ্যতের স্বপ্নও তাঁরা দেখবেন। কিন্তু বাস্তবে কি তা ঘটেছে? বরং দেখা যাচ্ছে, তাঁদের রিপোর্টে ফুটে উঠেছে সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির একটা প্রতিচ্ছবি। প্রথম কমিশন চেয়েছেন ভাল পাকিস্তানী গড়তে। দ্বিতীয় কমিশন শ্রেণী সংগ্রামে আস্থাবান। আর তাই তাঁরা চেয়েছেন কৃষক, শ্রমিক ও মধ্যবিত্ত সমাজকে নিয়ে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার করতে। তৃতীয় কমিশন অবশ্য চেয়েছেন আদর্শ মানুষ তৈরি করতে, যাদের মধ্যে থাকবে নৈতিক, ধর্মীয় ও আত্মিক মূল্যবোধ। কবি গুরুর সেই 'মুগ্ধ জননীর' 'সাত কোটি সন্তান'কে তাঁরা শুধু 'বাঙ্গালী' করে স্বস্তি বোধ করেননি বরং তাদেরকে 'মানুষ' করার কঠিন সাধনায় ব্রতী হয়েছেন। কোন্ সুপারিশমালা তাহলে আমাদের কাছে বেশি গ্রহণীয় হওয়া উচিত?

এই প্রসঙ্গে আমার বিশেষ করে মনে পড়ছে Oxford Centre for Islamic Studies-এ ১৯৯৩ সালে প্রদত্ত সেন্টারের প্যেট্রন H.R.H. The Prince of Wales-এর সেই বহুল আলোচিত বক্তৃতাটি যেখানে তিনি পাশ্চাত্যের বর্তমান অন্ধ ইহজাগতিকতা, স্বার্থসর্বস্ব বস্তুবাদ, ব্যক্তিগত ভোগ বিলাসের পেছনে বিরামহীন ছোটাছুটি এবং প্রকৃতিকে পদানত করে ফেরআউনী স্বেচ্ছাচারিতার লাগামহীন প্রতিযোগিতায় শ্রান্ত, ক্লান্ত ও খণ্ডিত জীবনের অধিকারী হতাশ মানবগোষ্ঠীর করুণ কাহিনী তুলে ধরেছেন। একটু দীর্ঘ হলেও এখানে তাঁর বক্তৃতা থেকে আমি কিছুটা উদ্ধৃতি পেশ করছি ঃ

"More than this, Islam can teach us today a way of understanding and living in the world which Christianity

www.nagorikpathagar.org

itself is the poorer for having lost. At the heart of Islam is its preservation of an integral view of the Universe. Islam-like Buddhism and Hinduism-refuses to separate man and nature, religion and science, mind and matter, and has preserved a metaphysical and unified view of ourselves and the world around us. At the core of Christianity there still liesan integral view of the sanctity of the world, and clear sense of the trusteeship and responsibility given to us for our natural surroundings.

☆ ☆ ☆ ☆ ☆

But the West gradually, lost this integrated vision of the world with Copernicus and Descartes and the coming of the scientific revolution. A comprehensive philsophy of nature is no longer part of our everyday beliefs. I cannot help feeling that, if we could now only rediscover that earlier, all embracing approach to the world around us, to see and undestand its deeper meaning, we could begin to get away from the increasing tendency in the West to live on the surface of our surroundings, where we study our world in order to manipulate and dominate it, turning harmony and beauty into disequilibrium and chaos."

আমি এবারে আপনাদের মনোযোগ একটি সাংবিধানিক সমস্যার প্রতি আকর্ষণ করছি। বন্ধুবর অধ্যাপক শামসুল হক তাঁর দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে বিসমিল্লাহ্তে - তিনি আরবীতে বিসমিল্লাহ্ পড়বেন, না কি বাংলা তরজমাতে সে নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। আমি বলতে চাইছি, তিনি বিসমিল্লাহ্তে- অর্থাৎ শুরুতেই যে সমস্যার সম্মুখীন হবেন, তার সমাধান তিনি কিভাবে করবেন? কুদরাত-এ-খুদা কমিশন তার যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিলো তার তো আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বর্তমান সংবিধান যে সংবিধানের "প্রাধান্য অক্ষুণ্ন" রাখতে এবং "ইহার রক্ষণ, সমর্থন ও নিরাপত্তাবিধান" মহামান্য রাষ্ট্রপতি হতে শুরু করে দেশের কনিষ্ঠতম নাগরিকের "পবিত্র কর্তব্য" (সংবিধান ঃ প্রস্তাবনা) এবং "জনগণের অভিপ্রায়ের পরম অভিব্যক্তিরূপে এই সংবিধান প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ আইন এবং অন্য কোন আইন যদি এই সংবিধানের সহিত আসমঞ্জস হয়, তাহা হইলে সেই আইনের যতখানি অসামঞ্জস্যপূর্ণ, ততখানি বাতিল হইবে।" (সংবিধান ঃ প্রজাতন্ত্র ঃ ধারা ৭ (২)

www.nagorikpathagar.org

অনুযায়ী ইসলাম প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম। "The state religion of the Republic is Islam" (সংবিধান ঃ প্রজাতন্ত্র ঃ ধারা ২ (ক)। সেক্যুলারিজম এখন প্রজাতন্ত্রের মূলনীতি নয় বরং সংবিধানের বর্তমান বিধান হলো ঃ সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং "সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হইবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি" (সংবিধান ঃ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি ঃ ধারা ৮ উপধারা (১) ও (১ক)। এমতাবস্থায় মুসলিম শিশুদের প্রাথমিক স্তরে দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে অংক, তৃতীয় শ্রেণী থেকে ইতিহাস, ভূগোল, বিজ্ঞান এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে কণ্ঠ ও যন্ত্র সঙ্গীত এবং চিত্রাঙ্কন পাঠ্য তালিকাভুক্ত হলেও কোরআনের বর্ণমালার সাথে তাদের পরিচয় করিয়ে দেয়া হবেনা অর্থাৎ ইসলামের অনুশাসন মত সাত/দশ বছর থেকে তাদের নামায পড়ার পথে বাধা আরোপ করা হবে। এটা কি, সংবিধান সম্মত, সমীচীন, এদেশের ধর্মপ্রাণ মানুষের ধর্মানুভূতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কালচার সম্মত হবে? প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণী থেকে একজন মুসলিম শিশু কেন কায়দা/আমপারা পড়তে পারবেনা তার কোন গ্রহণযোগ্য যুক্তি আমি খুঁজে পাইনা। যাঁরা কচি বয়সে তাঁদের ছেলেমেয়েদের দ্বিতীয় ভাষা শেখার ব্যাপারে আপত্তি তুলে থাকেন তাঁদেরই অনেকের ছেলেমেয়েরা আবার অভিজাত পল্লীতে অবস্থিত বিদেশী কেতায় পরিচালিত কিন্টারগার্টেন বা এ ধরনের প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা শেখার আগেই ইংরেজিতে বেশ দক্ষতা অর্জন করে বসে। এই মানসিকতার অবসান যত দ্রুত হয় দেশের জন্য ততই মঙ্গল। বোধ করি এখন শরৎ সাহিত্য পড়ার রেওয়াজ বড় একটা নেই। নইলে অতি প্রগতিবাদী আমাদের এই বন্ধুদের পরামর্শ দিতাম শরৎ চন্দ্রের 'নব বিধান' টা আর একবার পড়তে।

আমি বরং এক ধাপ এগিয়ে যেতে চাই। আমাদের সমাজটাকে আমরা আর কতকাল খন্ডিত ও বিখন্ডিত করে রাখব? আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে উচ্চতম পর্যায় পর্যন্ত আর কত বিভাজন থাকবে? একদিন বিদেশী শাসকদের উসকানি ও প্ররোচনায় স্কুল ও মাদ্‌রাসার মধ্যে যে দুস্তর ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছিল তার কি অবসান ঘটান যায়না? মাদ্‌রাসাগুলোর কোর্সে বহুল পরিবর্ধন সাধন করা হয়েছে। দাখিল ও আলিম পর্যায় পর্যন্ত ইংরেজি, বাংলা, অংক ও অন্যান্য বিষয়ে অভিন্ন কোর্স অনুসরণ করা হচ্ছে। মাদ্‌রাসা থেকে সরাসরি কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান, চিকিৎসা ও প্রকৌশল কোর্সে যোগদান করা যাচ্ছে বাকী রয়েছে ফাজিল ও কামিল কোর্সের যথার্থ মূল্যায়ন ও সমতা বিধান। এ কাজটিতে হাত দিতে হবে অত্যন্ত সতর্কতা ও ঐকান্তিকতার সাথে। সমতা বিধান করতে গিয়ে আমরা যেন মাদ্‌রাসা শিক্ষার মৌল বৈশিষ্ট্যকেই শেষ করে না দিই। ইংরেজ মিশনারীদের বাড়াবাড়িতে একদিন কেন

www.nagorikpathagar.org

মুসলিম অভিভাবকরা উচ্চ ইংরেজি বিদ্যালয় বর্জন করেছিলেন কিংবা আমাদের পিতৃ পুরুষরা ওয়ারেন হেস্টিংস প্রবর্তিত মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা নাকচ করে দিয়ে তাঁদের নিজস্ব কওমী বা খারেজী মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা চালু রেখেছিলেন তার নিগূঢ় কারণ অনুসন্ধান করে অতি সর্তকতার সাথে এই স্পর্শকাতর বিষয়টির মীমাংসা করতে হবে। প্রায় বিলুপ্ত টোল শিক্ষার সাথে একই বন্ধনীতে দেড় পাতায় মাদ্রাসা শিক্ষা সম্পর্কিত সকল বিষয়কে বন্দী করে কলমের এক খোঁচায় মাদ্‌রাসা ব্যবস্থাকে উড়িয়ে দেওয়া যাবেনা। এরূপ উদ্যোগ গ্রহণ চরম অদূরদর্শিতার পরিচায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

আমি যে প্রস্তাবটি এখানে করতে চাই তা হলো প্রাথমিক পর্যাযে সকল শিশুদের জন্য একটি অভিন্ন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তন। একটা স্বাধীন ও সার্বভৌম দেশ হিসেবে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা নির্ধারণের পূর্ণ এখতিয়ার একমাত্র আমাদের। কোন দেশ-প্রাচ্য বা প্রতীচ্য-এর অন্ধ অনুসরণ যেমন আমরা করবনা তেমনি অন্য দেশের অভিজ্ঞতা থেকে আমরা কিছু গ্রহণ করব না এমন অহেতুক জিদও আমাদের থাকবেনা। আমাদের শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের অধিকাংশ নাগরিকদের অভিপ্রায় অনুযায়ী আমাদেরই ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় চরিত্রের পরিপূরক হবে। জাতীয় চিন্তা থেকে তা উৎসারিত হবে এবং জাতীয় চেতনাকে আবার তা সমৃদ্ধ ও সতেজ করবে। Adam's রিপোর্ট থেকে আমরা জানি আমাদের দেশে লেখাপড়ার ঐতিহ্য ছিল কি সুমহান এবং ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্ক ছিল কত গভীর ও পবিত্র। আমরা আরও জানি যে এদেশের শতকরা ৮৭ জন নাগরিক যে মহান ধর্মে বিশ্বাস করে এবং গভীরভাবে বিশ্বাস করে–তাঁদের রসূল (সাঃ) প্রত্যেক মুসলিমের জন্য জ্ঞানার্জন ফরয করে দিয়েছেন। তার চেয়েও বড় ও গর্বের কথা হলো রসূল (সাঃ) তাঁর প্রভুর কাছ থেকে প্রথম যে প্রত্যাদেশ লাভ করেছিলেন তাতে ঈমান ও ইসলাম বা সালাত ও সাওমের কথা বলা হয়নি বরং নির্দেশ দেয়া হয়েছে ঃ "পড় তোমার প্রতিপালকের নামে যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়াছেন মানুষকে 'আলাক' হইতে। পড়, আর তোমার প্রতিপালক মহামহিমান্বিত। যিনি কলমের সাহায্যে শিক্ষা দিয়াছেন। শিক্ষা দিয়াছেন মানুষকে যাহা সে জানিতনা" (আল-কোরআন ঃ ৯৬ ঃ ১-৫)। আমার প্রায়ই মনে হয়, যে মহান প্রভু সপ্তম শতাব্দীতে যখন বিজ্ঞান সম্পর্কে এমনকি পণ্ডিতদের জ্ঞান ছিল খুবই সীমাবদ্ধ বিশেষ করে ভ্রূণবিদ্যা (Embryology) সম্পর্কে বলতে গেলে তাঁরা কিছুই জানতেন না, তখন মাতৃ জরায়ুতে এঁটে থাকা নিষিক্ত ডিম্বকোষ 'আলাক' থেকে মানুষের জন্মের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন তিনি কি তাঁর রসূল (সাঃ)-এর কাছে প্রেরিত ঐ পঞ্চ আয়াতে মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞানের একটা ইঙ্গিত দেননি? আয়াত পাঁচটি আমরা আবার যদি

www.nagorikpathagar.org

মনোযোগের সাথে পাঠ করি তাহলে কি আমাদের মনে হবে না যে মহাজ্ঞানী মহান রাব্বুল আলামীন চাইছেন যে আমরা নরনারী নির্বিশেষে সকলে জানি ঃ

(ক) তিনি আমাদের মহিমান্বিত প্রভু ও প্রতিপালক;

(খ) জানি তাঁর মহান সৃষ্টিকে এবং সে সৃষ্টিতে প্রতিটি সৃষ্ট বস্তু (মানুষসহ) এর অবস্থিতি, পরিবেশ ও পরিণতি;

(গ) জানি পড়তে, লিখতে এবং তাঁর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে; এবং

(ঘ) জানি জানার মাধ্যমে অজানাকে।

তা-ই যদি হয়, তাহলে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার কোন পর্যায়েই তাঁকে আমরা দূরে রাখতে পারিনা। তিনি থাকবেন আমাদের চিন্তা ও কর্মে সদা বর্তমান। আর সে কারণেই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার একটি সুন্দর ও সুসামঞ্জস্য মিলন ঘটবে mind ও matter, দীন ও দুনিয়া, মানুষ ও তার পরিবেশ এবং ধর্ম ও বিজ্ঞানের। আমি তাই মনে করি অধুনালুপ্ত মাওলানা আবু নসর ওয়াহিদ প্রবর্তিত নিউস্কীম মাদ্‌রাসার ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাস আধুনিক ও যুগোপযোগী করে তারই আদলে আমরা একটা জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারি। ধর্ম শিক্ষা ও ধর্মবহির্ভূত (?) শিক্ষাকে পৃথকরূপে চিহ্নিত করতে আমি প্রস্তুত নই। তবু পরিসংখ্যানের প্রয়োজনে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি মাত্র যে কুদরাত-এ-খুদা কমিশন কর্তৃক পরিচালিত জরিপে ১৯৫১ জন উত্তরদাতা (প্রায় দুই তৃতীয়াংশ) মত প্রকাশ করেছিলেন যে ধর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষা ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। এই পর্যায়ের পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচীর উপরে আমি সমধিক গুরুত্ব এজন্য আরোপ করছি যে এটা আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রথম সোপান এবং এই পর্যায় থেকে অধিকাংশ নাগরিক তাদের লেখাপড়া সমাপন করবেন। কাজেই এখানেই তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে ধর্মীয় চেতনা ও দেশপ্রেমে, পরিচিত করতে হবে দেশের মাটি ও মানুষের সাথে, অনুপ্রাণিত করতে হবে সত্যাশ্রয়ী, পরিশ্রমী, অধ্যবসায়ী ও স্বনির্ভর হতে, গড়ে তুলতে হবে তাদের ব্যক্তিত্ব, জাগ্রত করতে হবে তাদের ঐক্যবোধ, সমাজপ্রীতি ও পারস্পরিক মমত্ব, তীক্ষ্ণ করতে হবে তাদের চিন্তাশক্তি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে তাদের দক্ষতা।

জাতীয় শিক্ষানীতি এমন একটি ব্যাপক বিষয় যে এর বিভিন্ন দিক নিয়ে একটি সংক্ষিপ্ত ভাষণের স্বল্প পরিসরে আলোচনা করা সম্ভব নয়। আমিও এই অসম্ভবকে সম্ভব করার নিস্ফল প্রচেষ্টায় কাল-ক্ষেপণ করতে চাইনা। বিশেষ কয়েকটি বিষয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোকপাত করেই আমি আমার বক্তব্য শেষ করব।

পূর্বেই বলেছি যে, আমি বর্তমানে প্রচলিত ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষাব্যবস্থা সমর্থন করি এবং ঐ সাথে কুদরাত-এ-খুদা

www.nagorikpathagar.org

কমিশনের সাথে একমত পোষণ করি যে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। কমিশনের সাথে আমি আরও একমত যে মাধ্যমিক শিক্ষা হবে নবম শ্রেণী থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত। কলেজীয় শিক্ষার মেয়াদ হবে পাস ও অনার্স উভয় কোর্সের জন্য অন্তত পক্ষে তিন বছর। বর্তমানে প্রচলিত পাস ও অনার্স কোর্সের পার্থক্য দূর করে মেধা ভিত্তিতে অনার্স প্রদান (প্রকৌশল, কৃষি ও চিকিৎসা বিজ্ঞানে এই ব্যবস্থা বর্তমানে প্রচলিত) করার বিষয়টি গুরুত্বের সাথে পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে। আর সকল ক্ষেত্রেই মাষ্টার কোর্সের মেয়াদ হবে দু'বছর।

প্রতি স্তরে মাতৃভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম করার বিষয়টি আমি সমর্থন করি। তবে ঐ সাথে ইংরেজি ভাষা শিক্ষার উপর বিশেষ গুরুত্ব অবশ্যই দিতে হবে। বস্তুতঃ ভাষা শিক্ষা সম্পর্কে আমাদের একটা জাতীয় নীতি থাকা বাঞ্ছনীয়। জ্ঞান-বিজ্ঞান বিশেষ করে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে তার সাথে তাল মিলিয়ে চলতে হলে আমাদেরকে অবশ্যই একটি আন্তর্জাতিক ভাষা- আমাদের ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কারণে তা ইংরেজি – আয়ত্ব করতে হবে। ভাষা শিক্ষা পদ্ধতিরও আমূল পরিবর্তন প্রয়োজন।

কমিশন বিজ্ঞান শিক্ষার উপর যে গুরত্ব আরোপ করেছেন আমি তা সর্বতোভাবে সমর্থন করি। কিন্তু ঐ সাথে আমি এ কথাও না বলে পারছিনা যে, আমাদের দেশে প্রাথমিক, মাধ্যমিক, কলেজীয় এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়েও বিজ্ঞান শিক্ষার পরিবেশ, প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, বিজ্ঞানাগার, বিজ্ঞান গ্রন্থাগার, দক্ষ বিজ্ঞান শিক্ষক, কেমিক্যালস ইত্যাদির বড্ড অভাব। ঐ সাথে রয়েছে সিলেবাসের ভারসাম্যহীনতা। আজকাল গণিত, রসায়ন ও পদার্থ বিজ্ঞান বিজ্ঞানের বিষয় নির্বাচিত না হয়ে অধিকাংশ কলেজে মনোবিজ্ঞান, ভূগোল ইত্যাদি তার স্থান দখল করেছে। H.S.C. বিজ্ঞানে গণিত অবশ্য পাঠ্য হওয়া উচিত। প্রতিটি পর্যায়ে বর্তমানে প্রচলিত সিলেবাসগুলির আশু মূল্যায়ন ও আবশ্যকীয় আধুনিকায়ন অত্যন্ত জরুরি হয়ে পড়েছে। বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সিলেবাস জীবন ও কর্মমুখী এবং দেশের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সমন্বিত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

কমিশন দেশের আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ছাত্রভর্তির চাপ কমাতে এবং এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে গবেষণার কাজকে উৎসাহিত করতে দেশের তৎকালীন চারটি বিভাগে চারটি অনুমোদন দানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেছিলেন। তাদের আশা ছিল এ বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অধিভুক্ত কলেজসমূহে "ছাত্র ভর্তি, শিক্ষক নিযুক্তি, পরীক্ষা পরিচালনা এবং তাদের আর্থিক ও প্রশাসনিক ব্যাপারে সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণ প্রয়োগ" করবে। চার বিভাগে চারটি অনুমোদন

www.nagorikpathagar.org

দানকারী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি তবে গাজীপুরে একটি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আইনে দেশের অন্যান্য স্থানে বহিঃক্যাম্পাস স্থাপনের ব্যবস্থা রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতোমধ্যেই তাদের কাজ শুরু করেছে এবং অধিভুক্তি, শিক্ষক নিয়োগ, ছাত্রভর্তি, কলেজ ব্যবস্থাপনা, শিক্ষক প্রশিক্ষণ, পরীক্ষা পরিচালনা ইত্যাদি বিষয়ে বেশ কিছু তৎপরতার স্বাক্ষর রেখেছে। তবে অতি সম্প্রতি স্থানীয় চাহিদার চাপে এমন কিছু কলেজকে সম্মান ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধিভুক্তি দান করা হয়েছে যে গুলোতে মান অনুযায়ী পাঠদানের জন্য প্রয়োজনীয় সংখ্যক অভিজ্ঞ ও যোগ্য শিক্ষক নেই বা তাদের গ্রন্থাগার ও বিজ্ঞানাগারগুলোও মানসম্মত নয়। আরো শোনা যায় যে, শিক্ষক প্রশিক্ষণের জন্য নির্মীত ভবনটি 'হাইজ্যাক' হতে চলেছে। অপর পক্ষে কলেজ পরিচালনার বিষয়ে মন্ত্রণালয় তাদের কর্তৃত্ব ও মুঠো শিথিল করতে আদৌ প্রস্তুত নন। জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে তাদের উপরে ন্যস্ত দায়িত্ব সুচারুরূপে সম্পন্ন করতে হলে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ ও সরকারের পারস্পরিক দায়িত্ব ও অধিকার সংজ্ঞায়িত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারী বা রাষ্ট্রীয়করণ আমাদের দেশে একটা craze এ পরিণত হয়েছে। স্বাধীনতাপূর্ব কালে আমাদের দেশে সরকারী কলেজের সংখ্যা ছিল ৮ (আট), ১৯৭৪ এ ছিল ৩৪ এবং এখন এই সংখ্যা দুশ ছাড়িয়ে গেছে। মজার কথা হলো এই সব সরকারী কলেজের কোন কোনটিতে ইংরেজি শিক্ষকের একটি পদও নেই। আবার কোনটিতে কোন কোন বিষয়ে কর্মরত শিক্ষকের সংখ্যা হলো ৪ (চার) আর তারা কোর্স দিচ্ছেন পাস, অনার্স, স্নাতকোত্তর (প্রথম) ও স্নাতকোত্তর (শেষ) পর্বে। তা হলে লেখাপড়া কেমন হচ্ছে সে সম্পর্কে ধারণা আপনারা করতে পারেন। এগুলির কোন কোনটিতে এমনকি উল্লেখ করার মত একটি গ্রন্থাগারও নেই। অথচ সরকারীকরণের মাধ্যমে শিক্ষকবৃন্দ অফিসার তথা আমলা হয়ে গেছেন এবং স্থানীয় গভর্নিং বডির কাছে জবাবদিহিতার আপদ থেকে তারা নিষ্কৃতি পেয়েছেন। আজকাল প্রাথমিক পর্যায় থেকে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে এবং সমাজও তাদের দায়িত্ব থেকে রেহাই পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়তে চাইছে। কিন্তু তা কি তারা পারছেন? ছাত্র পরিষদ, তাদের দাবী দাওয়া, প্রশাসনে তাদের হস্তক্ষেপ, ভর্তি ও পাস ফেইলের ব্যাপারে তাদের আব্দার এবং দাবীদাওয়া পূরণে সামান্য গোলমাল হলে এডওয়ার্ড সরকারী কলেজ পাবনার ভাগ্যহত অধ্যক্ষের সপরিবারে নিগৃহীত হবার ঘটনা তো নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। ওরই মধ্যে ঢাকাস্থ সিটি, কমার্স বা নটরডাম কলেজের মত বেসরকারী কলেজে আইন ও শৃঙ্খলা কিভাবে রক্ষিত হচ্ছে তা কি ভেবে দেখার ব্যাপার নয়? জগন্নাথ কলেজ (না কি বিশ্ববিদ্যালয়) কোন বিভাগে কত ছেলে মেয়ে ভর্তি হয়েছে তার

www.nagorikpathagar.org

হিসেবই কি চট করে দেওয়া যাবে? ইত্যাকার বিষয়গুলো শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির দৃষ্টি নিশ্চয়ই আকর্ষণ করবে। ছাত্রছাত্রীদের অধিকারের একটা সীমারেখা বেধে দেওয়ার সময় এসেছে। সমাজে অস্থিরতা, রাজনীতিতে হট্টগোল, অর্থনীতিতে বন্ধ্যাত্বের দোহাই দিয়ে আর কতদিন আমরা ক্যাম্পাস দৌরাত্ম্য সহ্য করব? এখনও কি ফিরে দাড়ানোর সময় হয়নি?

নিজে সারা জীবন শিক্ষকতা করে আজ জীবন সায়াহ্নে বড্ড লজ্জা ও ক্ষোভের সাথে স্বীকার করছি যে, আমাদের অনেকের শিক্ষকতা পেশা গ্রহণ করা ঠিক হয়নি। কিন্তু যারা নিষ্ঠার সাথে তাদের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন সমাজ তাঁদের প্রাপ্য সম্মান দিয়েছে কি? অতীতে আমরা প্রাইমারী স্কুলের শিক্ষককে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যে সম্মান ও মর্যাদা দান করতাম এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক তার সহকর্মী, ছাত্র বা বৃহত্তর সমাজ থেকে তা কি পান? যদি না পান তা হলে তার কারণ নির্ণয় করতে হবে এবং এ পেশাতে তাদেরই প্রবেশাধিকার থাকা উচিত যারা স্বীয় মেধা, যোগ্যতা, গবেষণাকর্ম, পাঠদানে কুশলতা ও আদর্শ নিষ্ঠায় সকলের শ্রদ্ধা ও সম্মান অর্জন করতে পারবেন। ঐ সাথে সমাজকেও সেই আদর্শ শিক্ষকের যথার্থ কদর করতে ও যোগ্য প্রতিদান দিতে হবে।

আমি আর আপনাদের ধৈর্যের পরীক্ষা করবনা। এবার আপনাদের সবাইকে সম্মান এবং এতক্ষণ ধরে আমার কথা শোনার জন্য আন্তরিক মোবারকবাদ জানিয়ে আমি বিদায় গ্রহণ করছি। আমাদের আলোচনা সফল, অর্থবহ ও ফলপ্রসূ হোক, এই কামনা করি। খোদা হাফেয।

www.nagorikpathagar.org

প্রবন্ধ–১

সময়ের দাবি ও কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা রিপোর্টের অনুপযোগিতা

হারুনুর রশীদ

যে কোন রিপোর্ট, প্রতিবেদন বা সমীক্ষাকে সঠিকভাবে বুঝার উপায় হচ্ছে তার কাল, প্রেক্ষিত ও পটভূমির ভিত্তিতে বুঝা। জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট [১৯৭৪], যা কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট হিসেবে সমধিক পরিচিত, তার ব্যাপারেও একই কথা। ডঃ কুদরাত-এ-খুদার নেতৃত্বাধীন এই কমিশন গঠিত হয়েছিল ১৯৭২ সালের ২৬শে জুলাই। কমিশন সদস্যদের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের জন্য ভারত সফরে পাঠানো হয়েছিল ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে। ১৯৭৪ সালের ৩০শে মে কমিশন তার চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করে।

লক্ষ্যণীয়, এই কমিশন গঠিত হয় মহান মুক্তিযুদ্ধে বিজয় অর্জনের মাত্র ৭ মাস পর। যুদ্ধবিধবস্ত ও সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের কোন কিছুই তখনো পর্যন্ত সুসংবদ্ধ বা সুবিন্যস্ত হয়নি। অর্থনীতি, আইন-শৃংখলা কোন্ কিছুই নিয়ন্ত্রণে আসেনি। কোথাও কোন সিষ্টেম প্রতিষ্ঠিত হয়নি। সময়টা ছিল সম্পূর্ণরূপেই এক অনিশ্চয়তা, অস্থিরতা ও কনসলিডেশনহীনতার সময়।

অন্যদিকে তখন দেশে চলছিল কার্যত এক ব্যক্তি কেন্দ্রিক একদলীয় শাসন, যা অনেকের মতেই ছিল স্বৈরতন্ত্রেরই নামান্তর। সরকার দলীয় ক্যাডার ও বিভিন্ন প্রাইভেট বাহিনীর দাপট তখন প্রায় জার্মান গেষ্টাপোদের দাপটেরই কাছাকাছি। সরকার ও সরকারী দলের সামান্যতম সমালোচনা বা বিরোধিতার অর্থ তখন ধনে-প্রাণে মৃত্যু।

আর্থ-সামাজিক এই নৈরাজ্যের পাশাপাশি তখন শুরু হয় মুজিববাদ নামক এক অভূতপূর্ব দর্শনের তান্ডব। বলা হয়, মুজিববাদের চার ভিত্তি ঃ গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। এই চার নীতিকেই গ্রহণ করা হয় রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসেবে। কিন্তু এর স্ববিরোধিতা ও অবাস্তবতার ব্যাপারে টু শব্দটি উচ্চারণ করার সাধ্য তখন কারো ছিলনা।

বস্তুত পুঁজিবাদ ও শোষণভিত্তিক গণতন্ত্র এবং একনায়কত্ব ও সমতাভিত্তিক সমাজতন্ত্র সম্পূর্ণ স্ববিরোধী ও সাংঘর্ষিক কনসেপ্ট। গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র একসংগে কায়েম করা উত্তর মেরু ও দক্ষিণ মেরুকে একত্রিত করারই সমতুল্য। তদুপরি, সমাজতন্ত্র আন্তর্জাতিকতায় বিশ্বাসী বিধায় জাতীয়তাবাদও সমাজতান্ত্রিক

www.nagorikpathagar.org

দর্শনের পরিপন্থী। সবচেয়ে বড় কথা, সমাজতন্ত্র কায়েমের জন্য অপরিহার্য হলো বিশেষ প্রক্রিয়ায় গড়ে-ওঠা সমাজতান্ত্রিক ক্যাডার ও নেতৃত্বভিত্তিক সংগঠন, যেমনটি গড়ে উঠেছিল সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন, চীন কিংবা উত্তর কোরিয়ায়। অথচ তৎকালীন ক্ষমতাসীন দল ছিল যাবতীয় পেটিবুর্জোয়া ত্রুটিসম্পন্ন একটি পরিপূর্ণ পেটিবুর্জোয়া সংগঠন। দেশের সমস্ত ধনসম্পদ কুক্ষিগত করার জন্য বল্গাহীন উন্মত্ত তৎপরতায় যারা লিপ্ত ছিল তারাই তখন আওয়াজ তুলেছিল মুজিববাদের, মুজিববাদী সমাজতন্ত্রের।

আগেই বলা হয়েছে, উপরোক্ত চার মূলনীতির সংমিশ্রণ যে এক অসম্ভব-অবাস্তব ব্যাপার, তা উল্লেখ করার মতো বুকের পাটা তখন কারোরই ছিলনা। বরং চাকরী রক্ষার স্বার্থে সরকারী কর্মচারীরা এবং অস্তিত্ব রক্ষা ও ফায়দার স্বার্থে বুদ্ধিজীবী ও তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশও ওই চার নীতিরই শর্তহীন স্তুতির উন্মত্ত প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছিলেন।

কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের পক্ষেও পরিস্থিতির উর্ধ্বে উঠে কোন রিপোর্ট তৈরি করা সম্ভবপর ছিলো না। তাই "শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য" শীর্ষক অধ্যায়সহ বেশ কতিপয় জায়গায় তাঁদের বলতেই হয়েছে যে, জাতীয় শিক্ষানীতি গড়ে উঠবে চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভিত্তিতে। কিন্তু একই সংগে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র কিভাবে কায়েম হবে, এ ব্যাপারে কমিশনের সম্ভবতঃ কোন সুস্পষ্ট ধারণাই ছিলনা। তাই ফাঁপা শ্লোগানের মতো মাঝে মধ্যে চার রাষ্ট্রীয় নীতির বিশেষত সমাজতন্ত্রের দোহাই পাড়লেও এর প্রায়োগিক রূপ কি হবে, শিক্ষার্থীরা কিভাবে একই সংগে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের চালিকাশক্তি হিসেবে গড়ে উঠবে, তার কোন সুনির্দিষ্ট রূপরেখাই রিপোর্টের কোন অধ্যায়ে প্রতিফলিত হয়নি। আবার চার রাষ্ট্রনীতি বা তৎকালীন শাসক এলিটদের ইচ্ছা বা খেয়ালের পরিপন্থী হতে পারে এই ভয়ে, অপর কোন লক্ষ্য বা আদর্শ স্থির করাও কমিশনের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ফলে রিপোর্টটি কার্যত পরিণত হয় নৈতিক ভিত্তিবিহীন অনেক কথা ও সুপারিশের নিছক মিশ্রণ বা কঙ্গলোমারেশনে।

তৎকালীন অধিকাংশ রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী ও সরকারী কর্মকর্তাদের মতো এই কমিশনের সদস্যরাও সম্ভবত বুঝেছিলেন যে, চার রাষ্ট্রীয় নীতির মধ্যে ধর্মনিরপক্ষতার ব্যাপারটাই অধিকতর মুখরোচক এবং সহজগ্রাহ্য। আর তখন ধর্মনিরপেক্ষতার অর্থ ছিল ইসলাম ধর্মের সর্বাত্মক বিরোধিতা এবং ইসলাম ও ইসলামপন্থীদের নির্মূল করে দেয়ার হিংস্র প্রতিজ্ঞা। কমিশন সদস্যেরা সম্ভবত এটাও উপলব্ধি করেছিলেন যে, ইসলামের প্রতি সামান্যতম দুর্বলতা দেখালেও তাদের গোটা রিপোর্টতো পত্রপাঠ বাতিল হয়ে যাবেই, তাঁদের জীবন সংশয় দেখা দেয়াও বিচিত্র নয়। স্বভাবতঃই তাঁদের এই উপলব্ধির প্রতিফলনও তাদের

www.nagorikpathagar.org

রিপোর্টে ঘটেছিল এবং তা ঘটাতে গিয়ে অন্যান্য ধর্মকেও কার্যত উচ্ছেদ করে দিতে বলা হয়েছিল।

মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থা, এই উপমহাদেশের বিশেষত, বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান শিক্ষাব্যবস্থা। প্রতি বছর লক্ষ লক্ষ শিক্ষার্থী এই ব্যবস্থায় শিক্ষালাভ করে। কিন্তু টোল শিক্ষাব্যবস্থা ভারতেই আজ বিলুপ্তপ্রায়, বাংলাদেশেতো তা বলতে গেলে অস্তিত্বহীন। অথচ কমিশন সজীব মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থাকে বিলুপ্তপ্রায় টোল শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত করে দেন এবং "মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা" শীর্ষক একটি দায়সারা গোছের অতিক্ষুদ্র অধ্যায় সংযোজন করে কার্যত মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে উচ্ছেদের ব্যবস্থা করারই প্রয়াস পান। সাধারণ শিক্ষা কারিকুলামেও ধর্ম শিক্ষাকে এক অপ্রয়োজনীয় বাহুল্য হিসেবেই উপস্থাপন করা হয়।

প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ইতোপূর্বে কমিশন বিভিন্ন ব্যক্তির কাছে কিছু প্রশ্নমালা পাঠিয়েছিলেন। এতে ধর্ম শিক্ষা ও মাদ্রাসার ব্যাপারেও কতিপয় প্রশ্ন ছিল। স্বভাবতঃই এসব প্রশ্নমালা পাঠানো হয়েছিল তৎকালীন সরকার দলীয় বা সরকার সমর্থক শিক্ষক, ছাত্র, এমপি প্রমুখের কাছে। তারপরও ফলাফল যা এসেছিল, তা চমকপ্রদ। ২৮৬৯ জন উত্তরদাতার মধ্যে ২২৮৫ জনই মাধ্যমিক পর্যায়ে অথবা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ে ধর্ম শিক্ষাকে বহাল রাখার পক্ষে মত দেন। ধর্ম শিক্ষাকে তুলে দেয়ার পক্ষে মত দেন ১১৬ জন। অন্যরা এ ব্যাপারে কোন মতামত দেননি।

একইভাবে মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন নেই, এই মত দেন মাত্র ৭৬ জন। ৭২২ জন মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষার সংগে একীভূত করার পক্ষে মত দেন। অন্যান্যেরা মত দেন মাদ্রাসা শিক্ষাকে বহাল রাখার পক্ষে।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কমিশনের রিপোর্টে সংশ্লিষ্ট জরিপে প্রাপ্ত মতামতের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেনি। এতে মনে হয়, কমিশনকে রিপোর্টটি তৈরি করতে হয়েছিল, প্রধানত তৎকালীন শাসক এলিটদের মন মেজাজের প্রতি দৃষ্টি রেখে, সত্যিকার তথ্য ও উপাত্তের ভিত্তিতে নয়। জনগণের ইতিহাস-ঐতিহ্য, মন-মনন, মূল্যবোধ ও নৈতিকতাবোধের ভিত্তিতে তো নয়ই।

যা-ই হোক, এই রিপোর্ট প্রণয়নের পর কালের গর্ভে চলে গেছে সুদীর্ঘ ২৩টি বছর। প্রেক্ষিত ও পটভূমি পাল্টে গেছে বিপুলভাবে। মুজিববাদের উদ্গাতারাও এখন আর মুজিববাদ, একদলীয় শাসন কিংবা সমাজতন্ত্র কায়েমের কথা বলেন না। এখন তাঁরাও বহু দলীয় পুঁজিবাদী গণতন্ত্র ও মুক্তবাজার অর্থনীতিরই একনিষ্ঠ অনুসারী। বিশ্বব্যাপীও ইতোমধ্যে সমাজতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে। এমতাবস্থায় বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্যও আর সমাজতন্ত্র কায়েম এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজের উপযোগী কর্মী বা নাগরিক সৃষ্টি হতে পারেনা। অথচ কুদরাত-এ-খুদা

www.nagorikpathagar.org

কমিশনের রিপোর্টতো সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ ও ধর্মকে [বিশেষত ইসলামকে] নস্যাৎ করার ভিত্তির উপরই গড়ে উঠেছে।

তাছাড়া কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্টে সুপারিশ করা হয়েছে এমন অনেক বিষয় ইতোমধ্যে এমনি এমনিই বাস্তবায়িত হয়ে গেছে। আবার শিক্ষা ক্ষেত্রে এমন অনেক পরিবর্তনও ঘটে গেছে, যার উল্লেখ কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্টে নেই। যেমন বাংলাদেশে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়সহ বহু বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। বাংলাদেশের প্রায় সকল স্কুল কলেজেই সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়ে গেছে। মেয়েদের ক্ষেত্রে ৮ শ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক হয়ে গেছে। প্রাইমারী স্কুল পর্যায়ে বিপুল সংখ্যক মহিলা শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছে। মাদ্রাসা শিক্ষার সিলেবাস ও মানের ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। সাক্ষরতা এবং অনানুষ্ঠানিক ও উপআনুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে মুখ্য ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে দেশী বিদেশী এনজিওরা। অবজেক্টিভ ধরনের পরীক্ষা পদ্ধতি চালু হয়েছে। শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রেও বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার বিজ্ঞান, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি নতুন অথচ প্রবল বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়ে গেছে।

অপরদিকে, শিক্ষাক্ষেত্রে অনেক নতুন উপসর্গও যুক্ত হয়েছে। যেমন শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতিই এখন মুখ্য বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকরাও এখন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতি আনুগত্য-ভিত্তিক দলাদলিতে লিপ্ত। ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস ও অস্ত্রবাজি এখন অবাধ ও নিত্যনৈমিত্তিক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। মাশরুমের মতো যত্রতত্র গজিয়ে উঠেছে হাজার হাজার তথাকথিত কিন্ডার গার্টেন ও প্রি-ক্যাডেট স্কুল। প্রাইভেট টিউশনী, হাজারো নোট বই ও গাইড বই গোটা অধ্যয়ন প্রক্রিয়াকে গ্রাস করে ফেলেছে। সেশন জটের ফলে শিক্ষার্থীদের তিন/চার বছর খামাখা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। অথচ কুদরাত-এ-খোদা কমিশন রিপোর্টে সংগত কারণেই এসব ব্যাপারে কোন বক্তব্য বা সুপারিশ নেই।

সর্বোপরি, ১৯৭২-৭৫ সাল সময়ে ইসলামকে নির্মূল করার যে উন্মাদনা সৃষ্টি হয়েছিল, তাও এখন অনেকাংশে স্তিমিত হয়ে গেছে। কতিপয় মুখচেনা তথাকথিত বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিক ব্যতীত এখন আর প্রায় কেউই ধর্মের বিরুদ্ধে উগ্রভাবে আর বিষোদগার করছেন না। এমনকি ১৯৭২-৭৫ সালে যে রাজনৈতিক দলটি রাষ্ট্র ক্ষমতায় ছিল, সে দলও এখন কম-বেশী ধর্মের কথা বলতে শুরু করেছে। সবচেয়ে বড় কথা, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় পর্যায়েই ধর্ম বিশেষত ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা এখন বিপুলভাবে বেড়ে গেছে। নতুন

www.nagorikpathagar.org

নতুন মুসলিম রাষ্ট্রের জন্ম, বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে কুরআন সুন্নাহর অনুশাসন কায়েম, বৃটিশ যুবরাজ চার্লস, মার্কিন প্রেসিডেন্ট বিল ক্লিনটন ও ফার্স্টলেডি হিলারী ক্লিনটনসহ বিভিন্ন বিশ্বব্যক্তিত্বদের ইসলামের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, কুরআন সুন্নাহর বৈজ্ঞানিক মূল্যায়ন ইত্যাদির ফলশ্রুতিতে ইসলাম সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টিভংগিরই বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে। অথচ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্টে ইসলামকে শুধু অবজ্ঞা ও অবমূল্যায়নই করা হয়নি, ইসলামকে উচ্ছেদ করারও প্রয়াস পাওয়া হয়েছে। অন্যান্য ধর্মের প্রতিও সুবিচার করা হয়নি।

প্রসংগতঃ উল্লেখ্য যে, কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন ৯০টি প্রশ্ন সম্বলিত একটি প্রশ্নমালা, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা প্রশাসক, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষাবিদ, ছাত্র, জাতীয় পরিষদ সদস্যসহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের কাছে প্রেরণ করেন। প্রশ্নমালা পাঠানো হয় ৯৫৫১ জনের কাছে। কিন্তু প্রশ্নমালার জবাব দেন মাত্র ২৮৬৯ জন। বাকীরা আদৌ কোন উত্তর দেননি। এই প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত কতিপয় মতামত নিম্নরূপ ঃ

- উচ্চ শিক্ষা, মেধা, কর্মসংস্থান ও জাতীয় প্রয়োজনভিত্তিক হওয়া উচিত। [১৩২৫জন]
- শুধু ইংরেজীই দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে থাকা উচিত। [১৪৪২ জন]
- ধর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। [১৯৫১ জন]
- ধর্মশিক্ষা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে থাকা উচিৎ। [১১৫৯ জন] সর্বস্তরে থাকা উচিত [১১২৬ জন], কোন স্তরে থাকা উচিৎ নয়। [১১৬ জন]
- মাদ্রাসা শিক্ষার সংস্কার করা উচিত [১২৭৬ জন], মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে একীভূত করা উচিত [৭২২ জন] মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন আছে [৫৭৪ জন], মাদ্রাসা শিক্ষার প্রয়োজন নেই [৭৬ জন]
- সারা দেশ থেকে মেধাবী ছাত্রদের খুঁজে বের করার উদ্দেশ্যে বিশেষ পরীক্ষা পদ্ধতি দরকার। [২৩৯৬ জন]
- শিক্ষার সমতা বিধানের জন্য ক্যাডেট কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষায়তনের পার্থক্য দূর করা উচিত। [২৪৬৩ জন]
- জাতীয় আয়ের ৭%-এর বেশী শিক্ষাখাতে ব্যয় করা উচিত। [১৬১৮ জন]
- উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্রছাত্রীদের মতামত প্রকাশের অধিকার থাকা উচিত। শুধু শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে [১৩৯৩ জন], শিক্ষা সংক্রান্ত ও প্রশাসনিক ব্যাপারে [৮২০ জন], কোন ক্ষেত্রেই নয় [৪৮৫ জন]
- ছাত্রছাত্রীদের রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত [১৩১ জন], ১৮ বছর বয়স পর্যন্ত অংশগ্রহণ করা উচিত নয় [১০৯৯ জন] কোনো ছাত্রেরই রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করা উচিত নয় [১৪৪২ জন]

www.nagorikpathagar.org

- ৮ম শ্রেণীর পর সকল স্তরে বাধ্যতামূলক সামরিক শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত [৮১৬ জন], ৯ম থেকে ১১শ শ্রেণীতে থাকা উচিত [১৯৬ জন], ৯ম থেকে ১২শ শ্রেণীতে থাকা উচিত [৬৭৩ জন], ১১শ-১২শ শ্রেণীতে থাকা উচিত [৪৮৬ জন]।
- সাক্ষরতা অর্জন আইনের মাধ্যমে বাধ্যতামূলক করতে হবে। [১৫০৯ জন] নিরক্ষরদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে নিরক্ষরতা দূর করতে হবে। [১১৯৫ জন]
- সহ শিক্ষাব্যবস্থা থাকবে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত [৫০৩ জন, ১ম থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত [৪২৬ জন], ১ম থেকে ১০ম শ্রেণী পর্যন্ত [১৩০জন] ১ম থেকে ১২শ শ্রেণী পর্যন্ত [২৫ জন] ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ও পরে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে [৬৯৭ জন], সকল স্তরে [৮২৫ জন]।

লক্ষ্যণীয়, এইসব প্রশ্নমালা যাদের কাছে পাঠানো হয়েছিল, তাদের ৯৫% ছিলেন তৎকালীন সরকারী দলের লোক বা সমর্থক। কিন্তু তারপরও উপরোক্ত ফলাফল এসেছিল। কিন্তু কোন রহস্যজনক কারণে কমিশনের রিপোর্টে অত্র জরীপের ফলাফলের কোন প্রতিফলনই ঘটেনি। এখনতো অবস্থার আরো অনেক পরিবর্তন হয়ে গেছে।

এতদসত্ত্বেও একথা বলা সংগত হবেনা যে কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্টে গ্রহণযোগ্য কোন কিছুই নেই। বস্তুতঃ এই রিপোর্টে বিষয় ভিত্তিক যেসব সুপারিশ করা হয়েছে, পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে সংগতিবিধান সাপেক্ষে সেসব সুপারিশের বহু কিছুই গ্রহণ করা যেতে পারে এবং তাতে নিরক্ষরতা দূরীকরণ, শিক্ষাব্যবস্থায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির গুরুত্ব বৃদ্ধি, মেধার যথার্থ মূল্যায়ন, পারিবারিক-আর্থিক অবস্থা নির্বিশেষে সকলের জন্য উচ্চ শিক্ষার দ্বার উন্মুক্তকরণ, সামাজিক চাহিদার সংগে সংগতিপূর্ণ শিক্ষা কোর্স ও কারিকুলাম প্রবর্তন ইত্যাদির পথ বহুলাংশেই প্রশস্ততর হতে পারে।

বাংলাদেশের বর্তমান সরকার কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিয়েছেন। এজন্য একটি কমিটিও গঠন করা হয়েছে এবং কমিটি এই রিপোর্টের ব্যাপারে দেশবাসীর মতামত ও পরামর্শ চেয়েছেন। এমতাবস্থায় কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের রিপোর্ট পুরোপুরি বাদ দিয়ে, সম্পূর্ণ নতুনভাবে শিক্ষানীতি প্রণয়নের যুক্তি বর্তমান সরকারের কাছে গ্রহণযোগ্য নাও হতে পারে। তাছাড়া প্রত্যেক দল ও সরকারেরই এক একটা রাজনৈতিক সামাজিক ও আদর্শিক চরিত্র মনমানস, স্বার্থ ও লক্ষ্য থাকে। তার পরিপন্থী কোন পরামর্শ, তা যতো ভালোই হোকনা কেন, ওই দল বা সরকারের পক্ষে গ্রহণযোগ্য হয়না। অতএব, যতো দিন পর্যন্ত কোন আদর্শিক সংগঠন রাষ্ট্র ক্ষমতায় না যাচ্ছে, ততোদিন পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থাসহ যে কোন ব্যবস্থার উন্নয়নের ব্যাপারে যাবতীয় নীতিমালা গৃহীত হবে সংশ্লিষ্ট সরকারের সুবিধা, স্বার্থ, দলীয়তা, চরিত্র,

www.nagorikpathagar.org

মনমানস, সাধ্য ও সীমাবদ্ধতা ইত্যাদিরই ভিত্তিতে। বর্তমানেও এর ব্যতিক্রম হওয়ার কথা নয়।

এমতাবস্থায়, কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্টকে যদি বর্তমান সময়ের চাহিদার উপযোগী ও বাস্তবায়িত করতে হয়, তাহলে নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ বিবেচনায় আনা অপরিহার্য ঃ

১। বর্তমান পরিস্থিতি, বাস্তবতা ও অর্জিত অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার নীতি, আদর্শ ও লক্ষ্য পুনঃনির্ধারণ করতে হবে এবং সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাকে তদনুযায়ী পুনর্বিন্যস্ত করতে হবে।

২। চলমান ইনফরমেশন ও কম্যুনিকেশন বিপ্লব, গ্লোবালাইজেশন, সমাজতন্ত্রের মৃত্যু, ধর্মের পুনর্জাগরণ, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির অগ্রগতির স্তর ইত্যাদি বিষয়কে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে।

৩। সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা নামক যে দু'টি লক্ষ্যের ভিত্তিতে কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট প্রণীত হয়েছে, সেই দু'টি ভিত্তির বিষয় পুনর্বিবেচনা করতে হবে এবং তদনুযায়ী রিপোর্টটিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

৪। বাংলাদেশের ৮৭% মানুষই যে মুসলমান এবং দলমত নির্বিশেষে এই মুসলমানদের সিংহভাগই যে ধর্মপ্রাণ এই বাস্তবতা বিস্মৃত হওয়া যাবেনা। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থা ও কারিকুলামে এই বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটাতে হবে। সংগে সংগে অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের জন্য স্ব স্ব ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৫। বাংলাদেশের ইতিহাস ও ঐতিহ্য বাংলাদেশের মানুষের মনমনন ও মূল্যবোধ, বিজ্ঞান প্রযুক্তির উন্নয়নের স্তর, বাংলাদেশে মানুষের আর্থ-সামাজিক ও নৈতিক চাহিদা, রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব ও অখন্ডত্ব ইত্যাদির ভিত্তিতেই শিক্ষাব্যবস্থা এবং কারিকুলাম তৈরি করতে হবে।

৬। কম্পিউটার বিজ্ঞান, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্যুনিকেশন, জিনেটিক্স, নৃতত্ত্ব ইত্যাদি নতুন অথচ প্রবল বিষয়সমূহকে ধর্তব্যের মধ্যে আনতে হবে।

৭। অভিজ্ঞতা ও বাস্তবতার আলোকে মাদ্রাসা শিক্ষার ব্যাপারটিকে যথাযোগ্য গুরুত্বের সঙ্গে বহাল রাখতে হবে। অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের ব্যাপারেও ইতিবাচক সিদ্ধান্ত নিতে হবে।

৮। বর্তমান বিশ্ব ও বাংলাদেশের পরিস্থিতিতে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রশাসন আদৌ সরকারী নিয়ন্ত্রণে রাখা সমীচীন হবে কিনা; সমীচীন হলে সরকারী নিয়ন্ত্রণের আওতা ও মাত্রা কতটুকু হবে তাও গুরুত্বের সংগে বিবেচনা করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৯। সেশন জট, ছাত্র রাজনীতি, শিক্ষক রাজনীতি, ক্যাম্পাস সন্ত্রাস, ছাত্রদের অস্ত্রবাজী, মান ও পদ্ধতিহীন নামসর্বস্ব তথাকথিত কিন্ডার গার্টেন বা প্রিক্যাডেট স্কুল সমূহের মাশরুম উদ্ভব, নোট বইও গাইড বইয়ের দৌরাত্ম, প্রাইভেট টিউশানীর তান্ডব, পরীক্ষার দুর্নীতি ইত্যাদির ব্যাপারে কঠোর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০। ধর্মীয় নৈতিক অনুশাসন ব্যতিরেকে সমাজকে বর্তমান নৈরাজ্য, মূল্যবোধহীনতা, কুরুচিপূর্ণতা ও কলুষতা থেকে মুক্ত করা আদৌ সম্ভবপর নয়, এই সত্য আজ আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিধায় ধর্মীয় মূল্যবোধ ভিত্তিক নৈতিকতাকেই সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থার রক্ষাকবচ হিসাবে বিবেচনা করতে হবে।

সবচেয়ে বড়ো কথা, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ এখন আর বাংলাদেশের সংবিধানের ভিত্তি, মূলনীতি বা লক্ষ্য কোনটিই নয়। অথচ, সংবিধানই রাষ্ট্রের যাবতীয় আইন, নীতিমালা ও কার্যক্রমের উৎস ও অলঙ্ঘনীয় দলিল। সংবিধানের সংগে সাংঘর্ষিক কোন আইন নীতিমালা বা কার্যক্রম প্রণয়ন বা গ্রহণের কারোরই কোন সুযোগ বা এখতিয়ার নেই। সংবিধানের সংগে সাংঘর্ষিক যে কোন নীতি বা কার্যক্রম অবৈধ, বেআইনী ও আদালত কর্তৃক খারিজযোগ্য হতে বাধ্য। শিক্ষানীতির ক্ষেত্রেও একথা সমভাবে প্রযোজ্য।

বলাবাহুল্য, সংবিধান ও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনমানসের পরিপন্থী কোন শিক্ষানীতি জাতির ঘাড়ে জবরদস্তি মূলকভাবে চাপিয়ে দেওয়া হলেও, তা জনগণ গ্রহণ করবে কিনা এবং কালের ধোপে তা টিকে থাকতে পারবে কিনা, সে কথা সুনিশ্চিত করে বলা মুশকিল।

অধ্যাপক শামসুল হক-এর নেতৃত্বে গঠিত জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটিও যদি বিষয়টি স্মরণ রাখেন, তাহলে সেটাই হবে সকলের জন্য কল্যাণকর।

www.nagorikpathagar.org

প্রবন্ধ-২

আমাদের শিক্ষানীতি প্রণয়নে জাতীয় মূল্যবোধ ও আদর্শিক ভিত্তি

আবদুল কাদের মোল্লা

মানব সভ্যতার বয়স যতদিন শিক্ষার বয়সও ততদিন। কারণ প্রথম মানুষ সৃষ্টির পর মহান আল্লাহ যেদিন তাঁকে সবকিছুর নাম শিখালেন সেদিনই মানব সভ্যতায় জ্ঞানের সূত্রপাত। সবকিছুর নাম শেখানোর মাধ্যমে আল্লাহ বাস্তবিকপক্ষে হযরত আদমকে (আঃ) বস্তুজগত সম্পর্কে জ্ঞান দিয়েছিলেন। কোনটার কি ব্যবহার তার প্রাথমিক জ্ঞান শুরু হয় ঐ বস্তু বা প্রাণীকে চেনাজানার মধ্য দিয়ে।

মাটি দিয়ে হযরত আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করার পর তাঁর মধ্যে রুহ্ ফুঁকে দেয়া এবং পরবর্তীতে একটি ভুলের মাধ্যমে বাস্তব প্রশিক্ষণ দিয়ে দুনিয়ায় পাঠিয়ে দিলেন মহান আল্লাহ। এরপর জীবন যাপনের সামগ্রিক হেদায়াতের জন্য দিলেন 'হুদা' বা জীবন বিধান। আর এই জীবন যাপনের পদ্ধতির সর্বশেষ সংস্করণ হলো 'আল কুরআন' যা শেষ নবী মুহাম্মাদের (সা) উপর নাজিল হয়েছে।

শিক্ষা কি?

এ প্রশ্নের উত্তর এককথায় দেয়া কঠিন। সংক্ষিপ্ত পরিসরে দীর্ঘ এবং তাত্ত্বিকতার আলোচনায় না গিয়ে বড় বড় শিক্ষাবিদগণ শিক্ষাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন তাঁদের আইডিয়া অনুসারে আমরা একটা মোটামুটি ধারণা নেয়ার চেষ্টা করবো। মহাকবি মিল্টনের মতে - "Education is the harmonious development of body, mind and soul" অর্থাৎ শিক্ষা হলো দেহ, মন এবং আত্মার সমন্বিত উন্নতি সাধন। জন ডিউই জে, এস, ব্রুনারসহ আধুনিক বহু শিক্ষাবিদই শিক্ষা ব্যবস্থাকে এমন একটি অব্যাহত পদ্ধতি হিসেবে দেখেছেন যার মাধ্যমে ভবিষ্যত জেনারেশন তৈরির কাজ করা হয়। জাতীয় আদর্শ এবং ঐতিহ্যকে আগামী প্রজন্মের কাছে ট্রান্সফার করাসহ সময়ের সাথে খাপ খাওয়ানোর যোগ্যতা অর্জন করানো শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম দায়িত্ব হওয়া উচিত। প্ল্যাটোর মতে কোন দেশের শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হওয়া উচিত সেই দেশের সংবিধানের আদর্শ অনুযায়ী।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর শেষের কবিতায় শিক্ষাকে তুলনা করেছেন পরশ পাথরের সাথে। তাঁর চিন্তা অনুযায়ী শিক্ষা হলো পরশ পাথর, তার থেকে ছিটকে

www.nagorikpathagar.org

পড়া আলোটাই হচ্ছে কালচার। মহাকবি আল্লামা ইকবালের মতে শিক্ষার উদ্দেশ্যে হলো খুদী বা আত্মার উন্নতি সাধন। খুদী উন্নত হলে সে-ই মানুষের সমস্ত কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ এবং সুষমামণ্ডিত করতে সক্ষম। Stanly Hull-এর মতে, "If you teach your children the three R's (i.e. Reading, Writing and Arithmetic) and leave the fourth R (i.e. Religion), you will get a fifth R (i.e. Rascality).

পবিত্র কোরআন শরীফে সূরা বাকারার ১৫১ নং আয়াত, সুরা আলে ইমরানের ১৬৪ নং আয়াত এবং সূরা জুমুয়ার ৬নং আয়াতে আল্লাহ্ নবীদের কাজ সম্পর্কে যে কথা কয়েকটি বলেছেন তার সমন্বিত রূপ হলো,"তাদের ভেতর থেকে আমি একজন রসূল (সঃ) পাঠিয়েছি, যিনি তাদেরকে আল্লাহর আয়াত পড়ে শুনান, আর শিক্ষা দেন কিতাবের জ্ঞান, হিকমত এবং তাদের অন্তরকে করেন পবিত্র।"

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যাচ্ছে পবিত্র কালামের দেয়া সংজ্ঞাটাই শিক্ষার বিস্তারিত এবং সঠিক সংজ্ঞা। আর মহাকবি মিলটনের সংজ্ঞাটি কুরআনে দেয়া সংজ্ঞার অনেকটা কাছাকাছি।

শিক্ষা ব্যবস্থার মূলনীতি :

শিক্ষার সংজ্ঞা এবং উদ্দেশ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, একটি মূল্যবোধ ছাড়া প্রকৃত শিক্ষা হতে পারেনা। মন এবং আত্মার উন্নতির জন্য উন্নতমানের নৈতিক মূল্যবোধ অপরিহার্য। পাশ্চাত্যের দীর্ঘ সাধনার পরও সামাজিক ও বস্তুগত কিছু নিয়ম কানুনের মাধ্যমে মূল্যবোধ লালন এবং শিক্ষার মাধ্যমে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে তা হস্তান্তর করতে তারা ব্যর্থ হয়েছে। সেখানে বস্তুগত ও প্রযুক্তিগত অনেক উন্নতি হওয়ার পরও প্রকৃত অর্থে শিক্ষাব্যবস্থা কোন আদর্শ মানুষ তৈরি করতে সক্ষম হয়নি। বরং দিন দিন অবস্থার অবনতিই ঘটছে। পাশ্চাত্যের শিক্ষাবিদ, সমাজবিদ, রাজনীতিবিদ, ধর্মগুরু সকলেই এখন উদ্বিগ্ন। সম্প্রতি লন্ডনে অনুষ্ঠিত একটি সম্মেলনে মুসলিম, খৃষ্টান, হিন্দু এবং ইহুদী সম্প্রদায়ের বড় বড় শিক্ষাবিদগণের সকলেই একবাক্যে একথা স্বীকার করেছেন, ধর্ম ছাড়া মূল্যবোধ লালন করা সম্ভব নয় এবং ধর্ম ছাড়া কোন শিক্ষাও হতে পারেনা। সকল ধর্মই যেহেতু স্বীকার করে যে, আল্লাহ্ এক এবং ঐশী নৈতিক মূল্যবোধ ছাড়া সত্যিকারের মানুষ গড়া সম্ভব নয়। সেহেতু শিক্ষা ব্যবস্থা নির্মিত হওয়া উচিত ধর্মীয় মূল্যবোধ অনুযায়ী।

ইংল্যান্ডের ভবিষ্যৎ রাজা ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতীক যুবরাজ চার্লস বিগত কয়েক বছর ধরে ইউরোপ বিশেষ করে ইংল্যান্ডের সমাজ ব্যবস্থায় নৈতিক বিপর্যয়ের জন্য সে দেশের শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করে চলেছেন। তাঁর বক্তব্য

www.nagorikpathagar.org

বিবৃতিতে তিনি যেখানেই সুযোগ পাচ্ছেন, সেখানেই শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মীয় মূল্যবোধ সংযোজনের কথা বলেছেন। বিশেষ করে ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে তার সর্বজনীন মূল্যবোধগুলোকে ইউরোপ গ্রহণ করে বর্তমান নৈতিক বিপর্যয় থেকে সভ্যতাকে রক্ষা করতে পারে কিনা এ ব্যাপারে নূতন করে খোলামনে চিন্তা-ভাবনা করার জন্যও তিনি অনুরোধ করে চলেছেন। অতীব দুঃখের বিষয় এমনি ধরনের একজন ব্যক্তিত্ব আমাদের দেশে আগমন করলে আমরা তাঁকে নাচ-গান দিয়েই অভ্যর্থনা করার ব্যবস্থা করলাম।

দুনিয়ার মানুষকে ভালমন্দ, সত্য-মিথ্যা, মানবতাবোধ, মানুষে মানুষে সাম্য, ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে মানবতার কল্যাণ কামনা এবং কল্যাণ করার জন্য একমাত্র ধর্মই উদ্বুদ্ধ করেছে এবং শিক্ষা দিয়েছে। সুতরাং কোন দেশে সত্যিকারের মানুষ গড়তে হলে সেই দেশের ধর্ম এবং ধর্মীয় মূল্যবোধের ভিত্তিতেই শিক্ষানীতি প্রণীত হওয়া অপরিহার্য।

বাংলাদেশের শিক্ষানীতি প্রণয়নে ধর্মের ভূমিকা ঃ

বাংলাদেশে প্রধানতঃ মুসলিম এবং হিন্দু জাতির লোকেরাই বাস করে। বিভিন্ন ধর্মীয় গ্রুপ এবং উপজাতীয় লোকজনদের থেকে ধর্মান্তকরণের মাধ্যমে বর্তমানে একটা উল্লেখযোগ্য অংশ খৃষ্টানও আছে। খুব কম সংখ্যক লোক আছে যাদের কোন ধর্মীয় পরিচিতি নেই অথবা ধর্ম সম্পর্কে তাদের কোন চেতনা নেই। এরা শতাংশের হিসাবেও পড়েনা। যাদের ধর্মীয় পরিচয় আছে তাদের অনেকেই কঠোরভাবে ধর্মীয় অনুশাসন পালন না করলেও ধর্মীয় মানসিকতার দিক থেকে খুবই আন্তরিক। অর্থাৎ সকলেই ধর্মপ্রাণ।

বাংলাদেশের সকল ধর্মের লোকেই বিশ্বাস করেন যে, আল্লাহ আছেন এবং তিনি এক ও একক। মানুষের ইহলৌকিক জীবনটাই একমাত্র জীবন নয়। মৃত্যুর পরেও একটা জীবন আছে এবং সেখানে মানুষের ইহজগতের সমস্ত কর্মকান্ডের হিসাব দিতে হবে। হিসাব দানে যারা সফল হবেন, তাদের জন্য রয়েছে বেহেশত্ বা অফুরন্ত সুখ ও শান্তি। আর যারা ব্যর্থ হবে তাদের স্থান হবে দোজখে- যা হবে চিরন্তন শাস্তি ও অপমানের জায়গা। সকল ধর্মের মানুষই বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ প্রদত্ত আইন কানুনের মাধ্যমে জীবন পরিচালনা করার মাধ্যমেই সত্যিকারের সফলতা।

এটাকে জনগণের সাধারণ বিশ্বাস এবং মূল্যবোধ হিসেবে ধরে নিলে প্রত্যেক জাতির তাঁর নিজ ধর্ম সম্পর্কে জানার অধিকার একটি মৌলিক মানবীয় অধিকার। এই মৌলিক অধিকার থেকে বঞ্চিত করার অধিকার কারো নেই। আমাদের সংবিধানেও এই অধিকার সংরক্ষিত। তাই শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত যার যার ধর্মের মৌলিক নীতিমালা, আনুষ্ঠানিক ইবাদত বা ধর্মকর্ম এবং

www.nagorikpathagar.org

তার দার্শনিক ভিত্তি শিক্ষার অধিকার রয়েছে। শিক্ষা ব্যবস্থায় এ সুযোগ অবশ্যই দিতে হবে।

এরপর যে কথাটি বলতে চাই, তাহলো ধর্মপ্রাণ এবং ধর্ম পালনকারী লোকজনদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িকতা নেই। ধর্মের পরিচয় দানকারী, অথচ ধর্ম সম্পর্কে অজ্ঞ এবং ধর্মীয় আচার-আচরণ বা আমল আখলাকে অভ্যস্ত নয় এরাই হচ্ছে সাম্প্রদায়িক। আর এরাই সুযোগ বুঝে ধর্মকে বিভিন্ন স্বার্থসিদ্ধির কাজে ব্যবহার করে। এই অপকর্মটি সেক্যুলারপন্থী সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক সংগঠনগুলিই করে থাকে।

ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্ম সামাজিক বিধিবিধান, আইন-আদালত তথা বিচার পদ্ধতি, পারস্পরিক সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার, রাজনীতি, তথা জীবনের অনেক অধ্যায় সম্পর্কে নীরব। এসব ব্যাপারে তাদের কোন বক্তব্য নেই। সুতরাং ইসলামী রাজনীতির রূপরেখা, অর্থনৈতিক কাঠামো, সাংস্কৃতিক দৃষ্টিকোণসহ অন্যান্য বিষয় পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত করলে অমুসলিমদের কোন আপত্তি থাকার কারণ নেই। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পড়াশুনা করলে একজন হিন্দু ছাত্রের হিন্দুত্বের যদি কোন ক্ষতি না হয়, পুঁজিবাদী তথা পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রের পদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করলে যদি কোন বৌদ্ধ ছাত্রের ধর্মে কোন আঘাত না লাগে, মানবসৃষ্টি তত্ত্ব সম্পর্কে বস্তুবাদী এবং ডারউইনের মতাবাদ পড়াশুনা করলে যদি কোন খৃষ্টানের ধর্মানুভূতিতে আঘাত না লাগে, তাহলে ঐ সমস্ত ব্যাপারে ইসলামের দৃষ্টিভংগি পড়াশুনা করলে অন্যান্য ধর্মের লোকদের আপত্তির যুক্তিসংগত কোন কারণ নেই। এতে তাদের ক্ষতির পরিবর্তে লাভই বেশী। জ্ঞানের ভান্ডার বৃদ্ধিই হবে।

বাংলাদেশে ইসলামের মূলনীতি অনুযায়ী একটি শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হওয়া গণতন্ত্রের দাবী। কারণ যে দেশের জনসংখ্যার প্রায় শতকরা ৮৭ ভাগ বা তারও বেশী মুসলিম অর্থাৎ ইসলামে বিশ্বাসী, সেই ধর্মের মূলনীতি ও নৈতিক মূল্যবোধ অনুযায়ী একটি সমন্বিত শিক্ষাব্যবস্থা রচিত হবে এটাই স্বাভাবিক। এক্ষেত্রে সহজ-সরল চিন্তার পরিবর্তে বিপরীত চিন্তা এবং বক্তব্য জনমতের প্রতি অশ্রদ্ধা এবং বিদ্রোহের শামিল। জাতীয় শিক্ষা নীতি প্রণয়নের এ ধরনের কিছু বিভ্রান্ত লোকের মতামতের কোন গুরুত্ব থাকতে পারেনা।

কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট ঃ

কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ২৩শে মে। তৎকালীন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধান এবং ক্ষমতাসীন দলের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান এই রিপোর্ট প্রকশিত হওয়ার পরও সোয়া দুই বছরের মত জীবিত ছিলেন। এরিমধ্যে তিনি একদলীয় স্বৈরতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বাকশালও কায়েম

www.nagorikpathagar.org

করেন। কিন্তু কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তিনি বাস্তবায়ন করে যাননি এবং বাস্তবায়ন করবেন বলে কোন জনসভা, রেডিও বা টিভি ভাষণে জাতির সামনে ওয়াদাও করেননি। পরবর্তী কোন সরকারও এটা বাস্তবায়িত করার কোন উদ্যোগ গ্রহণ করেননি।

তাহলে কি আছে এই রিপোর্টে ?

প্রথমতঃ এই কমিশন রিপোর্টে যে শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছে তা পুরাপুরি একটি ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা। এই রিপোর্ট বাস্তবায়ন করলে বাংলাদেশের জনগণের মধ্যে যে তীব্র নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে এ ব্যাপারে মরহুম শেখ মুজিবুর রহমান অত্যন্ত সজাগ ছিলেন। আর পঁচাত্তরের পট পরিবর্তন এবং বাংলাদেশের সংবিধান থেকে সেক্যুলারিজম এবং সমাজতন্ত্র তার আদি ব্যাখ্যাসহ বিদায় নেয়ার পর আর এই কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়িত করার কোন প্রশ্নই ওঠেনা। তাই বাকশাল সরকার পতনের পর এই শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট বাস্তবায়নের জন্য কোন সরকার চেষ্টা করেননি।

এই শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট জনগণের মতামত উপেক্ষা করেছে ঃ

অনেক প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তির কাছে শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট তৈরির আগে প্রশ্নমালা পাঠানো হয়েছিল শিক্ষানীতি প্রণয়নের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পরামর্শের জন্যে। সেখানে ধর্ম সম্পর্কে ১৭ এবং ১৮ নং প্রশ্নে যে মতামত চাওয়া হয়েছিল তা হুবহু উল্লেখ করছি ঃ-

১৭। ধর্ম শিক্ষা সম্পর্কে নীচের কোন্ প্রস্তাবটা আপনার নিকট বেশী গ্রহণযোগ্য?

(১) সাধারণ শিক্ষায়তনে ধর্ম শিক্ষার কোন বিশেষ ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়।

(২) সাধারণ শিক্ষায়তনে সকল ধর্ম সমন্বয়ে নীতিমালা শিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত।

(৩) ধর্ম শিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত।

(৪) ভিন্নমত।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে (১) নং এর পক্ষে মত দিয়েছেন মাত্র ১৪৭ জন, ২ নং এর পক্ষে মত দিয়েছেন ৩৯৯ জন, ৩ নং এর পক্ষে মত দিয়েছেন ১৯৫১ জন, অর্থাৎ মোট উত্তর দাতার ৬৯.৩৮%। আর ভিন্নমত দিয়েছেন ১১৫ জন।

১৮। শিক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে ধর্মশিক্ষা সম্বন্ধে আপনার মত ঃ-

(১) ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা শুধুমাত্র প্রাথমিক স্তরে থাকবে।

(২) ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে থাকবে।

(৩) ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা সর্বস্তরে থাকবে।

www.nagorikpathagar.org

(৪) ধর্ম শিক্ষার ব্যবস্থা কোন স্তরেই থাকা উচিত নয়।

(৫) ভিন্নমত।

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তরে ১ নং এর পক্ষে মত দিয়েছেন ২১৩ জন, ২ নং এ মত দিয়েছেন ১১৫৯ জন, ৩ নং এ মত দিয়েছেন ১১২৬ জন, ৪ নং এ দিয়েছেন মাত্র ১১৬ জন। ভিন্নমত দিয়েছেন ১৯৬ জন।

এখানে যারা সকল স্তরে ধর্মীয় শিক্ষা চেয়েছেন তারা অবশ্যই প্রাথমিক ও মাধ্যমিক ধর্মীয় শিক্ষার পক্ষে। এই দুই মতের পক্ষে মত প্রকাশকারী লোকের সংখ্যা ৮০% ভাগেরও উপর। অথচ শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টে প্রাথমিক শিক্ষায় ধর্মের কোন স্থান নেই। আছে ললিতকলার নামে নাচ-গান শিক্ষার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা। শুধুমাত্র ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীতে দুয়েকটি পিরিয়ড রেখে আর কোন শ্রেণীতেই ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা রাখা হয়নি। এক্ষেত্রে কমিশন শুধু জনমতকে উপেক্ষাই করেনি বরং জনগণের সাথে একটি বড় ধরনের প্রতারণা করে তাদের মতামতের বিপরীতে একটি গণবিরোধী শিক্ষানীতি চাপিয়ে দেয়ার অপচেষ্টা করেছে।

বিভিন্ন টেকনিক্যাল যেমন মেডিকেল, ইঞ্জিনিয়ারিং, কৃষি বিজ্ঞানসহ অন্যান্য পেশার শিক্ষা সম্পর্কে যেসব সুপারিশ করা হয়েছে, সংশ্লিষ্ট পেশার নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব এবং বিশেষজ্ঞদেরও রয়েছে তাতে প্রবল আপত্তি। অন্যদিকে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি প্রায় চব্বিশ বছরের পুরানো। এরিমধ্যে রাষ্ট্রীয় আদর্শের পরিবর্তন ঘটেছে। বাংলাদেশের সংবিধানে এখন রাষ্ট্রধর্ম হচ্ছে ইসলাম। সুতরাং ধর্মীয় ও আদর্শিক, রাষ্ট্রীয় মূলনীতি, জাতির আশা-আকাংখা, বিশ্ব ব্যবস্থায় ব্যাপক পরিবর্তন অর্থাৎ যে কোন বিচারে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি বাতিলযোগ্য। বাতিল না করে সংস্কার করতে গেলে এর খোল নলচেসহ একটা পরিবর্তন করতে হবে যে রিপোর্টটির অবস্থা হবে কম্বলের সকল লোম বেছে ফেলার পর কম্বলের দশার মত। সুতরাং এসব পুরানো, সময় ও প্রয়োজনের সাথে খাপ খাওয়ানোর অনুপযোগী শিক্ষা কমিশন রিপোর্টটি বাতিল করাই বাঞ্ছনীয়।

এখন কি করা উচিত?

উপরে সংক্ষিপ্ত পরিসরে বিভিন্ন দিক থেকে আলোচনার মাধ্যমে একথা প্রমাণিত যে, আমাদের দেশের জন্য সত্যিকার অর্থেই আদর্শিক ও জাতীয় প্রয়োজন পূরণের জন্য একটি সমন্বিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রয়োজন। আর এটাও পরিষ্কার যে বর্তমানে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থাও আমাদের প্রয়োজন পূরণ করতে অক্ষম। ইংরেজ আমলে লর্ড ম্যাকলে একদল অনুগত গোলাম তৈরি করার জন্য যে শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়ন ও বাস্তবায়িত করেছিলেন, তার মধ্যে

www.nagorikpathagar.org

কোনক্রমে জোড়াতালি দিয়ে আমরা হাস্যাস্পদ অবস্থায় চলছি। এতে অবস্থা পূর্বের চেয়ে খারাপ হয়েছে। এ অবস্থা আর চলতে পারেনা।

সরকারের যদি কোন সদিচ্ছা থাকে তাহলে জাতির জন্য একটি যুগোপযোগী ও সমন্বিত ইসলামী শিক্ষাব্যবস্থা প্রণয়নের উদ্যোগ নেয়া উচিত। যে সব ব্যক্তি ইসলাম ও আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় বিচরণের যোগ্যতা আছে এমন একজন ব্যক্তিত্বের নেতৃত্বে একটি কমিশন গঠন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তার রিপোর্ট প্রকাশ করা দরকার। সেই রিপোর্ট অনুযায়ী কারিকুলাম এবং সিলেবাস তৈরির পর পাঠ্যবই রচনার জন্য যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগ করা উচিত। পর্যায়ক্রমে মাত্র দুই তিন বছরের মধ্যে শিক্ষার সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত নতুন কমিশনের রিপোর্টের আলোকে পরিবর্তন আনা জরুরি। সরকার যদি সত্যিই জাতি গঠনে আন্তরিক হন তাহলে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে এই মৌলিক কাজটি করা উচিত।

www.nagorikpathagar.org

প্রবন্ধ-৩

ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ঃ একটি পর্যালোচনা

আহমদ আবদুল কাদের

বর্তমান সরকার ২৪ বছর আগের ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। এ লক্ষ্যে ৫৪ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠিত হয়েছে। কমিটিতে সেক্যুলার শিক্ষাবিদ, সংসদ সদস্য, এনজিও প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত হলেও মাদ্রাসা শিক্ষা/ইসলামী শিক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট কাউকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। কমিটি ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন। ২৪ বছর আগের এ রিপোর্ট সম্পর্কে অনেকেই অবগত নন। বিশেষ করে এর আদর্শিক দিক সম্পর্কে। তাই এ সম্পর্কে আলোচনা প্রয়োজন। প্রয়োজন জনগণকে সচেতন করা। এ লক্ষ্যেই বর্তমান আলোচনা। আজকের আলোচনা আদর্শিক দিকের উপরই সীমাবদ্ধ থাকবে।

ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের প্রেক্ষাপট

১৯৭২ সালের ২৬ জুলাই কমিশন গঠিত হয়, ২৪ সেপ্টেম্বর উদ্বোধন হয়। ১৯৭৩ সালের জানুয়ারি মাসে কমিশনের সদস্যগণ ভারত সফর করেন। সেখানে তারা একমাসব্যাপী ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কে মূল্যবান অভিজ্ঞতা অর্জন করেন। (ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট, ভূমিকা)। কমিশনের সদস্যগণ ভারতের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন ও সেখানকার শিক্ষাবিদ ও নেতৃবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করা জরুরি বোধ করলেও অন্য কোন দেশে যাওয়ার বা অভিজ্ঞতা অর্জনের প্রয়োজন বোধ করেননি। কমিশন ১৯৭৩-এর ৮ জুন অন্তর্বর্তীকালীন রিপোর্ট পেশ করেন। ১৯৭৪ এর ৩০ শে জুন চূড়ান্ত রিপোর্ট পেশ করা হয়।

কমিশন গঠন ও রিপোর্ট প্রণয়নের গোটা প্রেক্ষাপট সামনে রাখলে এটি স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এক বিশেষ পরিস্থিতি ও রাজনৈতিক লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই ডঃ কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করা হয়েছিল। ১৯৭২ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর জাতীয় শিক্ষা কমিশন উদ্বোধনকালে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ও করণীয় সম্পর্কে যে মৌল নির্দেশনা দান করেন তা থেকেই এটি স্পষ্ট হয়। সেদিন "প্রধানমন্ত্রী তাঁর উদ্দীপনাময় উদ্বোধনী ভাষণে কমিশনের সদস্যগণকে বাংলাদেশের জনগণের বাঞ্ছিত সমাজতান্ত্রিক

www.nagorikpathagar.org

সমাজ সৃষ্টির জন্য পুনর্গঠিত নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে স্বাধীনভাবে তাদের সুচিন্তিত পরামর্শদানের আহ্বান জানান।" (দ্রষ্টব্য, ঐ, ভূমিকা) প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনী ভাষণ থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, সে সময় বাংলাদেশকে একটি ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজরূপে গড়ে তোলার জন্য যে ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রয়োজন ছিলো সে সম্বন্ধে সুপারিশ পেশ করাই ছিলো কমিশনের মূল দায়িত্ব। আর কমিশনও সে নির্দেশনার আলোকে এবং তদানীন্তন অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে তাদের সুপারিশমালা পেশ করেন। সে সময়কার পরিস্থিতিকে সামনে রেখেই যে কমিশন তাদের সুপারিশমালা পেশ করেছেন কমিশনের বক্তব্য থেকেও তা বুঝা যায়। রিপোর্টের ভূমিকায় বিভিন্ন প্রস্তাব গ্রহণের দৃষ্টিভঙ্গি ব্যাখ্যা করে কমিশনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে যে, "বর্তমান অবস্থা ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে যে সব প্রস্তাব সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য বিবেচিত হয়েছে আমরা সেগুলোই গ্রহণ করেছি।" (দ্রষ্টব্য, ঐ, ভূমিকা)

বস্তুতপক্ষে কুদরাত-এ-খুদা কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য ছিলো একটি বিশেষ রাজনৈতিক প্রয়োজন পূরণ করার লক্ষ্যে শিক্ষা ব্যবস্থার পুনর্গঠন। অর্থাৎ ধর্মনিরপেক্ষ সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির উপযোগী ধর্মবোধ বিবর্জিত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা। কমিশন নিষ্ঠার সাথে সে দায়িত্ব পালন করেছেন।

কমিশন ঘোষিত শিক্ষার মূল লক্ষ্য

শিক্ষার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য শিক্ষাব্যবস্থার মূল বিষয়। কেননা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আলোকেই গোটা শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে ওঠে। লক্ষ্য-উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করেই শিক্ষানীতি, শিক্ষা ব্যবস্থার অবয়ব নির্মিত হয়। বিশেষ করে লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আদর্শিক দিকটি সর্বাদিক গুরুত্বপূর্ণ। এটি গোটা শিক্ষা ব্যবস্থার রূপ ও প্রকৃতি নির্ধারক। এ কারণেই কমিশনও শিক্ষার এই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টির উপর বিস্তারিত আলোকপাত করেছেন এবং সুস্পষ্ট সুপারিশমালা পেশ করেছেন। কুদরাত-এ-খুদা কমিশন শিক্ষার যে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য নির্ধারণ করেছেন তাকে আদর্শিক দিক থেকে দুটি দফায় ভাগ করা যায়।

১. সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির কর্মী তৈরি ঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন শিক্ষার আদর্শিক উদ্দেশ্যাবলীর মধ্যে অগ্রাধিকার দিয়েছেন সমাজতন্ত্রের উপর। পূর্বেই আমরা তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর মৌল নির্দেশনামূলক বক্তব্য যাতে 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির' কথা বলা হয়েছিল-উল্লেখ করেছি। শিক্ষা কমিশনও সে নির্দেশনার আলোকে 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির' প্রেরণা সঞ্চারকে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছেন। কমিশনের ভাষায়, - 'বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য।' (দ্রষ্টব্য ঐ, অধ্যায় ১.১)

www.nagorikpathagar.org

কমিশন শিক্ষাকে দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির বিশেষ হাতিয়াররূপে প্রয়োগ করার কথা বলেছেন। আর সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতি বলতে তারা 'সাম্যবাদী (কমিউনিস্ট) গণতান্ত্রিক' সমাজ সৃষ্টিকে বুঝিয়েছেন। বিশেষ করে মেধা প্রতিভার সদ্ব্যবহার ও দক্ষতা সৃষ্টি ইত্যাদি সে লক্ষ্যেই হতে হবে। কমিশনের ভাষায় ঃ "সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা- জাতীয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে। (ঐ, ১.৫)

কমিশন সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের উপযোগী গুণাবলী বিকাশের উপরও অত্যন্ত জোর দিয়েছেন। কমিশনের ভাষায়, নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। (ঐ, ১.৯)

মোটকথা, বাংলাদেশে সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির কর্মী তৈরি করাই ছিল কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের প্রস্তাবিত শিক্ষানীতির মূল লক্ষ্য।

২. ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা বিবর্জিত সেক্যুলার চিন্তা-চেতনা সৃষ্টি ও তার আলোকে ব্যবহারিক জীবন গড়ে তোলা ঃ

ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন যে শিক্ষা ব্যবস্থা সুপারিশ করেছিলেন তার মূল আদর্শিক ভিত্তি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ ও গণতন্ত্র। এসব মূলনীতির ভিত্তিতে এমন এক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাব করা হয়েছিল যাতে শিক্ষার্থীর মনমানসিকতা, চিন্তা-চেতনা ও তার ব্যবহারিক জীবন ধর্মবোধের পরিবর্তে ঐসব আদর্শের আলোকে গড়ে ওঠে। কমিশনের ভাষায়, 'আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। (দ্রষ্টব্য ঐ, ১.২)

অর্থাৎ শিক্ষার মাধ্যমে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে ধর্মবোধ নয় ধর্মনিরপেক্ষতাবোধ -ধর্মবিবর্জিত মনোভঙ্গি জাগ্রত করে তুলতে হবে। এমন কি কুদরাত-এ-খুদা কমিশন চরিত্র গঠনের উপর অনেক গুরুত্ব আরোপ করলেও চরিত্র গঠনের জন্য ধর্ম শিক্ষা ও নীতিশাস্ত্রের কোন প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেননি। বরং চরিত্র গঠন ও সুনাগরিক তৈরির জন্য চার মূলনীতির উপরই গুরুত্বারোপ করেছেন। কমিশনের ভাষায়, "বাঙালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার সুস্পষ্ট বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত করে তাকে সুনাগরিকরূপে গড়ে তোলাই হবে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার অন্যতম লক্ষ্য।" (দ্রষ্টব্য ঐ, ২.৪)

অর্থাৎ চরিত্র গঠন ও সুনাগরিক তৈরির জন্য ধর্মবোধ জাগ্রত করার পরিবর্তে সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা আর বাঙালী জাতীয়তাবাদের বোধ জাগ্রত করাই যথেষ্ট মনে করা হয়েছে। কমিশনের দৃষ্টিতে এসব বিষয় ভালো করে শিক্ষা দিলেই ছাত্রদের চরিত্র সুন্দর ও মহৎ হবে, তারা সুনাগরিক হয়ে উঠবে।

www.nagorikpathagar.org

দেশপ্রেম সৃষ্টির জন্য কমিশন "বাঙালি জাতীয়তাবাদের আদর্শের সম্যক উপলব্ধি অর্জনকে" সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। (দ্রষ্টব্য ঐ, ২.১৩)

মোটকথা ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন তদানীন্তন চার রাষ্ট্রীয় মূলনীতির ভিত্তিতে ধর্মবোধ বিবর্জিত সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠন করার লক্ষ্যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছিলেন।

ধর্মবোধ বিবর্জিত সেক্যুলার সমাজতান্ত্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার প্রস্তাবিত রূপরেখা

ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন শিক্ষিত জনগোষ্ঠীকে ধর্মবিবর্জিত করার লক্ষ্যে যে বাস্তব রূপরেখা প্রমাণ করেন তার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ঃ

ক. সেক্যুলার পাঠক্রম ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ঃ চার মূলনীতি তথা বাঙালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের ভিত্তিতে পাঠক্রম নির্ধারণ ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের উপর কমিশন অত্যন্ত গুরুত্ব আরোপ করেন। কমিশনের ভাষায়, "...পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে আমাদের রাষ্ট্রীয় চারটি মূলনীতির প্রতিফলন সুনিশ্চিত করতে হবে।" (ঐ, ৭.২২) "বিশেষ করে সাহিত্য, ইতিহাস, পৌরনীতি ও অর্থনীতির পাঠ্যসূচিতে এ ধরনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। (ঐ, ২.৪)

খ. নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত শিক্ষক নিয়োগ ঃ চারনীতির ভিত্তিতে প্রণীত শিক্ষা ব্যবস্থার জন্যে সে ভাবধারার উদ্বুদ্ধ শিক্ষকের উপর কমিশন গুরুত্ব আরোপ করেছেন। কমিশনের ভাষায় ঃ উপরিউক্ত সুপারিশসমূহ কার্যকর করতে হলে নতুন ভাবধারায় উজ্জীবিত সুদক্ষ শিক্ষকবৃন্দ ও রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে সংগতিপূর্ণ উপযুক্ত পাঠ্যপুস্তক ... অত্যাবশ্যক।" (ঐ, ২.১০)

গ. প্রাক-প্রাথমিক স্তর হবে ধর্মের প্রভাবমুক্ত ঃ কমিশন প্রাক-প্রাথমিক স্তরকে মানবজীবনের বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় বলে আখ্যায়িত করে যে সময়কালীন শিক্ষার উপরও গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু সে সময়কালীন প্রস্তাবিত শিক্ষার ধারণায় ও ব্যবস্থাপনায় ধর্মবোধের বিষয়টি সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। (ঐ, ৬.৪)

প্রাক-প্রাথমিক স্তরে শিক্ষক প্রশিক্ষণের শিক্ষাসূচির অন্তর্ভুক্ত বিষয়সমূহের মধ্যে গানবাজনা ইত্যাদি থাকলেও ধর্মীয় কোনো কিছুর প্রয়োজন বোধ করা হয়নি। (ঐ, ৬.৬)

ঘ. প্রাথমিক শিক্ষা ঃ কমিশন শিক্ষার মূল লক্ষ্য অর্জন করার জন্য "প্রথম শ্রেণী থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বিজ্ঞানসম্মত একই মৌলিক পাঠ্যসূচিভিত্তিক এক ও অভিন্ন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করার কথা বলেছেন। (ঐ, ৭.৯) এই অভিন্ন ধরনের শিক্ষার রূপ হচ্ছে ঃ (১) প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত করা হবে। (ঐ ৭.১০)

www.nagorikpathagar.org

(২) ৬ষ্ঠ থেকে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সপ্তাহে মাত্র দুটো পিরিয়ড ধর্মশিক্ষার/নীতি শিক্ষার জন্যে বরাদ্দ থাকবে। (ঐ ৭.১০)

ঙ. মাধ্যমিক শিক্ষা (৯ম-১২শ শ্রেণী পর্যন্ত) ঃ

(১) মাধ্যমিক স্তরে আবশ্যিক বিষয় হিসেবে কোন ধর্মশিক্ষা থাকবে না।(৮.১১)

(২) ৯ম ও ১০ম শ্রেণীতে বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবেও ধর্মশিক্ষা থাকবে না, যদিও ঐ দু'বিভাগের সাথে সম্পর্কহীন ইতিহাস ও পৌরবিজ্ঞানের মতো বিষয়কেও ঐচ্ছিক বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। (৮.১১)

(৩) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে কোন বিভাগেই ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে 'ধর্মশিক্ষা' নেওয়া যাবে না। (৮.১১)

(৪) বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত মৃৎশিল্প, তাঁত শিল্প, কাঠের কাজ, কেশবিন্যাস, নৃত্য ইত্যাদি ৪১টি কোর্সের মধ্যে 'ধর্মশিক্ষা' হবে একটি।

(৫) একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে কৃষি, গার্হস্থ্য অর্থনীতি ইত্যাদির মতো একটি ধর্মশিক্ষা বিভাগ রাখা হয়েছে। কিন্তু সে বিভাগের ঐচ্ছিক বিষয়সমূহ নির্ধারণ করা হয়নি বরং কারিকুলাম ও সিলেবাস কমিটির উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

চ. মাদ্রাসা শিক্ষা ঃ কমিশন মাদ্রাসাকে চরম অবজ্ঞা করেছেন। (ঐ, ১১.২)

কমশন প্রস্তাবিত মাদ্রাসা শিক্ষার রূপ হচ্ছে ঃ

(১) সাধারণ শিক্ষার মতো মাদ্রাসায়ও ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত কোন ইসলামী শিক্ষা দেওয়া যাবে না।

(২) ৬ষ্ঠ-৮ম শ্রেণী পর্যন্ত সপ্তাহে ইসলামী শিক্ষার জন্য দুটো পিরিয়ড থাকবে।

(৩) মাধ্যমিক স্তরে মাদ্রাসা ছাত্ররা তিন বছর মেয়াদী বৃত্তিমূলক ধর্মশিক্ষা পড়তে পারবে। তদসঙ্গে অবশ্যই বাংলা, ইংরেজী, গণিত ও বিজ্ঞান পড়তে হবে। (দ্রষ্টব্য, ৭ম অধ্যায় সার সংক্ষেপ)

বস্তুতঃ কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষাব্যবস্থা হচ্ছে ধর্মবিবর্জিত ও ধর্মহীন এক ব্যবস্থা মাত্র। ক্রমান্বয়ে জাতিকে ধর্মহীন করাই এর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য। এ লক্ষ্যেই এ নীলনকশা তৈরি করা হয়েছিল।

কমিশন প্রস্তাবিত শিক্ষার উপযোগিতা বিশ্লেষণ

ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন যে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন তার আদর্শিক দিক বিশ্লেষণ করলে অতি সহজেই নিম্নোক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ঃ

১. কমিশন ঘোষিত আদর্শিক লক্ষ্যের এখন কোন বাস্তবতা/উপযোগিতা নেই ঃ

বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে ধর্মনিরপেক্ষতা বা সমাজতন্ত্রের উল্লেখ না থাকলেও স্বাধীনতা যুদ্ধের শেষের দিকে ভারতীয় চাপে

www.nagorikpathagar.org

ধর্মনিরপেক্ষতাকে এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তার এদেশীয় অনুচরদের চাপে সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। আর সে সব নীতির ভিত্তিতেই শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়ন করা হয়। আজকের বাস্তবতা ও প্রেক্ষাপট সম্পূর্ণ বিপরীত।

সেদিন 'সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার'কে শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য বলে নির্ধারণ করা হয়েছিল। কিন্তু আজ সারা দুনিয়ায় সমাজতন্ত্রের পতন ঘটেছে। খোদ সোভিয়েত ইউনিয়নও আজ মৃত। সেখানে সমাজতন্ত্র বিলুপ্ত। তদুপরি বিগত বাইশ বছরে বাংলাদেশের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ও জাতীয় জীবনে আদর্শিক চেতনাবোধে অনেক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। দেশের জনগণ ও মূল রাজনৈতিক দলগুলো সমাজতন্ত্রকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করেছে। এমন কি যে আওয়ামী লীগ একদা সমাজতান্ত্রিক সমাজ কায়েমের অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছিল এবং সে লক্ষ্যেই শিক্ষা কমিশন গঠন করেছিল আজ সে আওয়ামী লীগও সমাজতন্ত্র বাদ দিয়ে বাজার অর্থনীতি ও পুঁজিবাদের পথ ধরেছে। কাজেই কুদরাত-এ-খুদা কমিশন প্রণীত শিক্ষাব্যবস্থায় মূল লক্ষ্যটিই এখন পরিত্যক্ত, অকার্যকর ও অবাস্তব। মূল লক্ষ্যই যেখানে সার্বজনীনভাবে প্রত্যাখ্যাত তখন সংশ্লিষ্ট অন্যান্য বিষয়ের উপযোগিতা কতটুকু তা সহজেই অনুমেয়।

রাষ্ট্রীয় সংবিধান ও শিক্ষাব্যবস্থাকে ধর্মনিরপেক্ষকরণ-ধর্মবিবর্জিত করা মুখ্যত ও ভারতের প্রভাবের (অথবা চাপের) ফল। একান্ত ব্যক্তিজীবন ছাড়া জীবনের বাকী সব অংশ-পারিবারিক, সামাজিক, নৈতিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি সবকিছু ধর্মের আওতাভুক্ত থাকবে- আর ব্যক্তির একান্ত জীবনে কেউ ইচ্ছে করলে তা অনুশীলন করতে পারবে-এ ধরনের মতবাদের নামই ধর্মনিরপেক্ষতা বা সেক্যুলারিজম। এই ধরনের মতবাদ বা আদর্শ দেশের জনগণ কোন দিনই মেনে নেয়নি। কখন কখনও চাপিয়ে দেয়া হয়েছে মাত্র। জনগণ বরাবর তা প্রত্যাখ্যান করেছে। বর্তমানে দেশের সংবিধানে বিসমিল্লাহ সংযোজিত হয়েছে, রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে 'ধর্মনিরপেক্ষতার পরিবর্তে' আল্লাহর উপর অবিচল আস্থা' প্রতিস্থাপিত হয়েছে। ইসলাম এখন 'রাষ্ট্রধর্ম, ধর্মনিরপেক্ষ' দলগুলোকেও 'রাজনৈতিক প্রয়োজনে' ধর্মের আশ্রয় নিতে হচ্ছে। ধর্মশিক্ষা মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাধ্যতামূলক। কাজেই ধর্মবোধ বিবর্জিত শিক্ষানীতি দেশের সংবিধান বিরোধী, দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিরোধী। তদুপরি ধর্মহীন শিক্ষার কুফল আজ সারা দুনিয়ায় স্বীকৃত হচ্ছে। পশ্চিমাজগত পর্যন্ত ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব অনুভব করছে। মাদকাশক্তি, সন্ত্রাস, অপরাধ প্রবণতার অন্যতম মূল কারণ ধর্মহীনতা, বস্তুবাদিতা। তাই ধর্মবোধ বিবর্জিত শিক্ষা জাতির নৈতিকতার সুস্থ সুন্দর ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবন গড়ার অন্তরায়। এমতাবস্থায় কুদরাত-এ-খুদা কমিশনের প্রস্তাবের কোন যৌক্তিকতা, বাস্তবতা ও উপযোগিতা নেই, তা জাতির কাছে আজ গ্রহণযোগ্য।

www.nagorikpathagar.org

'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' তদানীন্তন 'পাঞ্জাবী' শাসকদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে তাৎক্ষণিক ভূমিকা পালন করলেও তার স্থায়ী কোন আবেদন থাকতে পারে না। আধুনিক যুগে ভাষা জাতীয়তার একটি উপাদান হলেও নিছক ভাষার ভিত্তিতে কোন রাজনৈতিক জাতি গঠিত হতে পারে না। আর আমাদের দেশের প্রেক্ষিতে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদের' ধারণা শুধু তত্ত্বগত বিভ্রান্তিরই জন্ম দিচ্ছে না বরং আমাদের রাজনৈতিক-ভৌগলিক স্থিতিশীলতা ও অখন্ডতার জন্যও অন্তরায়। আমাদের সাংস্কৃতিক-ভৌগলিক স্বাতন্ত্র ও স্বকীয়তা নিছক ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ দুর্বল করে দিতে পারে এবং কার্যত দিচ্ছে। তাছাড়া বাঙালী জাতীয়তাবাদ যেভাবে ও যে ধারায় বিকশিত হয়েছে তাতে সেক্যুলার ভাবধারাই বেশি পুষ্টিলাভ করেছে। কাজেই দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের (কমপক্ষে ৬৫% ভাগ) কাছে তা গ্রহণযোগ্য হতে পারেনি। এমতাবস্থায় 'বাঙালী জাতীয়তাবাদের' ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়নের কোন যৌক্তিকতা, উপযোগিতা থাকতে পারে না। এদিক দিয়েও কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট অগ্রহণযোগ্য।

২. একটি মুসলিম দেশের অনুপযোগী **শিক্ষা ঃ** কুদরাত-এ-খুদা কমিশন যে শিক্ষা ব্যবস্থার সুপারিশ করেছেন তা একটি মুসলিম দেশের জন্য সম্পূর্ণ অনুপযোগী। কমিশন ধর্মবোধ বিবর্জিত একটি শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেছেন। এমন কি প্রাথমিক স্তরে (১ম-৫ম শ্রেণী) ধর্মশিক্ষার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধন করার কথা বলেছেন। কমিশনের এহেন সুপারিশ জনগণের কাছে কোনভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। এমন কি যে সময় কমিশন গঠন ও রিপোর্ট প্রণীত হয়েছিল তখনও তা গ্রহণযোগ্য হয়নি। কমিশন কর্তৃক জনমত যাচাইয়ের ফলাফল থেকেও তা সুস্পষ্ট হয়। কমিশন সে সময়ে জনমত যাচাইয়ের জন্য একটি প্রশ্নমালা বিতরণ করেছিলেন। প্রশ্নমালাটি বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধান, গুরত্বপূর্ণ শিক্ষাবিদ, সংসদ সদস্যগণের কাছে পাঠানো হয়। প্রশ্নমালার ১৭ ও ১৮ নং প্রশ্ন ছিলো ধর্মশিক্ষা বিষয়ক। এদুটো প্রশ্নের উত্তরের ফলাফলে দেখা যায় যে উত্তর দাতাদের ৭৪.৬৯% ভাগ মনে করেন যে ধর্মশিক্ষা সাধারণ শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অংশ হওয়া উচিত। পক্ষান্তরে মাত্র ৫.৬২% ভাগ মনে করেন যে সাধারণ শিক্ষায়তনে ধর্মশিক্ষার ব্যবস্থা থাকা উচিত নয়। অন্যদিকে, ৮৮.৯% ভাগ উত্তর দাতা কমপক্ষে প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষা থাকার পক্ষে মত দেন। তন্মধ্যে ৮১.২৪% ভাগ মত দেন মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা থাকার পক্ষে এবং ৪০.০৭% ভাগ মত দেন সর্বস্তরে ধর্মশিক্ষা থাকার পক্ষে। পক্ষান্তরে মাত্র ৪.১৩% ভাগ উত্তরদাতা কোন স্তরেই ধর্মশিক্ষা না থাকার পক্ষে মত দেন। (দ্রষ্টব্য, ঐ (চ) পরিশিষ্ট পি-৫৭)।

১৯৭২-৭৩ সালে বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতেও ৮৮.৯% ভাগ জনমত যেখানে কমপক্ষে প্রাথমিক স্তরে ধর্মশিক্ষা থাকার পক্ষে সেখানে কমিশন মাত্র

www.nagorikpathagar.org

৪.১৩% ভাগের মত অনুসরণ করে ১ম থেকে ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত ধর্মশিক্ষা বিলোপ সাধন করায় সুপারিশ করেছিলেন। কমিশন যে জনমত ও জনআকাঙ্ক্ষার প্রতি কতটা শ্রদ্ধাশীল (?) ছিল তা না বললেও চলে। স্পষ্টতই ডঃ কুদরাত্-এ-খুদা কমিশন রিপোর্টকে একটি গণবিরোধী দলিল হিসেবেই আখ্যায়িত করা যায়।

৩. নৈতিকতা-চরিত্র গঠনের ব্যাপারটিও দিক-নির্দেশনা বিহীন ঃ কমিশন রিপোর্টে চরিত্র গঠন ও নৈতিকতার কথা বলা হলেও এর জন্য গ্রহণযোগ্য মহৎ ও সার্বজনীন কোন দিক নির্দেশনা পেশ করতে পারেননি। তদানীন্তন রাষ্ট্রীয় চারনীতি যা ছিল পরস্পর বিরোধী বস্তুতান্ত্রিক রাজনৈতিক মতবাদ তার ভিত্তিতে চরিত্রগঠনের কথা বলা হয়েছিল যা কার্যত নৈতিকতার মানদন্ডকে অনির্দিষ্ট ও শিথিল করে দিয়েছিল। বস্তুত নৈতিক আদর্শ ও দর্শনের অভাবে এবং ধর্মবোধ পরিহার করার ফলশ্রুতিতে কার্যত নৈতিকতার বিষয়টি বাগাড়ম্বরে পরিণত হয়েছিল। এবং অনৈতিকতার পথকে সুগম করে দিয়েছিল।

৪. ইসলামের অবমাননার শামিল ঃ ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন যেভাবে ও যে মনোভাব নিয়ে ইসলামী শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিষয়াবলী উপস্থাপন করেছেন তা কার্যত ইসলামেরই অবমাননায় পরিণত হয়েছে।

প্রথমত কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষাকে টোল শিক্ষার পর্যায়ভুক্ত করে ইসলামকে খাটো করেছেন।

দ্বিতীয়ত মাদ্রাসায় ইসলামের বিশেষ শিক্ষা দেয়া হয় বলে কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে একদেশদর্শী বলে আখ্যায়িত করেছেন। কমিশনের ভাষায় ‘এ কারণে মাদ্রাসা শিক্ষা পদ্ধতি অনেকটা একদেশদর্শী, কেননা সকল শিক্ষার্থীকে ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষা প্রদান মাদ্রাসার লক্ষ্য।" (ঐ, ১১.২) অথচ সবাই জানেন যে, ইসলাম সম্পর্কে বিশেষ শিক্ষাদানের জন্যই মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থা। এ কারণে কেউ তাকে একদেশদর্শী বলতে পারেন না। অথচ কমিশন মাদ্রাসা শিক্ষাকে অবজ্ঞামূলক একদেশদর্শী বলে ইসলামী শিক্ষার প্রতি অবজ্ঞা ও অবমাননা প্রদর্শন করেছেন।

তৃতীয়ত ইসলামী শিক্ষাকে মৃৎশিল্প, তাঁত শিল্প, কাঠের কাজ, রেডিও মেরামতের কাজ ইত্যাদির মত বৃত্তিমূলক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত করে ইসলামের মর্যাদা ক্ষুণ্ন করা হয়েছে। ইসলাম কোন বিশেষ পেশার নাম নয় যে একে বৃত্তিমূলক কোর্সের অন্তর্ভুক্ত করা হবে। অথচ কমিশন এহেন অবিমৃষ্যকারিতার কাজটি করে বসেছেন।

এককথায় ইসলাম সম্পর্কে কমিশন যেমন অজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন তেমনি দেখিয়েছেন অবজ্ঞা। ইসলামের প্রতি যে কমিশনের এহেন আচরণ সে

www.nagorikpathagar.org

কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতি ইসলাম ধর্মাবলম্বী মানুষ গ্রহণ করবে এটা আশা করা যায় না।

উপরের আলোচনা থেকে স্পষ্ট হলো যে, ডঃ কুদরাত-এ-খুদা কমিশন প্রণীত শিক্ষানীতির আদর্শিক দিক বাস্তবতা, ধর্ম ও জনগণের মনোভাব সবকিছু বিচারে সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য। কোন সচেতন দেশপ্রেমিক ও ধার্মিক মানুষ এ শিক্ষানীতি মেনে নিতে পারেন না। এ শিক্ষানীতি বাস্তবায়ন মানে দেশের আদর্শিক বিপর্যয় ঘটানো, ধর্মের সাথে ছাত্রদের বিচ্ছিন্ন করা এবং পরিণামে ধর্মহীনতা ও ধর্মদ্রোহিতার ক্ষেত্র তৈরি করা। তদুপরি প্রস্তাবিত শিক্ষানীতি, নৈতিকতা ও চরিত্র গঠনের উপরও প্রচন্ড নেতিবাচক প্রভাব বিস্তার করবে।

সম্ভবত বর্তমান সরকারও কমিশন রিপোর্টের এহেন স্পষ্ট দুর্বলতা ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে অসচেতন নন। এজন্যই সরকার কর্তৃক প্রস্তাবিত ৫৪ সদস্যের জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটি গঠনের উদ্দেশ্য হিসেবে বলা হয়েছে কুদরাত-এ-কুদা শিক্ষা কমিশনকে জনমুখী ও যুগোপযোগী করে একটি বাস্তব ভিত্তিক জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন। (সরকারী তথ্য বিবরণী, দৈনিক ইনকিলাব ২১/৯৭)

সরকারী ব্যাখ্যা থেকেও এটি স্পষ্ট যে কুদরাতে-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট গণবিচ্ছিন্ন-গণবিমুখ সেকেলে ও অবাস্তব। আর যে কমিশন রিপোর্ট গণবিমুখ, গণবিরোধী সেকেলে ও অবাস্তব ২৫ বছর পর তার ভিত্তিতে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করার কোন প্রয়োজন দেখা দিল তা বোধগম্য নয়। একমাত্র রাজনৈতিক-ঐতিহাসিক আবেগ ছাড়া আর কোন কারণ এতে নিহিত রয়েছে বলে মেনে নেয়া কঠিন।

পরিশেষে কথা হচ্ছে যে, যারা শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব পেয়েছেন তাদেরকে আজকের বাস্তবতা, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও সেন্টিমেন্টকে সামনে রেখে সুপারিশ পেশ করতে হবে। বিশেষ করে ইসলামী শিক্ষা ও ইসলামী আদর্শের প্রতি যদি উপেক্ষা বা অবজ্ঞা প্রদর্শন করা হয় তাহলে জনগণ তা কোন ক্রমেই মেনে নেবে না।

অন্যদিকে জনগণকেও সচেতন হতে হবে যাতে কেউ অতীতের মতো তাদের আদর্শিক চেতনাবোধ ও ধর্মীয় চিন্তা-চেতনা এবং আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিপন্থী কোন শিক্ষানীতি চাপিয়ে দিতে না পারে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪ (তথা কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট)- এর

প্রথম অধ্যায়

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

[কোন্ লক্ষ্য উদ্দেশ্য অর্জনের জন্যে কুদরাত-এ-খুদা শিক্ষা রিপোর্ট প্রণীত হয়েছিল তা তার প্রথম অধ্যায়েই বর্ণিত হয়েছে। তাই পাঠকদের উদ্দেশ্যে সেই অধ্যায়টি এখানে সংকলন করে দেয়া হলো। - সম্পাদক]

১.১. শিক্ষাব্যবস্থা একটি জাতির আশা-আকাঙ্ক্ষা রূপায়ণের ও ভবিষ্যৎ সমাজ নির্মাণের হাতিয়ার। কাজেই দেশের কৃষক, শ্রমিক, মধ্যবিত্তসহ সকল শ্রেণীর জনগণের জীবনে নানা গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনের উপলব্ধি জাগানো, নানাবিধ সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জন এবং তাদের বাঞ্ছিত নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য। এই লক্ষ্য আমাদের সংবিধানের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্রীয় মূলনীতিসমূহের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। শিক্ষার মূলনীতির সঙ্গে এই সাংবিধানিক নীতিমালার যোগসাধন করে বাংলাদেশের শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী নিম্নরূপে নির্ধারণ করা যায়।

১.২. দেশপ্রেম ও সুনাগরিকত্ব ঃ প্রত্যেক নাগরিককে অবশ্যই তার নিজের দেশকে গভীরভাবে ভালবাসতে হবে। এই দেশপ্রেম বলতে কোন অস্পষ্ট ভাবাবেগপূর্ণ অনুভূতির কথা বুঝায় না, বাংলাদেশের আদর্শের যথার্থ উপলব্ধির কথাই বুঝায়। এর লক্ষ্য হচ্ছে জাতির ঐতিহ্যে গর্ববোধ করা, তার বর্তমান ভূমিকা সম্পর্কে উৎসাহী হওয়া এবং তার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে দৃঢ় আস্থা পোষণ করা। দেশপ্রেমের মূল মর্ম হচ্ছে প্রত্যেকটি নাগরিক জাতীয় সংহতিবোধে উদ্বুদ্ধ হবে এবং জনগণের সমষ্টিগত আশা-আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে একাত্ম হয়ে উঠবে। সে অনুভব করবে যে সে দেশের একজন, যেমন সে তার পরিবারের একজন। সে আরো অনুভব করবে যে দেশের ভাগ্যে ভালমন্দ যা কিছুই ঘটে তা যেন তার নিজের ভাগ্যেই ঘটছে।

সুনাগরিক সৃষ্টিতে এবং সমাজের প্রগতিশীলতা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লক্ষ্য রাখতে হবে যে বাংলাদেশের প্রতিটি নাগরিক যেন জাতীয় আদর্শ, আশা-আকাঙ্ক্ষা ও ভাবধারার প্রতি

www.nagorikpathagar.org

শ্রদ্ধাশীল হয় এবং মাতৃভূমি ও জনগণের কল্যাণচেতনায় দেশপ্রেমিক সুনাগরিকরূপে গড়ে ওঠে। এ উদ্দেশ্যে আমাদের শিক্ষার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা বোধ শিক্ষার্থীর চিত্তে জাগ্রত ও বিকশিত করে তুলতে হবে এবং তার বাস্তব জীবনে যাতে এর সম্যক প্রতিফলন ঘটে সে দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

(ক) জাতীয়তাবাদঃ ইতিহাস, বিশেষত সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসের জ্ঞান, সংস্কৃতির চর্চা এবং মাতৃভাষার সমৃদ্ধি সাধনের মাধ্যমে জাতীয় ও সামাজিক চেতনার বিকাশ ঘটাতে হবে। জাতির গর্ব, একতা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতীক বাংলাভাষার সর্বাঙ্গীন বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হবে। এমন একটি শিক্ষাব্যবস্থা আমাদের প্রবর্তন করতে হবে যা জাতীয় চেতনা ও ঐক্যবোধকে সংহত ও প্রসারিত করে। গোষ্ঠীচেতনার ঊর্ধ্বে জাতীয় ঐক্যবোধ সুনিশ্চিত করার জন্য একটি নির্দিষ্ট মান পর্যন্ত সকলের জন্য একই পাঠক্রমের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

(খ) সমাজতন্ত্র ঃ সমাজতন্ত্র কায়েম করার জন্য সমাজের অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সামগ্রিক পরিবর্তন প্রয়োজন। সেজন্য সমাজের চেতনা জগতেও আমুল পরিবর্তন আনতে হবে। জনগণের মনে সেই সচেতনতা প্রতিষ্ঠিত করা শিক্ষানীতির লক্ষ্য বলে স্থির করতে হবে। সমাজতন্ত্রে উত্তরণের প্রাথমিক শর্তরূপে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উভয় দৃষ্টিকোণ হতে নাগরিকতাবোধ ও অধিকারবোধের সঙ্গে দায়িত্ববোধ জাগ্রত করা, ব্যক্তিগত ও সামাজিক কল্যাণার্থে জ্ঞান আহরণ ও নৈপুণ্য অর্জন এবং জাতীয় ও সামাজিক অগ্রগতির জন্য সহযোগিতামূলক মনোভাব সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

(গ) গণতন্ত্র ঃ গণতন্ত্রে সমাজের সকলের সমান অধিকার ও কর্তব্য সর্বজনস্বীকৃত। এই অধিকারের সীমা পরিসীমা নির্ধারণ করা দরকার। মৌলিক মানবাধিকারের স্বরূপ, স্বাধীনতার সঠিক অর্থ, মানবসত্তার মর্যাদাবোধ ইত্যাদি গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কিভাবে নির্ধারিত হয় তার সুস্পষ্ট ধারণা শিক্ষার্থীর মনে থাকা বিশেষ প্রয়োজন। ব্যক্তিসত্তার পারস্পরিক মূল্যবোধ সম্পর্কেও সঠিক ধারণা সকল শিক্ষার্থীকে দিতে হবে। তাই আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে গণতন্ত্রের উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলি শিক্ষার্থীদের মনে জাগ্রত করা প্রয়োজন।

(ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা ঃ রাষ্ট্রের ধর্মনিরপেক্ষতা নীতি ধর্মনির্বিশেষে সকল নাগরিকের সমান অধিকার ও সুযোগ-সুবিধা সুনিশ্চিত করেছে। এই

www.nagorikpathagar.org

নীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ এবং সুসমন্বিত মানবজীবনের জন্য প্রয়োজনীয় মূল্যবোধ ও গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা করতে হবে।

১.৩. মানবতা ও বিশ্বনাগরিকত্ব : জাতীয় কল্যাণের স্বার্থে শোষণহীন নূতন সমাজ সৃষ্টির মহৎ প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ বিশ্বের সকল সংগ্রামী মানুষের প্রতি বন্ধুত্ব ও একতার হস্ত প্রসারিত করতে হবে। মানুষে মানুষে মৈত্রী, সৌহার্দ ও প্রীতি এবং মানবাধিকার ও মানবিক মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মনোভাব সৃষ্টি করতে হবে।

১.৪. নৈতিক মূল্যবোধ : শুধু জ্ঞান, কর্মদক্ষতা ও কৌশল অর্জন নয়, শিক্ষার্থীর মনে মৌলিক নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি করতে হবে। কর্মে ও চিন্তায়, বাক্যে ও ব্যবহারে যেন সে সর্বদা সততার পথ অনুসরণ করে, চরিত্রবান, নির্লোভ ও পরোপকারী হয়ে ওঠে এবং সর্বপ্রকার অন্যায়ের বিরুদ্ধে সক্রিয় প্রতিরোধ গড়ে তুলতে অনুপ্রাণিত হয় সে বিষয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে। যুব মনে মূল্যবোধ সৃষ্টি ও তাদের চরিত্র গঠনের ব্যাপারে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। পাঠক্রমে ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহের পরিবেশে তার অনুকূল অবস্থার সৃষ্টির প্রয়োজন। আমাদের শিক্ষকদের শিক্ষকতায় যাতে বহু প্রত্যাশিত উচ্চ নৈতিকমানের সৃষ্টি হয় সেজন্য সত্যিকার পাণ্ডিত্য ও নিপুণ শিক্ষাদান পদ্ধতির সঙ্গে শিক্ষকদেরকে সততা, নিরপেক্ষতা, কঠোর পরিশ্রম এবং ছাত্রদের প্রতি প্রকৃত দরদও অবশ্যই আয়ত্ত্ব করতে হবে। ছাত্র, শিক্ষক এবং কর্তৃপক্ষের মধ্যে পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহযোগিতা ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ঐক্যবোধ গড়ে তুলতে হবে। শিক্ষার অগ্রগতির জন্য তার বিভিন্ন সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করার ব্যাপারে যে কল্পনা, উদ্যম ও সাহসিকতার প্রয়োজন, আমাদের শিক্ষাব্যবস্থার প্রতি ক্ষেত্রে এই সকল গুণাবলী উন্মেষের জন্য আমাদের অবশ্যই ব্রতী হতে হবে।

১.৫. সামাজিক রূপান্তরের হাতিয়াররূপে শিক্ষা : দীর্ঘদিনের শোষণ জর্জরিত সমাজে দ্রুত সামাজিক রূপান্তর ও অগ্রগতির জন্য শিক্ষাকে বিশেষ হাতিয়াররূপে প্রয়োগ করতে হবে। সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা ও প্রবণতা অনুযায়ী শিক্ষালাভের সুযোগ-সুবিধার সমতা বিধান দ্বারা জাতীয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেকটি মানুষ যাতে স্ব স্ব প্রতিভা ও প্রবণতা অনুযায়ী সমাজজীবন ও ব্যক্তিগত জীবনের সকল ক্ষেত্রে সৃজনশীল ক্ষমতা নিয়ে অগ্রসর হতে পারে, শিক্ষাব্যবস্থাকে তার বাহন হিসাবে ব্যবহার করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে একটি প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক সমাজ গঠনের প্রয়োজনীয় সকল প্রকার বৃত্তিমূলক দক্ষতা সৃষ্টিরও বন্দোবস্ত করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

নানাবিধ কুসংস্কার, অনাচার ও দুর্নীতি অবসানের অনুকূল বিজ্ঞানমুখী, আদর্শবাদী ও সামাজিক উন্নয়নের পরিপোষক মনোভঙ্গী গড়ে তুলতে হবে। এজন্য দেশের প্রতিটি নাগরিকের একটি ন্যূনতম মান পর্যন্ত শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ নিশ্চিত করা প্রয়োজন।

১.৬. **প্রয়োগমুখী অর্থনৈতিক অগ্রগতির অনুকূল শিক্ষা ঃ** দেশের সামগ্রিক কল্যাণ ও উন্নতির উদ্দেশ্যে অর্থনৈতিক অগ্রগতির জন্য জনশক্তির দক্ষতা বৃদ্ধির বিশাল দায়িত্ব শিক্ষাব্যবস্থার। আমাদের দেশ বিশ্বের দরিদ্রতম দেশগুলোর অন্যতম, আমাদের জীবনযাত্রার মান পৃথিবীর অন্যান্য উন্নত জাতির তুলনায় নিম্নস্তরে রয়েছে। জাতি হিসাবে আমাদের সর্বাপেক্ষা বড় প্রয়োজন এই জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের জন্য অবিরাম চেষ্টা করা। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে শিক্ষা একটি সামাজিক পুঁজি বিশেষ বলে জনসাধারণের শিক্ষালাভের সঙ্গে সঙ্গে একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ইতিহাসও সূচিত হয়। প্রধানত একটি দেশের সকল স্তরের জনসাধারণকে শিক্ষিত করে তোলার আয়োজনের ফলেই জাতীয় সম্পদের ব্যাপক অগ্রগতি সম্ভব হয়। সে অগ্রগতিকে দ্রুততর করে তোলার জন্য শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করে তোলা প্রয়োজন। আমাদের বিপুল জনশক্তি কর্মে নিয়োজিত হলে এবং আধুনিক সমাজের উপযোগী বিভিন্নমুখী দক্ষতা অর্জন করলে অনিবার্যভাবে জাতীয় সম্পদ সমৃদ্ধ হবে। কিন্তু জনশক্তিকে কর্মে নিয়োগের সেই শিক্ষা এবং উপযুক্ত দক্ষতাদানের সেই ব্যবস্থা থাকতে হবে সামগ্রিক শিক্ষা পরিকল্পনায়। কৃষির ক্ষেত্রে প্রাচীন পদ্ধতির যথা প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন করে আধুনিক বিজ্ঞানভিত্তিক পদ্ধতির প্রবর্তন করতে হলে, কৃষি ও শিল্পের ঘনিষ্ঠ সংযোগ গড়ে তুলতে হলে, শিল্পক্ষেত্রে নতুনতর ও সার্থকতার উদ্যোগ গ্রহণ সম্ভবপর করে তুলতে হলে, কৃষি, বিজ্ঞান, প্রকৌশল, কারিগরি ও বাণিজ্যবিষয়ক প্রশিক্ষণকে ব্যাপক ও অর্থপূর্ণ করে তুলতে হবে। এক কথায় শুধু প্রশিক্ষণদান নয় এইসব ক্ষেত্রে নেতৃত্ব গ্রহণের উপযোগী ধী, কল্পনা ও উচ্চমানের যোগ্যতাসম্পন্ন এবং স্থানীয় সম্পদ কাজে লাগাবার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ বিশেষজ্ঞ গড়ে তুলতে হবে।

১.৭. জাতি হিসাবে আমাদের প্রধান দুর্বলতা হচ্ছে হাতের কাজের প্রতি অনীহা এবং কায়িক শ্রমের মর্যাদাদানে কুণ্ঠাবোধ। এ মানসিকতা বিদ্যমান থাকলে দেশের গঠনমূলক উন্নয়নকর্ম মন্থরগতি হতে বাধ্য। এই অবস্থা থেকে মুক্তিলাভের জন্য আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় হাতের কাজের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন।

১.৮. সংক্ষেপে বলা যায় যে কুশলী জনসম্পদ সৃষ্টির জন্য আমাদের একদিকে

www.nagorikpathagar.org

সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় প্রয়োগমুখিতার মাধ্যমে মানসিক শ্রমের সঙ্গে উৎপাদনমুখী কায়িক শ্রমের সমন্বয় সাধান করতে হবে, তেমনি অন্যদিকে কৃষি, বিজ্ঞান, কলা, শিল্প, প্রযুক্তি, চিকিৎসা, বাণিজ্য, শিক্ষক-শিক্ষণ প্রভৃতি বহুমুখী শিক্ষাধারা প্রবর্তন করতে হবে। যে সব বয়স্ক কর্মজীবী ইতোপূর্বে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার সুযোগ পাননি, তাদেরও শিক্ষার মাধ্যমে শ্রমদক্ষতা ও মানসিক গুণাবলীর উন্নয়নের সুযোগ দিতে হবে।

১.৯. নেতৃত্ব ও সংগঠনের গুণাবলী, সৃজনশীলতা ও গবেষণা ঃ পরাধীনতার যুগে যেভাবে অনুকরণ প্রবণতা, আত্মবিস্মৃতি ও চিন্তাক্লিষ্টতা লালন করা হত, সে অবস্থার দ্রুত অবসানের প্রয়োজন। নূতন সমাজতান্ত্রিক সমাজে স্বাধীন চিন্তা, সৃজনশীলতা, সংগঠন ক্ষমতা ও নেতৃত্বের গুণাবলী বিকাশের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। সমগ্র শিক্ষাব্যবস্থায় শুধু তথ্য আহরণ নয়- উপলব্ধি, বিশ্লেষণ, অনুসন্ধিৎসা, গবেষণা, স্বাধীনভাবে সত্যানুসন্ধান প্রভৃতি গুণাবলী বিকাশের ব্যবস্থা থাকবে। এজন্য তারুণ্যের সৃজনশীলতা ও কর্মশক্তির যথাযথ মর্যাদা দান এবং সামগ্রিক শিক্ষাব্যবস্থা ও শিক্ষাদান পদ্ধতির গণতান্ত্রিক রূপায়নের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

১.১০. সর্বতোভাবে আমাদের শিক্ষানীতিকে গতিশীল করতে হবে। সামাজিক অগ্রগতি, অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক প্রগতির ক্ষেত্রে শিক্ষাব্যবস্থা যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে, তেমনি সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষাব্যবস্থারও উন্নতি সাধন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪ প্রসঙ্গে
প্রস্তাব ও সুপারিশমালা

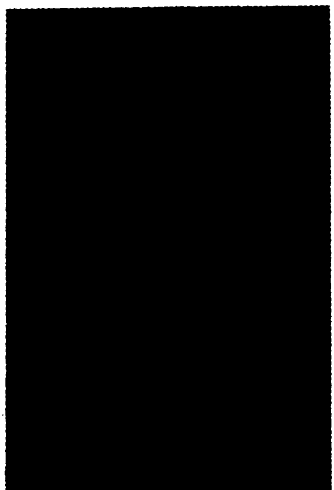

শিক্ষানীতি পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটি

সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

www.nagorikpathagar.org

● মুখবন্ধ

একটা দেশ ও দেশের যাবতীয় কার্যক্রম কিভাবে চলবে, তার চূড়ান্ত ও অনতিক্রম্য দলিল হলো সে দেশের সংবিধান। সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে কোন আদর্শ, মতবাদ, নীতি বা কার্যক্রম অসাংবিধানিক ও বেআইনী হতে বাধ্য আর সে কারণে তা জাতি কর্তৃক পরিত্যাজ্য ও আদালত কর্তৃক বাতিল হতে বাধ্য।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এর কোনো ব্যতিক্রম হতে পারেনা। বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক কোন নীতি বা কার্যক্রম, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই কেউ গ্রহণ করতে পারেন না। সংবিধান বিরোধী তেমন কোন উদ্যোগ কেউ নিলে, তা অবশ্যই বেআইনী ও খারিজ হতে বাধ্য।

শিক্ষানীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রেও বিষয়টি সমভাবে প্রযোজ্য।

● পরিবর্তিত প্রেক্ষিত ও প্রস্তাবনা

যেহেতু, বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৪ (যা কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত) প্রণীত হয়েছিল এখন থেকে ২৩ বছর আগে;

যেহেতু, বিগত এই ২৩ বছরে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ব্যাপক গুণগত ও পরিমাণগত পরিবর্তন ঘটে গেছে;

যেহেতু, এই রিপোর্টের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছিল, "সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চার", "সাম্যবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থে সকল নাগরিকের মেধা...... ও জাতীয় প্রতিভার সদ্ব্যবহার", "বাঙালি জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র ও ধর্ম নিরপেক্ষতার বোধ শিক্ষার্থীদের চিত্তে জাগ্রত করা" ইত্যাদি; অর্থাৎ এক কথায়, সমাজতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ সমাজ নির্মাণ;

যেহেতু, সমাজতন্ত্র ইতিমধ্যেই সমগ্র বিশ্বব্যাপী পতিত বা পরিত্যক্ত;

যেহেতু, বাঙালী জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতার আদর্শ এখন আর বাংলাদেশের সংবিধানের ভিত্তি নয়;

যেহেতু, এই শিক্ষা কমিশন রিপোর্টের প্রধান উদ্যোক্তা ও প্রাণপুরুষ স্বয়ং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানও এই রিপোর্টের বাস্তবতা ও যথার্থতা সম্পর্কে দ্বিধান্বিত ছিলেন বলে এই রিপোর্ট প্রণয়নের পর আরো এক বছর তিন মাস জীবিত ও রাষ্ট্র ক্ষমতায় থাকা সত্ত্বেও, এই রিপোর্ট বাস্তবায়নের কোন প্রকার উদ্যোগ নেননি;

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু, তৎকালীন ও বর্তমান ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগও এখন সমাজতন্ত্রের আদর্শ সম্পূর্ণ রূপে পরিত্যাগ করে অবাধ গণতন্ত্র ও মুক্তবাজার অর্থনীতির পথ গ্রহণ করেছে;

যেহেতু, বিজ্ঞান-প্রযুক্তির জ্যামিতিক অগ্রগতির ফলে বিশ্বে অনেক নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভব ঘটেছে এবং ইলেক্ট্রনিক্স, কম্পিউটার, সাইবারনেটিকস, জিনেটিকস ইত্যাদির অভাবনীয় উন্নয়ন মানুষের চিন্তাচেতনা ও জীবনধারার ক্ষেত্রে এমন বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করেছে, যা এই রিপোর্ট প্রণয়নের সময় ধারণা করাও সম্ভবপর হয়নি;

যেহেতু, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, অর্থনীতি ও বাজারের আন্তর্জাতিকীকরণ ও তথ্য বিপ্লবের ফলশ্রুতিতে আজ সমগ্র বিশ্ব একটি বিশ্বগ্রাম বা 'গ্লোবাল ভিলেজে' পরিণত হতে বসেছে, যার কোন ধারণাও অত্র রিপোর্ট প্রণয়নের সময় কারো পক্ষে করা সম্ভবপর ছিল না;

যেহেতু, বিশ্বব্যাপী মাদকাসক্তি ঘুষ-দুর্নীতি, সন্ত্রাস-অপরাধ, এইডস-এইচআইভি, লিভ টুগেদার-ব্রোকেন ফ্যামিলী, মূল্যবোধের অবক্ষয় ইত্যাদি ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করার পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র মানবতা ও সুশীল সমাজ আজ এক মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়েছে এবং এর কবল থেকে মুক্তির অভীপ্সায় বিশ্বব্যাপী শুরু হয়েছে ধর্মের কাছে ফিরে যাওয়ার এক অভূতপূর্ব আর্তি;

যেহেতু, মানুষের বস্তুগত ও আত্মিক মুক্তির প্রশ্নে ধর্মের বিকল্পহীনতা বিশ্বের রাষ্ট্রনায়ক, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও সমাজবিজ্ঞানীগণ কর্তৃক ব্যাপকভাবে স্বীকৃত হয়েছে এবং বিগত কয়েক দশক যাবৎ বিশ্বব্যাপী ধর্মের, বিশেষতঃ ইসলামের এক অভূতপূর্ব পুনর্জাগরণ সূচীত হয়েছে;

যেহেতু, শিক্ষার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে সৎ, চরিত্রবান ও সকল মানবিক গুণে গুণান্বিত মানুষ সৃষ্টি আর ধর্মের প্রতি আনুগত্য ব্যতীত অন্য কোনোভাবেই সৎ ও চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি করা সম্ভবপর নয়;

যেহেতু, বাংলাদেশের সংবিধানের "প্রজাতন্ত্র" শীর্ষক প্রথম ভাগের ২ক অনুচ্ছেদে ঘোষণা করা হয়েছে, "প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম, তবে অন্যান্য ধর্মও প্রজাতন্ত্রে শান্তিতে পালন করা যাইবে" এবং "রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি" শীর্ষক দ্বিতীয় ভাগের ৮(১ক) অনুচ্ছেদে আরো ঘোষণা করা হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি";

যেহেতু, এই সংবিধানের প্রথম ভাগের "নাগরিকত্ব" শীর্ষক ৬ (২) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "বাংলাদেশের নাগরিকগণ বাংলাদেশী বলিয়া পরিচিত হইবেন";

যেহেতু, বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ মানুষ মুসলমান এবং শিক্ষানীতিসহ যেকোনো নীতি পরিকল্পনায় সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনমানস, মূল্যবোধ আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ন্যায় ও গণতন্ত্রের দাবি;

www.nagorikpathagar.org

যেহেতু, ফেব্রুয়ারি ১৯৮৮ সালে প্রণীত "বাংলাদেশ জাতীয় শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট (যা মফিজ উদ্দিন আহমদ কমিশন রিপোর্ট নামে পরিচিত) তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি সময়োপযোগী, বাস্তবানুগ ও সংবিধান সম্মত;

সেহেতু

সময়, সংবিধান ও সমাজ চাহিদার সঙ্গে প্রায় সংগতিহীন বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪, সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে বর্তমান বাস্তবতা, সমাজ চাহিদা ও সংবিধানের ভিত্তিতে একটি গতিশীল (dynamic) ও সময়োপযোগী শিক্ষানীতি-প্রণয়ন করাই সমধিক যুক্তিযুক্ত;

আর শিক্ষানীতি সংক্রান্ত পূর্বতন কোনো রিপোর্টকে যদি একান্তই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করে, সংশোধন, সংযোজন ও পরিমার্জনার মাধ্যমে তা কার্যকর করতে হয়, তাহলে ১৯৭৪ সালে প্রণীত কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্টের বদলে, ১৯৮৮ সালে প্রণীত মফিজউদ্দিন আহমদ কমিশন রিপোর্ট, সময় ও সংবিধানের সঙ্গে অধিকতর সংগতিপূর্ণ বিধায়, সেটিই ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করাই বিধেয়।

উপরোক্ত উভয় বিকল্পই যদি কর্তৃপক্ষ ও কমিটির নিকট গ্রহণীয় না হয় এবং বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪, বা কুদরাত-এ-খুদা রিপোর্টটি বাস্তবায়নের ব্যাপারেই যদি তারা স্থির সংকল্প হন, তাহলে নিম্নলিখিত সুপারিশ-ভিত্তিক পরিমার্জনা ও পুনঃগ্রন্থনা সাপেক্ষেই মাত্র তা বিবেচনা করা যেতে পারে ঃ

● সুপারিশসমূহ

১. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪ (কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট)-এর যেকোন অধ্যায় বা পরিশিষ্টে সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা ও বাঙালী জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বা অঙ্গীকারে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ যা কিছুই লেখা থাকনা কেন, তা বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক বিধায়, অবশ্যই বাদ দিতে হবে।

২. বক্ষ্যমান সুপারিশমালায় যে সমস্ত সুপারিশ করা হয়েছে, সেসমস্ত সুপারিশকে শিক্ষা কমিশন রিপোর্টে সন্নিবেশিত করতে হবে এবং তদনুযায়ী রিপোর্টের সকল অধ্যায়কে ঢেলে সাজাতে হবে।

৩. বাংলাদেশ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট ১৯৭৪ (কুদরাত-এ-খুদা কমিশন রিপোর্ট)-এর যে সমস্ত বিষয় বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক নয় এবং এই সুপারিশমালার সঙ্গে অসঙ্গতিপূর্ণ নয়, সেসমস্ত বিষয়ে সুপারিশ প্রণেতাদের আপত্তি নেই বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে।

অধ্যায় ১ ঃ শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী

অত্র অধ্যায়ের ১.১ অনুচ্ছেদে বর্ণিত, "নতুন সমাজতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির প্রেরণা সঞ্চারই আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রধান দায়িত্ব ও লক্ষ্য", ১.২ অনুচ্ছেদে

www.nagorikpathagar.org

বর্ণিত (ক) জাতীয়তাবাদ (খ) সমাজতন্ত্র ও (ঘ) ধর্মনিরপেক্ষতা শীর্ষক উপঅনুচ্ছেদত্রয়, ১.৫ অনুচ্ছেদে বর্ণিত "সমাজবাদী গণতান্ত্রিক সমাজ সৃষ্টির স্বার্থ"-র কথা ইত্যাদি, প্রথমতঃ বর্তমান পটভূমিতে অচল, অপ্রাসঙ্গিক ও অযৌক্তিক বিধায়, দ্বিতীয়তঃ এ জাতীয় মতবাদ ও চিন্তা বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তাচেতনা ও মনমানসের পরিপন্থী বিধায় এবং তৃতীয়তঃ এ ধরনের মতবাদ ও চিন্তা বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী বিধায়, এসব সম্পূর্ণরূপে পরিহারপূর্বক সমগ্র রিপোর্টটিকে বাস্তবতা ও সংবিধানের আলোকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে হবে;

সর্বোপরি, বাংলাদেশের সংবিধানের ৮(১ক) অনুচ্ছেদে যেহেতু বলা হয়েছে, "সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাসই হবে যাবতীয় কার্যাবলীর ভিত্তি", সেহেতু শিক্ষানীতিকেও অবশ্যই ইসলামের নীতি-আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যাবলী হতে হবে নিম্নরূপ ঃ

১. **শিক্ষার্থীদের সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থাশীল ও বিশ্বাসী করে তোলা।**

২. **সময় ও সমাজের চাহিদা অনুযায়ী দক্ষ ও জীবনমুখী শিক্ষায় শিক্ষিত, সৎ, চরিত্রবান, ন্যায়পরায়ণ ও সাহসী মানুষ সৃষ্টি করা।**

৩. **শিক্ষার্থীদের দৈহিক, মানসিক ও আত্মিক পূর্ণ বিকাশ সাধন করা।**

৪. **শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করা এবং দেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল করে তোলা।**

৫. **স্থানিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান নির্বিশেষে প্রতিটি শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রবণতার বিকাশের পরিপূর্ণ সুযোগ সুনিশ্চিত করা।**

৬. **শিক্ষার্থীদের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতা, সহমর্মিতা ও নেতৃত্বের গুণাবলীর বিকাশ সাধন এবং গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের সঞ্চার করা।**

৭. **শিক্ষার্থীদের নৈতিক ও আত্মিক উন্নয়ন সুনিশ্চিত করা।**

৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনশীলতা (Creativity)-র পূর্ণ বিকাশ সুনিশ্চিত করা।

৯. শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্ব স্ব ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টির প্রতি অনুরাগ সৃষ্টি করা।

১০ ধর্মীয় মূল্যবোধকে শিক্ষার সকল স্তরের এবং জ্ঞানের সকল শাখার দিগদর্শন হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

১১. ধর্মীয় মূল্যবোধ, জাতীয় চেতনা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির সুসমন্বয় ঘটানো।

www.nagorikpathagar.org

১২. শিক্ষার্থীদের চিন্তার স্বাধীনতায় উদ্বুদ্ধ করা।

১৩. শিক্ষার্থীরা যাতে সমকালীন জ্ঞান, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, তথ্য সম্ভার ও বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি (World outlook) আত্মস্থ করতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

১৪. শিক্ষাকে প্রয়োগমুখী করা এবং সমাজ ও রাষ্ট্রীয় চাহিদার পরিপূরক মানুষ সৃষ্টি করা।

১৫. জনশক্তিকে উৎপাদন শক্তিতে রূপান্তরিত করা।

১৬. সংবিধানে বিধৃত রাষ্ট্রীয় মূলনীতির সঙ্গে শিক্ষার সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার চেতনার প্রতি শিক্ষার্থীদের সশ্রদ্ধ করে তোলা।

অধ্যায় ২ ঃ চরিত্র ও ব্যক্তিত্ব গঠন

১. উপরোক্ত লক্ষ্য ও আদর্শের ভিত্তিতে এই অধ্যায়টিকে ঢেলে সাজাতে হবে।

২. ধর্ম বিশ্বাস ও ধর্মীয় মূল্যবোধকে চরিত্র গঠনের ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে।

৩. ২.১৩ অনুচ্ছেদে বর্ণিত "বাঙালি জাতীয়তাবাদ" সংক্রান্ত বিষয়টি বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী বিধায় "বাঙালি জাতীয়তাবাদ"-এর স্থলে "বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদ" কথাটি প্রতিস্থাপন করতে হবে।

অধ্যায় ৬ ঃ প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা

১. দেশের সকল শিশুকে সমান সুযোগ প্রদানের লক্ষ্যে দেশব্যাপী পর্যায়ক্রমে শিশু ভবন বা নার্সারী স্থাপনের অঙ্গীকার থাকতে হবে।

২. প্রত্যেক প্রাথমিক বিদ্যালয় ও এবতেদায়ী মাদ্রাসায় শিশু শ্রেণী চালুর ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. প্রাক-প্রাথমিক পর্যায় থেকেই শিশুদের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা ও শিষ্টাচার গড়ে তুলতে হবে।

৪. শিশু শিক্ষা পর্যায়ের সকল শিক্ষকের জন্য কিন্ডার গার্টেন জাতীয় শিক্ষা পদ্ধতির ওপর উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৫. শিক্ষার্থীদের প্রাথমিক স্বাস্থ্যবিধি (Hygiene) সম্পর্কে সচেতন করে তুলতে হবে।

অধ্যায় ৭ ঃ প্রাথমিক শিক্ষা

১. প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বর্তমানে যে বিভিন্ন প্রকার ও মানের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠক্রম প্রচলিত আছে, তার অবসান ঘটিয়ে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং একই ধরন ও মানের শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠক্রম প্রবর্তন করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

২. এবতেদায়ী মাদ্রাসা শিক্ষাকে সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার সমমান-সম্পন্ন করতে হবে।

৩. এনজিওদের শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত করতে হবে এবং অন্তবর্তীকালীন সময়ে এনজিও পরিচালিত যাবতীয় শিক্ষা কার্যক্রমকে জাতীয় শিক্ষানীতি ও কার্যক্রমের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৪. বাংলা ও ইংরেজীর পাশাপাশি শিক্ষার্থীদের আরবী পড়াতে হবে, ইসলামিয়াতের প্রাথমিক বিষয়সমূহ শেখাতে হবে এবং সালাত আদায়ের প্রতি যত্নবান করে তুলতে হবে। অমুসলমান শিক্ষার্থীরাও অনুরূপভাবে স্ব স্ব ধর্ম বিষয়ে অধ্যয়ন করবে।

৫. শিশুদের শারীরিক, নৈতিক ও মানসিক বিকাশের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে শরীরচর্চা, ব্যায়াম, খেলাধূলা ও সুস্থ চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা অবশ্যই থাকতে হবে। পাঠক্রমের অংগ হিসাবে মাঝে মাঝে শিক্ষার্থীদের আউটিং ও এক্সকার্সনে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬. ৭ম ও ৮ম শ্রেণী থেকেই কম্পিউটারসহ আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত বিষয় সমূহ পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

অধ্যায় ৮ ঃ মাধ্যমিক শিক্ষা

১. মাধ্যমিক স্তরেও আরবী ও ইসলামিয়াত আবশ্যিক বিষয় হিসাবে থাকবে। অমুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য বিকল্প ব্যবস্থা থাকবে।

২. সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে, বিশেষতঃ ইতিহাস, অর্থনীতি, পৌরনীতি, বাণিজ্য, সমাজবিজ্ঞান, গার্হস্থ্যনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ইসলামী নীতি-বিধান সমূহ অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৩. ইসলাম যে একটি পরিপূর্ণ জীবনবিধান, তা কারিকুলামে প্রতিফলিত হতে হবে।

৪. কম্পিউটার বিজ্ঞান সকল শাখার জন্য আবশ্যকীয় বিষয় হিসাবে গণ্য হবে।

৫. ইলেক্ট্রনিক্স ও কম্যুনিকেশনসহ অন্যান্য আধুনিক বিষয়ও সংশ্লিষ্ট পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৬. মাধ্যমিক পর্যায়ে সামরিক শিক্ষা সকল শিক্ষার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক থাকবে। এজন্য প্রয়োজনীয় নম্বরও বরাদ্দ থাকবে।

৭. প্রতি বছর জেলা ও থানা পর্যায়ে সকল দিক থেকে শ্রেষ্ঠ বিদ্যালয়কে আদর্শ বিদ্যালয় (Centre of Excellence) বলে ঘোষণা করতে হবে। এজন্য, নির্ধারিত মান কঠোরভাবে বজায় রাখতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায় ৯ ঃ বৃত্তিমূলক শিক্ষা

১. বৃত্তিমূলক শিক্ষার ক্ষেত্রে মৎস্য চাষ, হাঁসমুরগী পালন, পশুপালন, মৌমাছি পালন, তাঁত, হস্তশিল্প, গার্মেন্টস, কারুশিল্প, কাঠের কাজ, জলযান নির্মাণ, অটোমোবাইল, লৌহশিল্প, রাজমিস্ত্রির কাজ, গৃহ নির্মাণ, মেরামতি কাজ, মৃৎশিল্প, মুদ্রণশিল্প, রন্ধন, উদ্যানবিদ্যা, গার্হস্থ্য শিল্প, ক্ষুদ্র ব্যবসা, কৃষিভিত্তিক শিল্প, ইলেক্ট্রনিক্স ইত্যাদিকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

২. এ জন্য গ্রাম পর্যায় পর্যন্ত ব্যাপক ভিত্তিক টেকনিক্যাল স্কুল/প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলতে হবে।

৩. হাতে কলমে শিক্ষার ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

অধ্যায় ১০ ঃ ডিপ্লোমা স্তরে প্রকৌশল ও প্রযুক্তিবিদ্যা

১. দেশব্যাপী পর্যাপ্ত সংখ্যক কারিগরী/প্রকৌশলী বা পলিটেকনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে।

২. ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদের উচ্চতর ডিগ্রি লাভের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।

৩. 'মাস্টার ক্রাফটসম্যান' ও 'মাস্টার টেকনিশিয়ান' বাছাই করে, তাদের আর্থ-সামাজিক স্বীকৃতি দানের ব্যবস্থা করতে হবে।

৪. বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি শিল্প ও কারিগরী প্রতিষ্ঠানে সার্টিফিকেট ও ডিপ্লোমাপ্রাপ্তদেরও প্রয়োজনীয় কর্মসংস্থান সুনির্দিষ্ট নিয়োগবিধি প্রণয়ন করতে হবে।

অধ্যায় ১১ ঃ মাদ্রাসা শিক্ষা ও টোল শিক্ষা

১. বাংলাদেশে বর্তমানে ৬১৭৯টি সরকার অনুমোদিত মাদ্রাসা এবং প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার কাওমী মাদ্রাসা রয়েছে। এই সব মাদ্রাসার মোট শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় ২৭ লক্ষ এবং শিক্ষকের সংখ্যা এক লক্ষেরও বেশি। অতএব, মাদ্রাসা শিক্ষা মান, পরিসর, ব্যাপকতা ইত্যাদির বিচারে কোনোক্রমেই প্রায়-অস্তিত্বহীন টোল শিক্ষার সমপর্যায়ভুক্ত হতে পারে না। তাই এই অধ্যায়টিকে সম্পূর্ণ ঢেলে সাজাতে হবে এবং মাদ্রাসা শিক্ষার জন্য একটি আলাদা পূর্ণাঙ্গ অধ্যায় সংযোজন করতে হবে।

২. সাধারণ প্রাথমিক শিক্ষার অনুরূপ এবতেদায়ী পর্যায়ও হবে ৮ম শ্রেণী পর্যন্ত এবং এবতেদায়ী পর্যায় সমাপ্তকারী শিক্ষার্থীদের জন্যও সাধারণ ও প্রান্তিক শিক্ষার সুযোগ থাকতে হবে।

৩. মাদ্রাসার কারিকুলামে ইসলাম একটি সামগ্রিক জীবন বিধান হিসাবে বিধৃত হতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৪. মাদ্রাসার পাঠক্রমে ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে ইসলামী অর্থনীতি, ইসলামী বাণিজ্যনীতি, ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি বিষয় থাকবে।

৫. অনুরূপভাবে, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্যুনিকেশন, কম্পিউটার বিজ্ঞানসহ আধুনিক বিজ্ঞান প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিষয়াদিও ঐচ্ছিক বিষয় সমূহের অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৬. শিক্ষার মাধ্যম হবে বাংলা। তবে দ্বিতীয় ভাষা হিসাবে আরবী ও তৃতীয় ভাষা হিসাবে ইংরেজী অবশ্যই শিখতে হবে।

৭. আলিম পর্যায় সমাপ্তকারী প্রতিটি শিক্ষার্থী যাতে তরজমা সহ কুরআন পাক পড়তে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৮. বাংলাদেশ ও ইসলামের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে যাতে সকল শাখার শিক্ষার্থীরা জানতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৯. দাখিল ও আলিম পর্যায়ের প্রান্তিক পরীক্ষা পরিচালনা করবে মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। উভয় পর্যায়ে মানবিক, বিজ্ঞান ও বাণিজ্য বিভাগ থাকবে।

১০. আলিম পর্যায়কে একটি টার্মিন্যাল পর্যায় হিসাবে গণ্য করতে হবে। ফাজিল ও কামিল পর্যায়ে শুধু সেসব শিক্ষার্থীরা পড়বে, যারা কুরআন, হাদিস, ফিকহ্, ধর্ম ও দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ ব্যুৎপত্তি অর্জন বা গবেষণা করতে চায়।

১১. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে একটি স্বতন্ত্র শিক্ষক-শিক্ষণ অনুষদ প্রতিষ্ঠা করে মাদ্রাসা শিক্ষকদের জন্য যথাযথ ও ব্যাপক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

১২. ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হবে। তা সম্ভবপর না হলে বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে একটি অনুমোদনকারী ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

১৩. কাওমী মাদ্রাসাসমূহকে সরকারী স্বীকৃতি দিতে হবে।

১৪. আলিম পর্যায়ে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে।

১৫. শিক্ষার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত খেলাধূলা, ব্যায়াম, শরীর চর্চা ও চিত্তবিনোদনের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১৬. ফাযিল ও কামিল পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের যথাক্রমে সাধারণ স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের সমকক্ষ হিসাবে গণ্য করতে হবে এবং সরকারি বেসরকারী সকল চাকরি ও প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার ক্ষেত্রে সমমান ও অধিকার সম্পন্ন বলে বিবেচনা করে সমান সুযোগ দিতে হবে।

১৭. হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রীস্টান প্রমুখ সম্প্রদায় চাইলে, টোল শিক্ষার পাঠক্রমসহ তাদের স্ব স্ব ধর্মকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার পাঠক্রম ইত্যাদিরও প্রয়োজনীয় পুনর্বিন্যাস করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায় ১২ ঃ শিক্ষক শিক্ষণ

১. শিক্ষকরাই শিক্ষার মেরুদণ্ড এবং শিক্ষকদেরই শিক্ষার্থীরা অনুসরণ করে বিধায় সকল স্তরের শিক্ষকরা যাতে ব্যক্তিগতভাবে আদর্শ মানুষ ও চরিত্রবান আদর্শ শিক্ষক হন, তার নিশ্চয়তা বিধানই হবে শিক্ষক শিক্ষণের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য।

২. প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে কলেজ পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষকদের জন্য বিষয়ভিত্তিক, আচরণগত, নীতিগত এবং কর্তব্য ও শৃঙ্খলাগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা প্রবর্তন করতে হবে।

৩. পিটিআই এবং বিএড ও এমএড পর্যায়ে শিক্ষকদের নৈতিক চরিত্র গঠনের অন্যতম উপাদান হিসাবে ধর্মীয় শিক্ষার ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৪. বিশ্বের আধুনিক ও কার্যকর শিক্ষাদান পদ্ধতিসমূহ সম্পর্কে শিক্ষকদের অবহিত করতে হবে এবং এজন্য প্রত্যেক শিক্ষক শিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদেরও অনুরূপ যোগ্যতাসম্পন্ন হতে হবে।

অধ্যায় ১৩ ঃ উচ্চ শিক্ষা ও গবেষণা

১. শিক্ষার সকল শাখায় ডিগ্রিও একটি টার্মিন্যাল স্তর হবে। শিক্ষকতা ও গবেষণা ব্যতীত দেশের সকল সরকারী-বেসরকারী সাধারণ চাকরির জন্য স্নাতক ডিগ্রি প্রাপ্তিকেই যথেষ্ঠ যোগ্যতা বলে বিবেচনা করতে হবে।

২. স্নাতকোত্তর স্তর হবে মূলতঃ গবেষণাভিত্তিক এবং বিশেষীকরণ (Specialization) ভিত্তিক। শুধুমাত্র উপযুক্ত মেধা ও প্রবণতা সম্পন্ন শিক্ষার্থীরাই স্নাতকোত্তর শিক্ষার সুযোগ পাবে।

৩. দেশের সকল বিশ্ববিদ্যালয়কেই হতে হবে মাল্টি-ডিসিপ্লিনারী। প্রকৌশল ও কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় ইত্যাদিকেও মাল্টি-ডিসিপ্লিনারী বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরিত করতে হবে।

৪. প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, প্রাইভেট মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদির ক্ষেত্রে (ক) পর্যাপ্ত সংখ্যক পূর্ণকালীন শিক্ষক (খ) পর্যাপ্ত পরিমাণ শ্রেণী কক্ষ (গ) যথোপযুক্ত লাইব্রেরী (ঘ) যথোপযুক্ত গবেষণাগার/পরীক্ষাগার ও সরঞ্জাম এবং (ঙ) শিক্ষার্থীদের চিত্তবিনোদনের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ইত্যাদি বাধ্যতামূলক ও সুনিশ্চিত হতে হবে। মেধার বদলে অর্থদানের ক্ষমতা বিবেচনা করে শিক্ষার্থী গ্রহণের ভয়াবহ কুপ্রবণতা কঠোরভাবে রোধ করতে হবে। উপরোক্ত শর্তাবলী পূরণ না করলে কোন প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদিকে অনুমোদন প্রদান করা যাবে না। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিক্যাল কলেজ ইত্যাদিতেও মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত সংখ্যক বৃত্তি, ভর্তুকী ও স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৫. যেসব সরকারী ও বেসরকারী কলেজে যথোপযুক্ত ও পর্যাপ্ত শিক্ষক, লাইব্রেরী; পরীক্ষাগার ও অন্যান্য সুযোগ সুবিধা না থাকা সত্ত্বেও অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স খোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে, হয় অবলিম্বে সেসব কলেজে উপযুক্ত শিক্ষক লাইব্রেরী পরীক্ষাগার ইত্যাদির ব্যবস্থা করতে হবে, নতুবা অনার্স ও মাস্টার্স কোর্স বন্ধ করে দিতে হবে।'

৬. বর্তমানে নিম্নতর শিক্ষাকে ব্যয় বহুল এবং উচ্চতর শিক্ষাকে স্বল্পব্যয়ী ও বিপুল সরকারী ভর্তুকী বা বরাদ্দ ভিত্তিক রাখার যে ধারা প্রচলিত আছে তা অযৌক্তিক ও ক্ষতিকর বিধায় এই ধারার সম্পূর্ণ পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

৭. উচ্চতর শিক্ষায় কখন কতোজন শিক্ষার্থী সুযোগ পাবে এবং উচ্চতর শিক্ষার পাঠক্রম কি হবে, তা নির্ধারণের ক্ষেত্রে অন্যতম বিবেচ্য বিষয় হতে হবে সমাজের চাহিদা। ইতিহাসে মাস্টার্স করে সওদাগরী অফিসের কেরানী হওয়া কিংবা ফিজিক্সে মাস্টার্স করে ব্যাংকের অফিসার হওয়ার অর্থ অনার্স বা মাস্টার্সে অধীত বিষয় কর্মক্ষেত্রে কাজে না-লাগা। লেখাপড়া ও ডিগ্রির এরূপ অপচয় বন্ধ করতে হবে। যে ডিগ্রি বা সার্টিফিকেটের কর্মক্ষেত্রে যথার্থ উপযোগিতা বা মূল্য নেই, সেরূপ ডিগ্রি বা সার্টিফিকেট প্রদান কতোটা যুক্তিযুক্ত, তা বিবেচনা করে দেখতে হবে।

৮. যত্রতত্র অনার্স কোর্স প্রবর্তনের প্রবণতা বন্ধ করতে হবে। তৎপরিবর্তে তিনবছর মেয়াদী অভিন্ন ডিগ্রি কোর্স প্রবর্তন করতে হবে এবং শিক্ষার্থীরা ডিগ্রি পরীক্ষায় যে বিষয়ে ৭৫ শতাংশ বা তার বেশী নম্বর পাবে, সে বিষয়ে ডিস্টিংশন প্রদানের ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৯. স্নাতকোত্তর বা মাস্টার্স কোর্স সর্বক্ষেত্রে দুবছর মেয়াদী হতে হবে।

১০. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায় যাতে আন্তর্জাতিক মানসম্মত ও স্বীকৃত হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১১. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে সরকার ও সমাজের অংশীদারীত্বের হার কতটুকু হবে, তা সুস্পষ্টরূপে নির্ধারণ করতে হবে এবং উচ্চতর শিক্ষার ক্ষেত্রে সমাজ ও শিক্ষার্থীর অংশীদারত্ব বাড়াতে হবে। বর্তমানে ডাক্তারী, প্রকৌশল, ইত্যাদির ক্ষেত্রে মোট শিক্ষা ব্যয়ের সিংহভাগ নির্বাহ হয় জনগণের টাকা বা 'পাবলিক মানীতে'। এই ধারার পরিবর্তন ঘটাতে হবে।

১২. স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে কম্পিউটার সায়েন্স, ইলেক্ট্রনিক্স, কম্যুনিকেশন, ইনফরমেশন, জিনেটিকস্ ইত্যাদি যুগোপযোগী বিষয়কে পাঠক্রমে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

১৩. যেহেতু, দেশের বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কোনটিকেই প্রকৃত অর্থে আবাসিক (Residential) বিশ্ববিদ্যালয় বলে গণ্য করা যায় না, সেহেতু, বিশ্ববিদ্যালয় হলসমূহকে হোস্টেলে রূপান্তরিত করতে হবে এবং এগুলো হোস্টেলের নিয়মেই পরিচালিত হবে।

১৪. অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে ইসলামী তত্ত্ব ও তথ্যাদিও সংযোজিত হতে হবে।

১৪. বিভিন্ন পর্যায়ের ছাত্রদের জন্য মাথাপিছু কি পরিমাণ রাষ্ট্রীয় ব্যয় হচ্ছে তা নির্ধারণ করতে হবে এবং আনুপাতিক হারে টিউশন ফি নির্ধারণ ও ধার্য করতে হবে। তবে সর্বোচ্চ পর্যায় পর্যন্ত দরিদ্র অথচ মেধাবী ছাত্রদের জন্য পর্যাপ্ত বৃত্তি ও স্টাইপেন্ডের ব্যবস্থা করতে হবে। আর্থিক অসংগতি যাতে কোনো শিক্ষার্থীর মেধার বিকাশ ও উচ্চ শিক্ষার অন্তরায় না হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১৫. শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানে সহায়তা দানকল্পে বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থান ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

১৬. বিশ্বের বিভিন্ন উন্নত দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সঙ্গে শিল্প প্রতিষ্ঠান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নিবিড় সংযোগ ও ইন্টারঅ্যাকশন গড়ে তুলতে হবে।

১৭. জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনকল্পে প্রণীত ১৯৯২ সালের ৩৭ নং আইন বহাল ও অপরিবর্তিত রেখে যথা শীঘ্র সম্ভব পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত করতে হবে এবং এই বিশ্ববিদ্যালয়কে কলেজ শিক্ষার উন্নতি ও কলেজ শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের প্রতি সর্বাধিক গুরুত্ব ও অগ্রাধিকার দিতে হবে।

১৮. দেশের অন্যান্য সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাক্টসমূহের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান, শিক্ষা, গবেষণা ও চরিত্র গঠনে সর্বোচ্চ গুরুত্ব আরোপ, সেশন জট দূরীকরণ, শিক্ষকদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জবাবদিহিতা ও সামাজিক দায়িত্ববোধে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। ক্যাম্পাসগুলি থেকে জাতীয় রাজনীতির লেজুড়বৃত্তি উচ্ছেদ করে এবং একটি সর্বসম্মত একাডেমিক কোড অনুসরণের মাধ্যমে ক্যাম্পাসের পবিত্রতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের সকল প্রকার নিয়োগ ও কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও কঠোর নিরপেক্ষতার পরিবেশ সৃষ্টি করে দেশের এই উচ্চতম বিদ্যাপীঠ সমূহকে যথার্থ অর্থে জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার কেন্দ্রে পরিণত করতে হবে।

অধ্যায় ১৫ ঃ বিজ্ঞান শিক্ষা

১. ফলিত ও প্রায়োগিক বিজ্ঞানের ওপর অধিকতর গুরুত্ব দিতে হবে।

২. বিজ্ঞান শিক্ষার্থীরা যাতে প্রাকৃতিক নিয়মকে জানতে পারে এবং প্রাকৃতিক

www.nagorikpathagar.org

নিয়মের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই প্রাকৃতিক সম্পদ ও অবদানের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহারের জ্ঞান অর্জন করতে পারে, সেটা সুনিশ্চিত করতে হবে। প্রাকৃতিক নিয়মের পরিপন্থী কাজে বিজ্ঞানকে প্রয়োগের ক্ষতিকর প্রবণতা রোধ করার শিক্ষা শিক্ষার্থীদের দিতে হবে।

৩. প্রতিটি বিজ্ঞান শিক্ষার্থী যাতে স্ব স্ব অর্জিত জ্ঞানকে দেশ ও সমাজের কল্যাণে নিয়োজিত করতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে বিজ্ঞানের ছাত্রদেরও আবশ্যিকভাবে দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে বাধ্যতামূলকভাবে অধ্যয়ন করতে হবে।

৪. বিভিন্ন বিষয়ে মৌলিক ও উচ্চতর গবেষণার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পর্যাপ্ত পরিমাণ গবেষণাগার স্থাপন করতে হবে।

৫. বাংলাদেশের জন্য উপযোগী ও প্রয়োজনীয় টেকনলজী ট্রান্সফার সুনিশ্চিত করা বিজ্ঞান শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য হতে হবে।

৬. বিজ্ঞানী ও বিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

অধ্যায় ১৭ ঃ চিকিৎসা শিক্ষা

১. চিকিৎসা শিক্ষাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় রাখতে হবে।

২. মেডিক্যাল কলেজ ও ইনস্টিটিউট সমূহের সুষ্ঠু পরিচালনা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে মেডিক্যাল এডুকেশন কাউন্সিল স্থাপনের কথা বিবেচনা করা যেতে পারে।

৩. শিক্ষক নিয়োগ মেধাভিত্তিক হতে হবে এবং মৌলিক রিসার্চ পাবলিকেশন পদোন্নতির আবশ্যকীয় শর্ত হতে হবে।

৪. কম্যুনিটি মেডিসিনের ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে এবং চিকিৎসকরা যাতে সমাজমুখী ও গ্রামমুখী হন এবং সাধারণ মানুষের সঙ্গে সম্পর্কিত হন, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৫. চীন, কোরিয়া, ভারত প্রভৃতি দেশ যেভাবে সেসব দেশের স্ব স্ব চিকিৎসা পদ্ধতিকে আধুনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে আত্মস্থ করে নিয়েছে, অনুরূপভাবে বাংলাদেশের চিকিৎসা শিক্ষার পাঠক্রমের মধ্যে আয়ুর্বেদীয়, ইউনানী, হেকিমী ইত্যাদি পদ্ধতি আত্মস্থ করে নিতে হবে।

৬. শিক্ষাপদ্ধতির মধ্যে এমন ব্যবস্থা থাকতে হবে যাতে চিকিৎসকদের মধ্যে নৈতিকতাবোধ (Ethics), দায়িত্ববোধ ও সচেতনতা গড়ে ওঠে এবং চিকিৎসকরা অর্থকে নয়, বরং সেবাকেই (যা বর্তমানে প্রায় অনুপস্থিত) সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার প্রদান করেন।

www.nagorikpathagar.org

৭. ডাক্তাররা যাতে ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রসহ গ্রামাঞ্চলের স্ব স্ব নিয়োগস্থলে বিধিমত অবস্থান করেন, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। এজন্য একদিকে কর্তৃপক্ষকে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে, অন্যদিকে নিয়োগস্থলে ডাক্তারদের সপরিবারে থাকার মতো সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি করতে হবে।

৮. গ্রামাঞ্চলের রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্যারামেডিকদের একটি ব্যাপক ক্যাডার বা স্তর গড়ে তুলতে হবে।

অধ্যায় ১৮ ঃ বাণিজ্য শিক্ষা

১. বাণিজ্য শিক্ষার মৌল উদ্দেশ্য হতে হবে উদ্যোক্তা (Entrepreneur) সৃষ্টি।

২. বাণিজ্য শিক্ষায় ব্যবহারিক দিকের ওপর সর্বাধিক গুরত্ব দিতে হবে এবং ডিগ্রি ও মাস্টার্স পর্যায়ে অ্যাপ্রেনটীসশীপের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. ডিগ্রি ও মাস্টার্স পর্যায়ে কেস স্টাডিও বাধ্যতামূলক থাকবে।

৪. দেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সঙ্গে বাণিজ্য শিক্ষার নিবিড় সংযোগ গড়ে তুলতে হবে।

৫. ইসলামী ব্যাংকিং, ইসলামী ইন্স্যুরেন্স, ইসলামী বাণিজ্য নীতি ইত্যাদি পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত হতে হবে।

৬. গতানুগতিক সাধারণ বাণিজ্য শিক্ষার বদলে বিশেষীকরণ (Specialisation)-এর ওপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে।

৭. সকল বিশ্ববিদ্যালয় ও প্রধান কলেজ সমূহে ব্যবসা প্রশাসন বিভাগ চালু করতে হবে।

অধ্যায় ১৯ ঃ আইন শিক্ষা

১. আইন কলেজসমূহেও ভর্তি মেধাভিত্তিক হতে হবে। কমপক্ষে একটি প্রথম শ্রেণী ব্যতীত কোন ছাত্রছাত্রীকে কোন আইন কলেজে ভর্তি করা যাবে না।

২. এলএল বি কোর্স তিন বছর মেয়াদী করতে হবে এবং এলএল বি পরীক্ষায় উত্তীর্ণদের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দু'বছর মেয়াদী এলএলএম কোর্স প্রবর্তন করতে হবে।

৩. বাংলাদেশের ৮৭ শতাংশ মানুষ যেহেতু মুসলমান, সেহেতু ইসলামী আইন এলএল বি ও এলএলএম উভয় পর্যায়ে বাধ্যতামূলক থাকবে। ক্রিমিন্যাল প্রসিডিউর কোড, সিভিল প্রসিডিউর কোড, টর্ট, জুরিসপ্রুডেন্স, মার্কেন্টাইল ল সহ আইনের সকল শাখার পাঠক্রমে সংশ্লিষ্ট ইসলামী আইনের বিধান ও মূলনীতিসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকবে।

৪. নারী সমাজসহ সকল স্তরের জনগণকে দেশের প্রচলিত অতি প্রয়োজনীয় আইন (যেমন, বিবাহ ও তালাক আইন, যৌতুক সংক্রান্ত আইন, নির্যাতন

www.nagorikpathagar.org

সংক্রান্ত আইন, খুন চুরি ইত্যাদি সম্পর্কিত আইন, সরকারী কর্মকর্তা কর্মচারীদের দায়িত্ব সংক্রান্ত আইন, ট্রাফিক আইন ইত্যাদি), রাষ্ট্রের প্রতি জনগণের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং জনগণের প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্ব ও কর্তব্য ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তুলতে হবে।

অধ্যায় ২০ ঃ ললিতকলা

১. ললিতকলার এমন বিকাশ সুনিশ্চিত করতে হবে, যাতে নান্দনিকতা (Aesthetics), শালীনতা, রুচিশীলতা ও মানব কল্যাণের সুসমন্বয় ঘটে। ললিতকলার সকল শাখার ক্ষেত্রেই এই মৌলনীতি কার্যকর হতে হবে।

২. ললিতকলার পাঠক্রম ও বিষয় দেশের ইতিহাস-ঐতিহ্য এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনমানস, বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে।

অধ্যায় ২১ ঃ পরীক্ষা ও মূল্যায়ন পদ্ধতি

১. পরীক্ষা পদ্ধতিকে এমনভাবে বিন্যস্ত করতে হবে, যাতে নকল বা অসদুপায় অবলম্বনের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ হয়ে যায় এবং পরীক্ষার্থীর মেধা ও অধীত জ্ঞানের যথার্থ মূল্যায়ন সম্ভবপর হয়।

২. নোট বই, সিওর সাকসেস, গাইড ইত্যাদি জাতীয় বই এবং প্রাইভেট টিউশনী, প্রাইভেট কোচিং ইত্যাদি বন্ধের উদ্দেশ্যে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৩. প্রতিনিয়ত প্রশ্নের ধারা এমন করতে হবে, যাতে পরীক্ষার্থীর সৃজনশীলতা (Creativity) ও স্বকীয়তার পরিপূর্ণ মূল্যায়ন ঘটে।

৪. প্রশ্ন ব্যাংক ব্যবস্থা থাকবে না। এক বছরের প্রশ্ন সমূহ পরবর্তী বছরে পুনরাবৃত্তি না করার যে নিয়ম বর্তমানে প্রচলিত আছে, তা তুলে দিতে হবে।

৫. পরীক্ষায় নকল বা অসদুপায়ের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষার্থী, শিক্ষক, কর্মকর্তা ও প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কঠোর ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৬. প্রাথমিক পর্যায় থেকে শুরু করে স্নাতকোত্তর পর্যায় পর্যন্ত (ক) ক্লাসে নিয়মিত উপস্থিতি (খ) ক্লাস পারফরমেন্স (গ) ক্লাস টিউটোরিয়াল (ঘ) সদাচার ও সচ্চরিত্রতা ইত্যাদির জন্য নম্বর বরাদ্দ থাকতে হবে।

৭. স্কুল ও কলেজ পর্যায়ের পরীক্ষা সমূহের কেন্দ্র পারতপক্ষে পরীক্ষার্থীদের স্ব স্ব স্কুল বা কলেজে হবে না। পরীক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা কমিয়ে আনার ব্যবস্থা নিতে হবে। যে কেন্দ্রে যে যে শিক্ষায়তনের পরীক্ষার্থীরা পরীক্ষা দিচ্ছে, সেই কেন্দ্রে সেই সেই শিক্ষায়তনের ইনভেজিলেটররা থাকতে পারবেন না। অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে শান্তিরক্ষা ও পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের জন্য পরীক্ষা

www.nagorikpathagar.org

কেন্দ্রসমূহে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও প্রতিরক্ষা বাহিনীর সদস্যদের নিয়োগ করা যেতে পারে।

৮. শিক্ষার্থীদের মধ্যে ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যমে নকল ও অসদুপায় অবলম্বনের প্রবণতা বন্ধের উদ্যোগ নিতে হবে।

৯. স্কুল মাদ্রাসা কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল স্তরে পরীক্ষার ক্ষেত্রে একই বিধিবিধান প্রযোজ্য হবে।

অধ্যায় ২২ ঃ শিক্ষকের দায়িত্ব ও মর্যাদা

১. সর্বস্তরে শিক্ষক বাছাই, নিয়োগ, পদোন্নতি ইত্যাদি বিষয়ে সুস্পষ্ট নীতিমালা ও চাকরিবিধি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করতে হবে।

২. মাধ্যমিক স্কুলে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য শিক্ষকদের কমপক্ষে একটি এবং কলেজে নিয়োগপ্রাপ্তির জন্য কমপক্ষে দুটি প্রথম শ্রেণী থাকতে হবে। প্রাইভেট শিক্ষায়তন সহ দেশের সকল শিক্ষায়তনের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম অবশ্য প্রযোজ্য হতে হবে। শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে যাতে দলীয় রাজনীতির প্রভাব না পড়ে, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৩. শিক্ষকদের স্ব স্ব বিষয়ে গবেষণার ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে পদোন্নতি এবং/বা উচ্চতর স্কেলের প্রধান শর্ত হতে হবে মৌলিক গবেষণাভিত্তিক অবদান ও কৃতিত্ব।

৪. শিক্ষকতার প্রতি যাতে দেশের শ্রেষ্ঠ ও মেধাবী সন্তানরা আকৃষ্ট হন এবং সর্বাত্মকভাবে আত্মনিয়োগ করেন, তার নিশ্চয়তা বিধানের উদ্দেশ্যে শিক্ষকদের বেতনের স্কেল ও সুযোগসুবিধাদি অন্যান্য পেশার বেতনের স্কেল ও সুযোগ সুবিধার তুলনায় অধিকতর আকর্ষণীয় করতে হবে।

৫. সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষায়তনের শিক্ষকদের বেতনভাতা ও সুবিধাদির যে তারতম্য যথাসম্ভব দূর করতে হবে।

৬. দক্ষ ও ভালো শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত ইনসেনটিভ-এর ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. শিক্ষকদের যথাযোগ্য সামাজিক মর্যাদা সুনিশ্চিত করতে হবে। এজন্য ওয়ারেন্ট অব প্রিসেডেন্সে ও প্রাথমিক থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল পর্যায়ের শিক্ষকদের যথাযোগ্য স্থান নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৮. শিক্ষকদের পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

৯. প্রাইভেট পড়ানোর প্রবণতা রোধ করতে হবে। শিক্ষকরা যাতে শিক্ষকতার পাশাপাশি অন্য কোনো ব্যবসা বা লাভজনক 'সাইড পেশায়' লিপ্ত না হন, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

১০. দেশের সচেতন নাগরিক হিসাবে শিক্ষকদের রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার অবশ্যই স্বীকার্য। কিন্তু শিক্ষাঙ্গনে বা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষকরা যাতে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনোভাবেই কোনো দলীয় রাজনৈতিক মতবাদ প্রচার করতে না পারেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রভাবিত করতে না পারেন, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

১১. শিক্ষাঙ্গনের শান্তিশৃঙ্খলা ও শিক্ষার্থীদের যথার্থ নীতিচরিত্রের স্বার্থে, যেকোনোরূপ দুর্নীতি, নৈতিকতা-বিরোধী কাজ বা দলীয় রাজনীতির সঙ্গে জড়িত শিক্ষকদের শিক্ষকতা থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।

অধ্যায় ২৩ ঃ নিরক্ষরতা দূরীকরণ, বয়স্ক শিক্ষা ও অনানুষ্ঠানিক শিক্ষা

১. বাংলাদেশের নিরক্ষরতা দূরীকরণের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বয়স্ক শিক্ষা ও উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার ক্ষেত্রে দেশী বিদেশী এনজিওসমূহ আজ এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু এনজিওদের শিক্ষাদান পদ্ধতি, পাঠক্রম, পরিসর ইত্যাদির মধ্যে তেমন কোনো সামঞ্জস্য নেই। সর্বোপরি, এনজিওদের তৎপরতা সম্পর্কে জনমনে বিভিন্ন শঙ্কা, দ্বিধা ও উদ্বেগ রয়েছে। এমতাবস্থায় শিক্ষার মতো স্পর্শকাতর বিষয়ে এনজিওদের সম্পৃক্তি যাতে না থাকে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা বিধেয়।

২. অন্তবর্তীকালীন সময়ে এনজিওদের উদ্যোগ ও কার্যক্রম যাতে সরকারী শিক্ষানীতি ও কারিকুলামের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়, তা সুনিশ্চিত করতে হবে। সঙ্গে সঙ্গে, জনগণের কোন অংশের মানুষের ধর্মবিশ্বাস ও মূল্যবোধে আঘাত লাগতে পারে, এমন কিছু করা থেকে এনজিওরা যাতে বিরত থাকে, তারও নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে।

৩. মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত দেশের সকল শিক্ষায়তনে নৈশ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যেতে পারে।

৪. দেশের সকল মসজিদে সরকারী উদ্যোগে নিরক্ষরতা দূরীকরণ কার্যক্রম চালু করা যেতে পারে।

৫. শিক্ষার বদলে খাদ্য কর্মসূচী ব্যাপকভাবে চালু করতে হবে।

৬. একবার সাক্ষর হওয়ার পর কেউ যাতে পুনরায় নিরক্ষরতায় ফিরে না যায়, তার জন্য ফলো-আপ ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৭. যেসব পিতামাতা বা অভিভাবক তাঁদের সন্তানদের শিক্ষাগ্রহণ করতে পাঠাবেননা, তাঁদের বিরুদ্ধে সামাজিক অবরোধসহ কঠোর ব্যবস্থাদি গ্রহণ করতে হবে।

৮. নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।

৯. নিরক্ষরতা দূরীকরণের জন্য সরকারকে প্রয়োজনীয় অর্থের সংস্থান করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

অধ্যায় ২৪ ঃ নারী শিক্ষা

১. নারী শিক্ষাকে উৎসাহিত করার লক্ষ্যে দশম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রী বেতন মওকুফ থাকবে। ছাত্রীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বৃত্তি ও আর্থিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে হবে। উপযুক্ত মান ও মেধা সাপেক্ষে শিক্ষার সকল শৃঙ্খলা বা শাখায় নারীদের যথাসম্ভব অগ্রাধিকার দিতে হবে।

২. মাধ্যমিক পর্যায়ে নারীদের জন্য স্বতন্ত্র শিক্ষাঙ্গন গড়ে তোলার লক্ষ্যে পর্যাপ্ত সংখ্যক বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে এবং পর্যায়ক্রমে মাধ্যমিক স্তরে সহশিক্ষার অবসান ঘটাতে হবে।

৩. প্রাথমিক, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে সহশিক্ষা থাকতে পারবে। তবে ছাত্রীরা যাতে পোশাক-আশাক ও চালচলনে শালীনতা বজায় রাখে, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। পাশাপাশি ছাত্ররাও যাতে সর্বদিক থেকে শালীনতা বজায় রাখে, সেটাও সুনিশ্চিত করতে হবে।

৪. প্রয়োজনে বিভিন্ন শিক্ষায়তনে ছাত্রীদের জন্য আলাদা শিফট চালু করতে হবে।

৫. ইডেন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করতে হবে।

৬. প্রাথমিক পর্যায়ের শিক্ষকতায় নারীদের অধিক হারে নিয়োগ করতে হবে। প্রয়োজনীয় যোগ্যতা সাপেক্ষে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকতায়ও নারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে।

৭. প্রকৃতিগত কারণেই নারীদের শিক্ষার মধ্যে এমন উপাদান থাকতে হবে, যা আদর্শ মা হওয়ার পক্ষে সহায়ক হয়।

৮. মাধ্যমিক পর্যায়ে নারীদের জন্য গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শিশু পরিচর্যা, আত্মরক্ষামূলক শারীরিক শিক্ষা, নারী অধিকার সংক্রান্ত আইন, ধর্মীয় মূল্যবোধ ইত্যাদি বাধ্যতামূলক থাকবে।

৯. চাকরী ক্ষেত্রে বর্তমান বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে যোগ্যতা সাপেক্ষে নারীদের অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে নিয়োগ প্রদান করতে হবে।

অধ্যায় ২৬ ঃ স্বাস্থ্য শিক্ষা, শরীর চর্চা ও সামরিক শিক্ষা

১. বাংলাদেশের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব সুনিশ্চিত করতে হলে গণ মিলিশিয়া গঠনের কোনো বিকল্প নেই বিধায়, মাধ্যমিক পর্যায়ে সামরিক শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে।

২. ডিগ্রি পর্যায়ে মিলিটারী সায়েন্স একটি ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে থাকবে।

৩. পর্যায়ক্রমে প্রতিটি ডিগ্রি কলেজে বিএনসিসির শাখা স্থাপন করা যেতে পারে।

www.nagorikpathagar.org

৪. কোনো ছাত্রী চাইলে সামরিক শিক্ষা নিতে পারবে। নারীদের শারীরিক গঠন ও মানসিক প্রবণতার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাদের ক্ষেত্রে সামরিক শিক্ষার কোর্সগত ভিন্নতা থাকতে পারবে।

৫. প্রত্যেক বিদ্যালয়ে ছাত্রদের জন্য বয় স্কাউট এবং ছাত্রীদের জন্য গার্লস গাইড বিভাগ থাকবে।

৬. প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে শুরু করে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল শিক্ষায়তনে ব্যায়াম ও খেলাধূলার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা, শিক্ষক ও সরঞ্জাম সুনিশ্চিত করতে হবে।

৭. ছাত্রছাত্রী উভয়ের জন্যই আত্মরক্ষামূলক কুংফু, কারাটে, জুডো ইত্যাদি শেখার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা করতে হবে।

৮. সামরিক শিক্ষা, আত্মরক্ষামূলক শারীরিক শিক্ষা বিএনসিসি, বয় স্কাউট বা গার্লস গাইডে যোগদান, ব্যায়াম, বিভিন্ন ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি শিক্ষাক্রমের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে গণ্য হবে এবং এ জন্য নীতিমালার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় নম্বর বরাদ্দ থাকবে।

৯. বিভিন্ন ক্রীড়া, ব্যায়াম, আত্মরক্ষামূলক শারীরিক শিক্ষা ইত্যাদির উৎকর্ষের জন্য প্রত্যেক শিক্ষায়তনে এবং বিভিন্ন আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক ভিত্তিক প্রতিযোগিতা, স্বীকৃতি এবং উৎসাহব্যঞ্জক পুরস্কারাদির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১০. যেসব ছাত্রছাত্রী উপরোক্ত যেকোন বিষয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করবে, তাদের জন্য পর্যাপ্ত প্রেরণা, বৃত্তি ও উচ্চতর প্রশিক্ষণের নিশ্চয়তা থাকতে হবে।

১১. শারীরিক স্বাস্থ্যের পাশাপাশি মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও সমান গুরুত্ব দিতে হবে এবং সকল স্তরের ছাত্রছাত্রীদের জন্য আবৃত্তি, রচনা, অভিনয়, সঙ্গীত, বিতর্ক প্রতিযোগিতা, মক্ পার্লামেন্ট, অংকন ইত্যাদির প্রয়োজনীয় আয়োজন থাকতে হবে। এসব বিষয়ে শিক্ষায়তন পর্যায়ে এবং আঞ্চলিক ও জাতীয় পর্যায়ে ব্যাপক প্রতিযোগিতার আয়োজন করতে হবে। যেসব ছাত্রছাত্রী কোন না কোন বিষয়ে পারঙ্গমতা প্রদর্শন করবে, তাদের জন্য পর্যাপ্ত পুরস্কার, ইনসেন্টিভ ও স্বীকৃতির ব্যবস্থা থাকতে হবে।

১২. প্রত্যেক শিক্ষায়তনে বাধ্যতামূলকভাবে খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার থাকতে হবে। খেলার মাঠ ও ব্যায়ামাগার না থাকলে কোনো স্কুল বা কলেজকে অনুমোদন দেওয়া যাবে না। যেসব স্কুল, কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ে এখনো পর্যাপ্ত খেলার মাঠ নেই, সেসব স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়কে একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে ক্যাম্পাসের ভেতরে হোক কিংবা বাইরে হোক,

www.nagorikpathagar.org

খেলার মাঠের ব্যবস্থা অবশ্যই করে নিতে হবে। ব্যায়ামাগার ও পুকুর সম্পন্ন শিক্ষায়তনকে অধিকতর সুযোগসুবিধা দেওয়া যেতে পারে।

১৩. মাদ্রাসা ছাত্রছাত্রীদের ক্ষেত্রেও উপরোক্ত সমস্ত বিষয় সমভাবে প্রযোজ্য হবে।

অধ্যায় ২৭ ঃ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছুটি

১. সাধারণ স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় মাদ্রাসাসমূহের শিক্ষাবর্ষের ক্ষেত্রেও একই সময়কাল অনুসরণ করতে হবে।

২. নির্ধারিত ছুটির বাইরে, যখন তখন যেকোনো উপলক্ষ ও অজুহাতে ছুটি প্রদানের রেওয়াজ বন্ধ করতে হবে।

৩. দীর্ঘ ছুটিতে শিক্ষার্থীরা যাতে সমাজ কল্যাণমূলক এবং/কিংবা আয়মূলক খন্ডকালীন কাজে অংশ নিতে পারে, তার জন্য উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

৪. গ্রামের শিক্ষার্থীরা যাতে কৃষক পিতামাতা বা অভিভাবকদের সহায়তা করতে পারে, এজন্য গ্রামাঞ্চলের মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহকে ফসল বোনা ও ফসল কাটার মৌসুমের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ছুটি বিন্যস্ত (Adjust) করে নেওয়ার সুযোগ দিতে হবে।

অধ্যায় ২৮ ঃ শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক

১. উপরোক্ত সুপারিশসমূহের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেই শিক্ষাক্রম তৈরি ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করতে হবে।

২. বাংলাদেশের সংবিধানের সঙ্গে অসংগতিপূর্ণ এবং বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনমানস ও ধর্মবিশ্বাসের পরিপন্থী কোন বিষয় কোন শিক্ষাক্রম বা পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না।

৩. কোন রাজনৈতিক দল বা ব্যক্তি সম্পর্কে একতরফা স্তুতি বা ঘৃণা শিক্ষার্থী ও জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে বিধায়, এ জাতীয় বিষয় কোন স্তরের কোন পাঠ্য পুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

৪. বিজ্ঞান প্রযুক্তির অগ্রগতি, তথ্য বিপ্লব, বিশ্বব্যাপী লব্ধ নব নব জ্ঞান, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনমানস ও ধর্ম বিশ্বাস ইত্যাদির সঙ্গে সঙ্গতি রেখেই শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক রচনা করতে হবে।

৫. মিলিটারী সায়েন্স শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত হবে। মুসলমান শিক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত আরবী ও ইসলামিয়াত শিক্ষা বাধ্যতামূলক থাকবে।

৬. শিক্ষক, শিক্ষাবিদ ও বিষয় বিশেষজ্ঞদের সমন্বয়ে বিভিন্ন পর্যায়ের জন্য আলাদা আলাদা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রণয়ন কমিটি থাকবে। শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচীকে অবিরত পরিমার্জন ও সময়োপযোগি (Update) করতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

৭. মাদ্রাসার শিক্ষা ও পাঠ্যক্রম নির্ধারণের জন্য টেক্সট বুক বোর্ডের একটি পৃথক বিভাগ থাকবে। অন্যথায় এজন্য আলাদা টেক্সট বুক বোর্ড গঠন করা যেতে পারে।

৮. সুনির্ধারিত শর্ত সাপেক্ষে পুস্তক ব্যবসা পুস্তক ব্যবসায়ীদের হাতে ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে।

৯. টেক্সট বই অবশ্যই 'টেক্সট বুক বোর্ড' কর্তৃক নির্ধারিত মান ও বিষয়ভিত্তিক হতে হবে। মানসম্মত না হলে বোর্ড যে কোনো পুস্তক বাতিল ঘোষণা করতে পারবে।

১০. নোট বই, সিওর সাকসেস, গাইড জাতীয় বই বন্ধ করতে হবে।

অধ্যায় ৩০ ঃ গ্রন্থাগার

১. প্রত্যেক প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং মাদ্রাসায় উপযুক্ত গ্রন্থাগার অবশ্যই থাকতে হবে। উপযুক্ত গ্রন্থাগার ব্যতীত কোন শিক্ষায়তনকেই অনুমোদন প্রদান করা যাবেনা।

২. প্রত্যেক গ্রন্থাগারের জন্য উপযুক্ত গ্রন্থাগারিক থাকতে হবে। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও মাদ্রাসা পর্যায়ে যাতে পর্যাপ্ত সংখ্যক গ্রন্থাগারিক পাওয়া যায়, এজন্য গ্রন্থাগার বিজ্ঞানে ডিপ্লোমা কোর্সের প্রবর্তন করতে হবে।

৩. ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত গ্রন্থাগারিকদের উচ্চতর শিক্ষার সুযোগ থাকতে হবে।

অধ্যায় ৩২ ঃ ছাত্র নির্দেশনা ও পরামর্শদান

১. ছাত্রেরাও দেশের নাগরিক এবং কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের ছাত্ররা ভোটারও বটে। অতএব তাদের রাজনৈতিক মতবাদ থাকাটা স্বাভাবিক বলেই ধরে নিতে হবে। কিন্তু বিশ্বের কোন দেশের শিক্ষার্থীরা সরাসরি দলীয় রাজনীতির সঙ্গে সম্পৃক্ত থাকেনা বিধায়, বাংলাদেশেও রাজনৈতিক দলের অঙ্গসংগঠন হিসাবে ক্যাম্পাসে ছাত্রদের দলীয় তৎপরতা নিষিদ্ধ ঘোষণা করতে হবে। এ ব্যাপারে সিঙ্গাপুর, মালয়েশিয়া প্রভৃতি দেশের আইনকে অনুসরণ করা যেতে পারে। তবে একাডেমিক রাজনৈতিক আলোচনা-সেমিনারে কোন প্রতিবন্ধকতা থাকবেনা।

২. শিক্ষার্থীদের মধ্যে দেশপ্রেম ও দলমত নির্বিশেষে জাতীয় নেতাদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করতে হবে। জাতীয় নেতাদের নিয়ে কাদা ছোঁড়াছোঁড়ি বন্ধ করতে হবে।

৩. অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার কারণে কোনো শিক্ষার্থীর মেধা ও প্রতিভার বিকাশ যাতে ব্যাহত না হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। মেধাবী অথচ অস্বচ্ছল ছাত্রদের লেখাপড়ার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যাংক ঋণের ব্যবস্থা থাকতে হবে। প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ক্ষেত্রেও একই নীতি অনুসৃত হবে।

www.nagorikpathagar.org

৪. শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থীদের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে পরামর্শ ও প্রয়োজনীয় সহায়তা দানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ও পর্যাপ্ত ব্যাংক ঋণের সুযোগ থাকতে হবে।

অধ্যায় ৩৪ ঃ শিক্ষা প্রশাসন

১. শিক্ষা প্রশাসনকে সম্পূর্ণরূপে রাজনৈতিক ও আমলাতান্ত্রিক প্রভাবমুক্ত রাখতে হবে।

২. দেশের বিশিষ্ট ও সর্বজনস্বীকৃত শিক্ষাবিদরাই শিক্ষা প্রশাসনের সকল স্তর নিয়ন্ত্রণ করবেন।

৩. সাক্ষরতা, প্রাথমিক শিক্ষা ও মাধ্যমিক শিক্ষার জন্য একটি মন্ত্রণালয় এবং উচ্চশিক্ষা ও গবেষণার জন্য অপর একটি মন্ত্রণালয় থাকবে। উভয় মন্ত্রণালয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বিভিন্ন ডিভিশন থাকতে পারবে।

৪. শিক্ষা সংক্রান্ত গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য "জাতীয় গবেষণা ও উন্নয়ন কাউন্সিল" স্থাপন করা যেতে পারে।

৫. প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কারিগরী শিক্ষায়তন, কলেজ, মাদ্রাসাসহ প্রত্যেক শিক্ষায়তনে ম্যানেজিং কমিটি/গর্ভনিং বডি থাকবে। স্থানীয় দল-নিরপেক্ষ বিশিষ্ট ব্যক্তি, শিক্ষাবিদ ও অভিভাবক-প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এইসব ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডি গঠিত হবে। সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মকর্তারাও এরূপ কমিটি বা বোর্ডের এক্স-অফিসিও সদস্য বা সভাপতি থাকতে পারবেন। বছরে অন্ততঃ চারবার এরূপ ম্যানেজিং কমিটি/গভর্নিং বডির পূর্ণাঙ্গ বৈঠক অনুষ্ঠিত হতে হবে এবং এই সব বৈঠকে সংশ্লিস্ট শিক্ষায়তনের প্রধান পূর্ববর্তী সময়ের যাবতীয় কার্যক্রমের বিশদ বিবরণ প্রদান করবেন এবং অনুমোদন নেবেন। এরূপ বৈঠকেই শিক্ষায়তনের পরিচালনা ও উন্নয়ন সংক্রান্ত যাবতীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। শিক্ষাবছরের সর্বশেষ অধিবেশনে শিক্ষায়তন প্রধান আয় ব্যায়ের অডিটকৃত হিসাব অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন।

৬. কেন্দ্রীয়, বিভাগীয়, জেলা ও থানা পর্যায়ে শিক্ষা প্রশাসনের শক্তিশালী স্তর থাকবে। এর কাজ হবে প্রধানতঃ সুপারভিশন ও মনিটরিং। তাঁরা প্রধানতঃ তিনটি বিষয় তদারক ও মনিটর করবেন ঃ (ক) তাঁদের আওতাধীন প্রতিটি শিক্ষায়তনে প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক ও শিক্ষা উপকরণ আছেন কিনা এবং লেখাপড়ার যথার্থ অগ্রগতি হচ্ছে কিনা (খ) আয়ব্যয় সঠিকভাবে করা হচ্ছে কিনা এবং (গ) শিক্ষায়তনের প্রশাসন ঠিকমত চলছে কিনা এবং শিক্ষাঙ্গনে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা বা রাজনৈতিক দলাদলি হচ্ছে কিনা।

www.nagorikpathagar.org

৭. শিক্ষা প্রশাসনের ক্ষেত্রে সরকারি এবং বিশ্ববিদ্যালয়/বোর্ডের এখতিয়ার সুনির্ধারিত থাকবে।

৮. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসাসমূহের অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবেও কাজ করবে। অন্যথায়, ফাজিল ও কামিল মাদ্রাসা সমূহের জন্য একটি আলাদা অনুমোদনকারী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে হবে।

৯. শিক্ষা প্রশাসনের সকল স্তরে এবং বিশ্ববিদ্যালয়সহ প্রতিটি শিক্ষায়তনে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা অবশ্যই নিশ্চিত করতে হবে।

১০. শিক্ষাগত বিশেষ যোগ্যতা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে প্রশাসনিক অভিজ্ঞতাই হতে হবে উপাচার্য নিয়োগের একমাত্র মাপকাঠি। এ ব্যাপারে রাজনৈতিক প্রভাবের পূর্ণ অবসান ঘটাতে হবে।

১১. বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন (UGC) প্রধানতঃ শিক্ষক ও শিক্ষাবিদদের নিয়েই গঠিত এবং রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত হতে হবে।

অধ্যায় ৩৫ ঃ শিক্ষার জন্য অর্থ সংস্থান

১. মোট জাতীয় ব্যয়ের অন্ততঃ ১০% শিক্ষা খাতে ব্যয় করতে হবে।

২. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও শিক্ষার উন্নয়নে দান অনুদানের জন্য ধনাঢ্য ব্যক্তিদের উৎসাহিত করতে হবে এবং এরূপ দান অনুদানের জন্য বিশেষ আয়কর রেয়াত, পুরস্কার, বিশেষ স্বীকৃতি, উপাধি প্রদানসহ বিভিন্ন প্রকার ইনসেনটিভের ব্যবস্থা থাকতে হবে।

৩. মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত শিক্ষার ব্যয়ভার প্রধানত রাষ্ট্র বহন করবে। কিন্তু উচ্চতর পর্যায়ে শিক্ষার ব্যয়ভার বহনে সমাজেরও অংশ থাকতে হবে। উচ্চতর পর্যায়ে সরকারী ঢালাও ভর্তুকী-অনুদানের হার হ্রাস করতে হবে ও দরিদ্র উচ্চশিক্ষার জন্য মাথাপিছু ব্যয়ের পরিমাণ নির্ধারণ করে, সেই অনুপাতে ছাত্র বেতন ধার্য করতে হবে। তবে মেধাবী ও দরিদ্র শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তি ও সহায়তা পর্যাপ্ত পরিমাণে বাড়াতে হবে।

৪. বেসরকারী কলেজ (মেডিক্যাল কলেজ সহ) ও বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে ভর্তি ফিজ ও ছাত্র বেতন যাতে সাধারণ অভিভাবকদের সাধ্যের মধ্যে হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন/ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়কে এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ সিলিং নির্ধারণ করে দিতে হবে।

৫. বিভিন্ন ব্যাংক, বীমা প্রতিষ্ঠান, শিল্পগোষ্ঠি ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্ন গবেষণা প্রকল্প স্পন্সর করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে হবে।

অধ্যায় ৩৬ ঃ পরিশেষ

১. শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্ম, বিজ্ঞান ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর সুসমন্বয় ঘটাতে হবে।

www.nagorikpathagar.org

২. বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শিক্ষার্থীদের দেশের ইতিহাস ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সম্পর্কে এবং মানবিক শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে কোর্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করতে হবে। শিক্ষার উদ্দেশ্য হতে হবে সৎ, নীতিবান, সাহসী, দক্ষ ও যুগোপযোগী মানুষ সৃষ্টি।

৩. শিক্ষার স্তর, ক্রম ও কারিকুলাম নির্ধারিত হতে হবে সময় ও সমাজের চাহিদা এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মনমানস ও বিশ্বাসের ভিত্তিতে।

৪. শিক্ষা ক্ষেত্রে যাবতীয় বৈষম্য, শিক্ষার নামে বেসাতি এবং শিক্ষাঙ্গনের সন্ত্রাস দুর্নীতি ও রাজনৈতিক দলাদলি ইত্যাদির মূলোৎপাটন করতে হবে।

৫. শিক্ষা ব্যবস্থা হতে হবে গতিশীল (Dynamic) এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যে এমন অন্তর্গত (in-built) ব্যবস্থা থাকতে হবে, যাতে পরিবর্তিত পরিস্থিতি ও প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে শিক্ষার পদ্ধতি, পাঠক্রম, পরিসর ইত্যাদির সমন্বয়/পুনর্বিন্যাস অনায়াসেই সম্ভবপর হয়।

৬. শিক্ষার মানকে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে উন্নীত করতে হবে। উচ্চতর শিক্ষা হতে হবে মূলতঃ গবেষণামূলক ও সিলেক্টিভ।

৭. শিক্ষা ব্যবস্থায় ধর্মকে উপেক্ষা করা বা পাশ কাটানো যাবে না।

৮. শিক্ষার জন্য জাতীয় ব্যয় বরাদ্দ বাড়াতে হবে। নিম্নতর স্তরের তুলনায় উচ্চতর স্তরে শিক্ষার্থীদের নিজস্ব আর্থিক অংশগ্রহণের হার যাতে অধিক থেকে অধিকতর হয়, তার নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। শিক্ষার ক্ষেত্রে শিল্প-বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, ব্যাংক-বীমা ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের সম্পৃক্তি ও অংশ গ্রহণ থাকতে হবে।

৯. শিক্ষা প্রশাসন ও শিক্ষাঙ্গনের সকল স্তরে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা সুনিশ্চিত করতে হবে।

১০. শিক্ষা ব্যবস্থা ও পাঠক্রমে বাংলাদেশের সংবিধানের পরিপন্থী কিছুই থাকতে পারবেনা।

১১. সরকার পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়ে যেতে পারে এমন কোন বিতর্কিত বিষয় শিক্ষানীতিতে থাকতে পারবেনা।

প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী

চেয়ারম্যান

শিক্ষানীতি পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটি

সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট - ১

পত্র-পত্রিকায় সেমিনারের খবর ও সেমিনারের উপস্থিতি

শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে পলিসি স্টাডিজের সুপারিশ মালা দাখিল

গতকাল সেন্টার ফর পলিসি স্ট্যাডিজের পক্ষ থেকে জাতীয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ডঃ মুহাম্মদ আবদুল বারীর নেতৃত্বে ১২ সদস্যের একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির চেয়ারম্যান প্রফেসর শামসুল হকের সাথে তার কার্যালয়ে সাক্ষাত করেন। প্রফেসর বারী সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজ কর্তৃক তার নেতৃত্বে গঠিত শিক্ষানীতি পর্যালোচনা ও সুপারিশমালা প্রণয়ন কমিটি কর্তৃক প্রণীত সুপারিশমালা প্রফেসর শামসুল হকের নিকট হস্তান্তর করেন। এ সুপারিশমালায় বর্তমান বাস্তবতা, সমাজ চাহিদা, ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভংগী ও সংবিধানের ভিত্তিতে একটি গতিশীল, প্রয়োগমুখী শিক্ষা ব্যবস্থা প্রণয়নের দাবী করা হয়।

প্রতিনিধি দলের অন্যান্য সদস্যরা হলেন ঃ প্রফেসর কাজী দীন মুহম্মদ মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকার সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মরেজ উদ্দিন আহমদ, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যক্ষ হারুনুর রশীদ, প্রফেসর রিজিয়া খানম, প্রফেসর মাহবুবুর রহমান, অধ্যাপিকা আহমুদা আক্তার খানম, অধ্যক্ষ আশরাফুল হক, অধ্যাপিকা ফেরদৌস আরা খানম, প্রফেসর ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান এবং 'সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজের' চেয়ারম্যান আবদুস শহীদ নাসিম ও সেক্রেটারী ডাঃ রুহুল আমীন।

দৈনিক ইনকিলাব

১৮/৫/৯৭

ধর্ম ও সমাজ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সতর্ক থাকার আহ্বান

সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজের উদ্যোগে গত শুক্রবার ঢাকার জাতীয় শিক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রশাসন একাডেমী (নায়েম) মিলনায়তনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, রাজনীতিক ও সাংবাদিকগণ আয়োজিত শিক্ষানীতি বিষয়ক এক সেমিনারে জীবন ধর্ম ও সমাজ বিমুখ শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের বিরুদ্ধে সকল মহলকে সতর্ক থাকার আহ্বান জানান হইয়াছে। সেমিনারে বলা হয় কুদরত-ই খুদা শিক্ষা কমিশনের রিপোর্ট চলমান যুগোপযোগী নয় ও সময়ের চাহিদা পূরণেরও অনুপযোগী। এই রিপোর্টের সুপারিশ বর্তমান সংবিধানের পরিপন্থী। ইহা কিছুতেই গ্রহণযোগ্য নহে। সেমিনারে পূর্বেকার সকল শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের কল্যাণকর দিকের সমন্বয়ে নূতন সুপারিশ প্রণয়নের আহ্বান জানান হইয়াছে। ডঃ কাজী দীন মুহাম্মদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সেমিনারে জাতীয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ডঃ আবদুল বারী প্রধান অতিথি এবং প্রফেসর ইউসুফ আলী বিশেষ অতিথি ছিলেন।

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন রাজনীতিক সাংবাদিক আবদুল কাদের মোল্লা। স্বাগত বক্তৃতা দেন সংস্থার চেয়ারম্যান গবেষক আবদুস শহীদ নাসিম। আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন ডঃ এম এরশাদুল বারী, ডঃ এল, এম লুৎফর রহমান, প্রফেসর রাজিয়া আখতার বানু, প্রফেসর শাহ মোহাম্মদ হাবিবুর রহমান, প্রফেসর শাব্বির আহমেদ প্রমুখ।

২৩/৩/'৯৭

www.nagorikpathagar.org

২/৩/'৯৭

দৈনিক ইনকিলাব
THE DAILY INQILAB

সেমিনারে বিভিন্ন বক্তার অভিমত

গঠিত সকল শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার : গতকাল ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'জাতীয় মূল্যবোধ ও বাস্তবভিত্তিক শিক্ষানীতি প্রণয়ন : প্রেক্ষিত বাংলাদেশ' শীর্ষক এক দিনব্যাপী সেমিনারে বক্তাগণ বলেছেন, আমাদের জাতীয় শিক্ষানীতি এমনভাবে প্রণয়ন করতে হবে— যাতে তা দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের চিন্তা-চেতনা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ, যুগোপযোগী এবং সংবিধানের চার মূলনীতির সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ হয়। অন্যথায় এ দেশের মানুষের কাছে সেই শিক্ষানীতি গ্রহণযোগ্য হবে না। বক্তাগণ বলেন, কেবল ২৩ বছর আগে প্রণীত কুদরত-ই-খুদা কমিশন নয়, এ পর্যন্ত গঠিত সকল শিক্ষা কমিশনের রিপোর্টের ভিত্তিতে বর্তমান সময়ের প্রেক্ষিতে নতুন জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন করতে হবে। সেন্টার ফর পলিসি স্টাডিজের উদ্যোগে গতকাল নায়েম মিলনায়তনে এ সেমিনার ও ওয়ার্কশপ অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী, প্রধান শিক্ষাবিদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সুপারনিউমারী প্রফেসর ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ, রাজনীতিবিদ আবদুল কাদের মোল্লা ও শিক্ষাবিদ প্রিন্সিপাল হারুনুর রশিদ সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন। আলোচনায় অংশ নেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর মুহম্মদ ইউসুফ আলী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদের ডীন প্রফেসর এম এরশাদুল বারী, বাংলা বিভাগের প্রফেসর এমএম লুৎফর রহমান, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রফেসর রাজিয়া আক্তার বানু, ফিন্যান্স বিভাগের মুজাহিদুল ইসলাম, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রফেসর শাব্বির আহমদ, নূরুল করিম, শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডাঃ গোলাম মোয়াজ্জম, মাওলানা একেএম সিফাতুল্লাহ, শাহ মোঃ হাবিবুর রহমান, আহমদ আবদুল কাদের, সাংবাদিক মাসুদ মজুমদার প্রমুখ। আবদুস শহীদ নাসিম এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন।

প্রফেসর আবদুল বারী বলেন, কুদরত-ই-খুদা কমিশন যে রাষ্ট্রীয় মূলনীতির উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল— তার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে। সেক্যুলারিজম এখন প্রজাতন্ত্রের মূলনীতি নয়, বর্তমান মূলনীতি হচ্ছে— সর্বশক্তিমান আল্লাহর উপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস এবং তাই হবে যাবতীয় কাজের ভিত্তি। সংবিধানের এ মূলনীতির ভিত্তিতেই শিক্ষানীতি প্রণীত হতে হবে। তিনি প্রাথমিক পর্যায়ে অভিন্ন জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচী প্রবর্তনের প্রস্তাব করে বলেন, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা আমাদের অধিকাংশ নাগরিকের অভিপ্রায় অনুযায়ী আমাদেরই ধর্ম, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও জাতীয় চরিত্রের পরিপূরক হবে। তিনি বলেন, অধুনালুপ্ত নিউস্কীম মাদ্রাসার ষষ্ঠ শ্রেণী পর্যন্ত সিলেবাস যুগোপযোগী করে তার আদলে জাতীয় প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা গড়ে তোলা যায়। প্রফেসর বারী প্রস্তাব করেন যে, ৫ম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষার সাথে প্রাথমিক শিক্ষার মেয়াদ স্বল্পতর সময়ের মধ্যে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত সম্প্রসারিত করতে হবে। তিনি মাধ্যমিক শিক্ষা নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী, কলেজ শিক্ষা পাস ও অনার্স কোর্স ৩ বছর, মেধার ভিত্তিতে অনার্স প্রদান এবং সর্বক্ষেত্রে মাস্টার্স কোর্স ২ বছর করার প্রস্তাব করেন। তিনি বলেন, শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলার পাশাপাশি ইংরেজী ভাষার উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ বলেন, ধর্ম শিক্ষা তুলে দিলে মানুষ জীবনবিমুখ, ধর্মবিমুখ ও সমাজবিমুখ হয়ে পড়বে। শিক্ষানীতি প্রণয়নের দায়িত্ব যাকে তাকে দিলেই হবে না। শিক্ষাবিদ-চিন্তাবিদদের অন্তর্ভুক্ত রাখতে হবে।

সেমিনার থেকে জাতীয় শিক্ষানীতি প্রণয়ন কমিটির কাছে সুপারিশ পেশ করা হবে।

www.nagorikparc

২১ মার্চ '৯৭ নায়েমে অনুষ্ঠিত সেমিনারে শিক্ষাবিদগণ বক্তব্য রাখছেন

www.nagorikpathagar.org

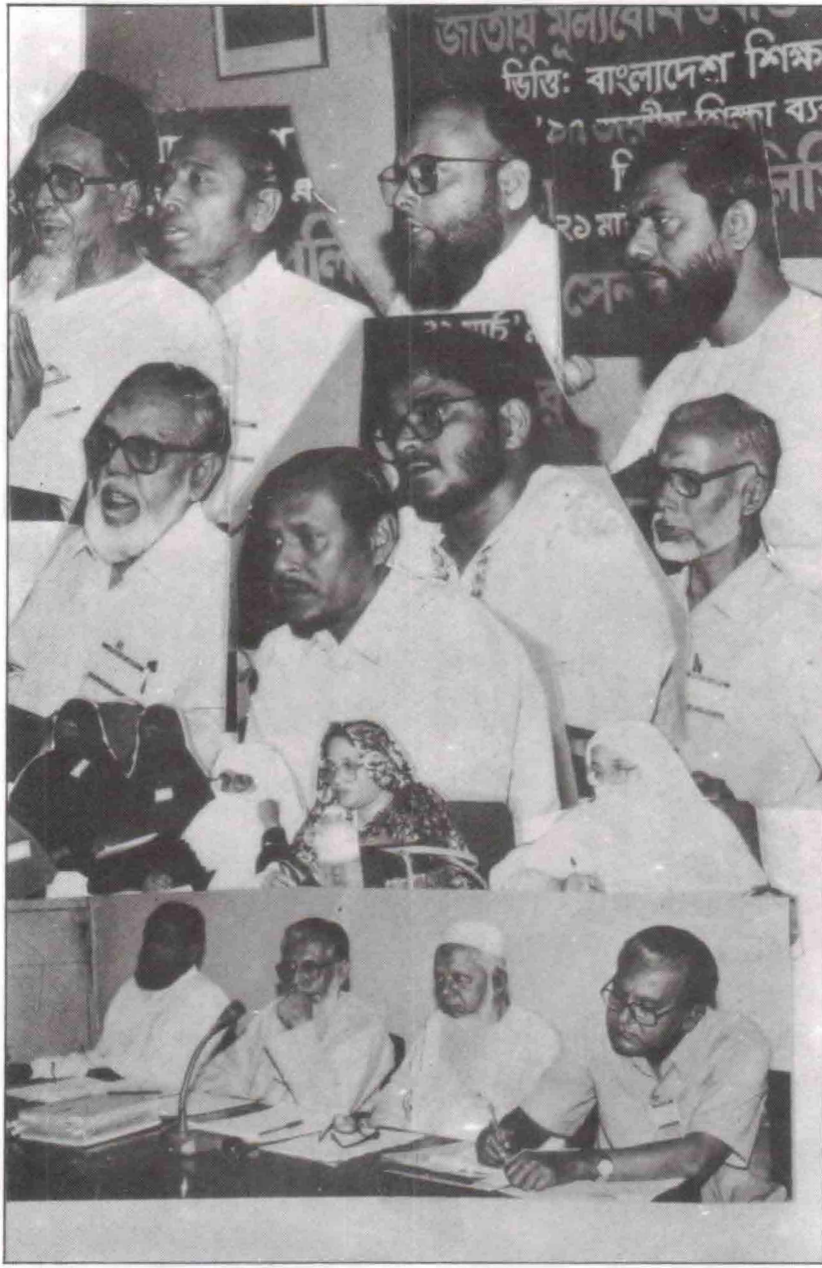

২১ মার্চ '৯৭ নায়েমে অনুষ্ঠিত সেমিনারে শিক্ষাবিদগণ বক্তব্য রাখছেন

www.nagorikpathagar.org

পরিশিষ্ট - ২

০২.০২.'৯৭.তারিখে হোটেল সুন্দরবনে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভা এবং ২১.০৩.১৯৯৭ তারিখে NAEM-এ অনুষ্ঠিত সেমিনার কাম কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা বিশেষজ্ঞ, শিক্ষা প্রশাসক, শিক্ষক, শিক্ষিকা ও ছাত্র-ছাত্রীদের তালিকা ঃ

বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক

০১.	প্রফেসর মুহাম্মদ আবদুল বারী	ঃ	সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। সাবেক চেয়ারম্যান, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন।
০২	ডঃ সৈয়দ আলী আশরাফ	ঃ	উপাচার্য, দারুল ইহসান বিশ্ববিদ্যালয়।
০৩.	ডঃ কাজী দীন মুহম্মদ	ঃ	প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাবেক মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমী।
০৪.	ডঃ মুহাম্মদ ইউসুফ আলী	ঃ	সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর এবং প্রফেসর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
০৫.	প্রফেসর এম. আজহার উদ্দীন	ঃ	সাবেক প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
০৬.	ডঃ এম. এরশাদুল বারী	ঃ	প্রফেসর ও ডীন, আইন অনুষদ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
০৭.	ডঃ এস. এম. লুৎফর রহমান	ঃ	প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
০৮.	ডঃ ইউ এ বি রাজিয়া আকতার বানু	ঃ	প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
০৯.	ডঃ এম. আবদুল কাদের	ঃ	প্রফেসর, রসায়ন বিভাগ, প্রভোস্ট জহুরুল হক হল, ঢাকা বি. বি.,
১০.	ডঃ চৌধুরী মাহমুদ হাসান	ঃ	প্রফেসর ও সাবেক চেয়ারম্যান, ফার্মেসী বিভাগ, ঢাকা বি. বি.
১১.	ডঃ আমিনুর রহমান মজুমদার	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১২.	ডঃ এম নজরুল ইসলাম	ঃ	প্রফেসর, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৩.	ডঃ মোঃ সোহরাব হোসেন	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, ভূ-তত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৪.	ডঃ মোঃ আনোয়ারুল ইসলাম	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৫.	এ টি এম ফজলুল হক	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, ভূ-তত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৬.	ডঃ আবদুল খালেক	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, পদার্থবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৭.	ডঃ মুহাম্মদ ইসমাঈল	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, প্রাণীবিদ্যা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৮.	ডঃ শেখ নজরুল ইসলাম	ঃ	সহকারী অধ্যাপক, পুষ্টি ও খাদ্য বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১৯.	রুহুল আমীন	ঃ	সহকারী অধ্যাপক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, ঢাকা বি. বি.
২০.	মুহাম্মদ মুজাহিদুল ইসলাম	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিভাগ, ঢাকা বি. বি.
২১.	মুশাররফ হুসাইন ভূঁইয়া	ঃ	সহকারী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা বি. বি.
২২.	এম কোরবান আলী	ঃ	চেয়ারম্যান ও প্রফেসর, জনবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বি. বি.

www.nagorikpathagar.org

২৩.	শাহ্ মুহাম্মদ হাবীবুর রহমান	ঃ	প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২৪.	ডঃ মুহাম্মদ শাহজাহান	ঃ	প্রফেসর, দর্শন বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২৫.	মুহাম্মদ আবদুল্লাহ আল হারুন	ঃ	প্রফেসর, হিসাব বিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
২৬.	ডঃ আবদুল লতিফ মাসুম	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জা. বি.।
২৭.	ডঃ মুঃ আবদুল করীম	ঃ	প্রফেসর, ফসল উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বি. বি.
২৮.	ডঃ মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান	ঃ	প্রফেসর, স্বাস্থ্য ও জীবাণু বিদ্যা বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বি. বি.
২৯.	ডঃ মুহাম্মদ মকবুল হোসেন	ঃ	সহকারী অধ্যাপক, প্যাথলজি বিভাগ, বাংলাদেশ কৃষি বি. বি.
৩০.	ডঃ শবিবর আহমদ	ঃ	প্রফেসর, ইসলামের ইতিহাস বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৩১.	মুহাম্মদ হারুন-অর-রশীদ	ঃ	প্রফেসর, ফাইন্যান্স বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৩২.	এ এন এম নূরুল করীম	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, মার্কেটিং বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৩.	ডঃ সৈয়দ মুহাম্মদ আতহার	ঃ	প্রফেসর, ব্যবস্থাপনা বিভাগ, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৩৪.	ডঃ মোহাম্মদ আশরাফ আলী	ঃ	সহযোগী অধ্যাপক, ই. ই. ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।

চিন্তাবিদ / শিক্ষাবিদ/বিশেষজ্ঞ

৩৫.	প্রফেসর সৈয়দা জাকিয়া খাতুন	ঃ	সাবেক বিভাগীয় প্রধান, আরবী বিভাগ, বদরুন্নেছা সরকারী কলেজ, ঢাকা।
৩৬.	এ. টি. এম. আযহারুল ইসলাম	ঃ	চিন্তাবিদ।
৩৭.	প্রফেসর মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ	ঃ	জাতীয় সংসদ সদস্য।
৩৮.	এম. এ. মজিদ	ঃ	শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ।
৩৯.	মুহাম্মদ কামারুজ্জামান	ঃ	সম্পাদক, সাপ্তাহিক সোনার বাংলা ও সাপ্তাহিক নতুন পত্র।
৪০.	হারুনুর রশীদ	ঃ	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, কলামিস্ট।
৪১.	মুহাম্মদ মজিবুর রহমান	ঃ	সিনিয়র এডভোকেট, বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট।
৪২.	অধ্যক্ষ মাসউদ খান	ঃ	সাবেক অধ্যক্ষ, সন্তোষ ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, টাঙ্গাইল।
৪৩.	প্রফেসর মফেজ উদ্দীন আহমেদ	ঃ	সাবেক চেয়ারম্যান, মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা।
৪৪.	আবদুল কাদের	ঃ	শিক্ষাবিদ ও চিন্তাবিদ।
৪৫.	আবদুল কাদের মোল্লা	ঃ	বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, চিন্তাবিদ, সাংবাদিক।
৪৬.	আবদুস শহীদ নাসিম	ঃ	চিন্তাবিদ, গবেষক, লেখক, চেয়ারম্যান সি.পি.এস।
৪৭.	ব্রিগেডিয়ার মুশাররফ হোসেন (অবঃ)	ঃ	চিন্তাবিদ।
৪৮.	অধ্যাপক মুজিবুর রহমান	ঃ	চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ।
৪৯.	প্রফেসর মাহবুবুর রহমান	ঃ	চিন্তাবিদ।
৫০.	জাহানারা আজহারী	ঃ	চিন্তাবিদ, শিক্ষাবিদ।
৫১.	শাহানারা হেলাল	ঃ	সাবেক ভাইস প্রিন্সিপাল, রেসিডেন্সিয়াল মডেল কলেজ, ঢাকা।
৫২.	মাসুদুল হক মজুমদার	ঃ	চিন্তাবিদ, সাংবাদিক।
৫৩.	আবুল কাসেম	ঃ	চিন্তাবিদ, বিশেষজ্ঞ।
৫৪.	এম. আশরাফ আলী	ঃ	চিন্তাবিদ।
৫৫.	এম. এস. উল্লাহ	ঃ	চিন্তাবিদ।
৫৬.	মীম ফজলুর রহমান	ঃ	আলেমে দীন।

www.nagorikpathagar.org

মাদ্রাসা শিক্ষা

৫৭. মাওলানা এ কিউ এম সিফাতুল্লাহ : ভাইস প্রিন্সিপাল, তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা, ঢাকা।
৫৮. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ : সেক্রেটারী জেনারেল, বাংলাদেশ মসজিদ মিশন।
৫৯. মাওলানা হামিদা পারভীন : প্রভাষিকা, মদিনাতুল উলূম মহিলা কামিল মাদ্রাসা, ঢাকা।

মেডিকেল কলেজ

৬০. ডাঃ গোলাম মুয়াজ্জম : সাবেক অধ্যক্ষ, রাজশাহী ও ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ।
৬১. ডাঃ রুহুল আমীন : সহকারী অধ্যাপক, বরিশাল মেডিকেল কলেজ।
৬২. ডাঃ নাজমুল হক রবি : সহকারী অধ্যাপক ও কন্সালটেন্ট ইসলামিয়া চক্ষু ইনস্টিটিউট।
৬৩. ডাঃ শাহনুর বেগম : প্রভাষিকা, ইবনে সিনা মেডিকেল কলেজ।
৬৪. ডাঃ মোশাররফ হোসেন : প্রখ্যাত হোমিও চিকিৎসক ও গবেষক।

কলেজ

৬৫. ডঃ শামসুল হক মিয়া : সহকারী অধ্যাপক, ঢাকা সরকারী কমার্শিয়াল ইনস্টিটিউট।
৬৬. শামসুন্নাহার নিজামী : অধ্যক্ষ, মানারাত ইন্টারন্যাশনাল স্কুল এন্ড কলেজ।
৬৭. আশরাফুল হক : অধ্যক্ষ, হলি চাইল্ড পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ।
৬৮. মুহাম্মদ ইসলাম গণি : সহকারী অধ্যাপক, বদরুন্নেছা সরকারী কলেজ, ঢাকা।
৬৯. অধ্যাপক এম হুসাইন আহমদ : রাজবাড়ী সরকারী কলেজ।
৭০. আহমুদা আক্তার খানম : সহকারী অধ্যাপক, জাতীয় মাধ্যমিক শিক্ষা ও বিজ্ঞান উন্নয়ন কেন্দ্র
৭১. আহমদ আবদুল কাদের : অধ্যাপক, আইডিয়াল কলেজ, ঢাকা।
৭২. মোঃ রফিকুল ইসলাম : প্রভাষক, জয়পাড়া কলেজ।
৭৩. অধ্যাপিকা রিজিয়া খানম : জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা।
৭৪. খোন্দকার আয়েশা খাতুন : লেকচারার, মডেল কলেজ, ঢাকা।
৭৫. নাসিমা হাসান : প্রভাষিকা, মানারাত কলেজ, ঢাকা।
৭৬. ফেরদৌস আরা খানম : প্রভাষিকা, লালমাটিয়া মহিলা কলেজ, ঢাকা।
৭৭. শামীমা ইয়াসমীন : প্রভাষিকা, না'গঞ্জ সরকারী মহিলা কলেজ।
৭৮. এম আলী হায়দার : প্রভাষক, হলি চাইল্ড কলেজ, ঢাকা।
৭৯. মুহাম্মদ নূরুল ইসলাম : ফ্যাকালটি মেম্বার, আই. বি. টি. আর. এ।

স্কুল

৮০. সুলতানা রাজিয়া : অধ্যক্ষ, ফুলকুঁড়ি কিন্ডার গার্টেন এন্ড হাইস্কুল, ঢাকা।
৮১. এম. আজিজুল হক : অধ্যক্ষ, লাইসীয়াম, ইন্টারন্যাশনাল স্কুল, ঢাকা।
৮২. শামসুন্নাহার মুনীর : অধ্যক্ষ, আয়েশা একাডেমী, ঢাকা।
৮৩. কাজী নিজামুল হক : সাবেক অধ্যক্ষ, আল আমিন একাডেমী, চাঁদপুর।
৮৪. নাসরীন কাদের : সহকারী শিক্ষক, শেরে বাংলা নগর সরকারী হাইস্কুল, ঢাকা।
৮৫. সাঈদা পারভীন : সহকারী শিক্ষক, গণভবন সরকারী হাইস্কুল, ঢাকা।

www.nagorikpathagar.org

ছাত্র/ছাত্রী

৮৬.	মুহাম্মদ শাহজাহান	ঃ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৮৭.	এহসানুল মাহবুব জোবায়ের	ঃ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।
৮৮.	মতিউর রহমান আকন্দ	ঃ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৮৯.	আবু সাঈদ মামুন	ঃ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৯০.	নাজমুন্নাহার নিলু	ঃ	এশিয়ান ইউনিভার্সিটি, ঢাকা।
৯১.	সাকিবুন্নাহার মুন্নী	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯২.	সাজেদা হোমায়রা হিমু	ঃ	আইডিয়েল স্কুল এন্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা।
৯৩.	কামাল আহম্মদ সিকদার	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯৪.	মুহাম্মদ মুর্তাজা	ঃ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
৯৫.	আনিসুর রহমান	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯৬.	শাহ্ আলম	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯৭.	এ. এফ. এম. মুহসিন	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯৮.	আহসান হাবীব ইমরোজ	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
৯৯.	সিরাজুল ইসলাম শাহীন	ঃ	ঢাকা ল' কলেজ।
১০০.	আলম শরীফ	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১০১.	আসলাম হাকীম	ঃ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১০২.	নূরুল ইসলাম বুলবুল	ঃ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১০৩.	মাইনুল ইসলাম	ঃ	রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।
১০৪.	মফিজুল ইসলাম	ঃ	তামিরুল মিল্লাত মাদ্রাসা, ঢাকা।
১০৫.	আসাদুজ্জামান	ঃ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
১০৬.	মুঃ সানাউল্লাহ	ঃ	ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, কুষ্টিয়া।
১০৭.	আবদুর রহীম	ঃ	চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম।
১০৮.	তাহেরুল হক	ঃ	জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়।
১০৯.	আবদুল্লাহ্ আল আরীফ	ঃ	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।
১১০.	মুজাহিদুল ইসলাম	ঃ	ঢাকা কলেজ।
১১১.	মাঝি নজরুল ইসলাম	ঃ	পরিচালক, ফুলকুঁড়ির আসর।

www.nagorikpathagar.org

"আমি আমার রসূলদের সুস্পষ্ট নিদর্শনাদি নিয়ে পাঠিয়েছি। সেই সাথে তাদের কাছে অবতীর্ণ করেছি গ্রন্থ ও মানদন্ড, যাতে করে মানুষ সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।" - আল কুরআন ৫৭ ঃ ২৫

পিতামাতা তাদের সন্তানকে সুশিক্ষা দেওয়ার চাইতে উত্তম কিছু দান করতে পারেনা। - হাদীস ঃ তিরমিযি

"সর্বোত্তম মানুষ হলো তারা, জ্ঞানীদের মাঝে যারা উত্তম।" - হাদীস ঃ দারমি

"শিক্ষার উদ্দেশ্য হলো মিথ্যার বিনাশ আর সত্যের আবিষ্কার।" - সক্রেটিস

"স্বকীয় সংস্কৃতি ও আদর্শের ভিত্তিতে সুনাগরিক তৈরি এবং জাতির ধর্ম ও সংস্কৃতির সংরক্ষণ ও উন্নয়নই হওয়া উচিত শিক্ষার উদ্দেশ্য।" - প্রফেসর খুরশীদ আহমদ

"প্রত্যয়দীপ্ত মহত জীবন সাধনায় সঞ্জীবনী শক্তি সঞ্চার করাই শিক্ষার উদ্দেশ্য।" - ডঃ হাসান জামান

www.nagorikpathagar.org